

بُخَارِيَّ

# বুখারী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

# বুখারী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ইল বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৩

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৭৬/৩

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0469-4

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ১৯৯১

চতুর্থ সংস্করণ

মার্চ ২০০৩

ফাল্গুন ১৪০৯

মহররম ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ পাহলোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

**BUKHARI SHARIF (3RD PART)** (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2003

Price : Tk 120.00 ; US Dollar : 5.00

### সম্পাদনা পরিষদ

#### প্রথম সংস্করণ

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ১. মাওলানা উবায়দুল হক            | সভাপতি     |
| ২. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ   | সদস্য      |
| ৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | সদস্য      |
| ৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম  | সদস্য      |
| ৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ         | সদস্য      |
| ৬. মাওলানা রুহুল আমিন খান         | সদস্য      |
| ৭. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম | সদস্য      |
| ৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম    | সদস্য সচিব |

### সম্পাদনা পরিষদ

#### দ্বিতীয় সংস্করণ

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম      | সভাপতি     |
| ২. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার | সদস্য      |
| ৩. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম     | সদস্য      |
| ৪. মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী     | সদস্য      |
| ৫. মাওলানা ইমদাদুল হক                 | সদস্য      |
| ৬. মাওলানা আবদুল মান্নান              | সদস্য      |
| ৭. আবদুল মুকিত চৌধুরী                 | সদস্য সচিব |



## মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে—‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী।’ মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।  
আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব  
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

# সূচীপত্র

বিষয়

অধ্যায় : যাকাত

পৃষ্ঠা

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| যাকাত ওয়াজিব হওয়া                                                                                        | ৩  |
| যাকাত দেওয়ার বায়'আত                                                                                      | ৬  |
| যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর গুনাহ                                                                  | ৭  |
| যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা কানয-এর অন্তর্ভুক্ত নয়                                                  | ৮  |
| সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করা                                                                                  | ১১ |
| সাদকা প্রদানে রিয়া                                                                                        | ১১ |
| খিয়ানত-এর মাল থেকে আদায়কৃত সাদকা আল্লাহ কবুল করেন না এবং হালাল উপার্জন থেকে আদায়কৃত সাদকাই কবুল করা হয় | ১১ |
| হালাল উপার্জন থেকে সাদকা                                                                                   | ১২ |
| ফেরত দেয়ার পূর্বেই সাদকা করা                                                                              | ১৩ |
| জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সাদকা করে হলেও                               | ১৪ |
| সুস্থ কৃপণের সাদকা দেওয়ার ফযীলত                                                                           | ১৬ |
| প্রকাশ্যে সাদকা করা                                                                                        | ১৭ |
| গোপনে সাদকা করা                                                                                            | ১৭ |
| সাদকাদাতা অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দিলে                                                             | ১৮ |
| অজান্তে কেউ তার পুত্রকে সাদকা দিলে                                                                         | ১৮ |
| সাদকা ডান হাতে প্রদান করা                                                                                  | ১৯ |
| যে ব্যক্তি নিজ হাতে সাদকা না দিয়ে খাদেমকে তা দিয়ে দেওয়ার আদেশ করে                                       | ২০ |
| প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত সাদকা না করা                                                         | ২১ |
| কিছু দান করে যে বলে বেড়ায়                                                                                | ২২ |
| যে ব্যক্তি যথাশীঘ্র সাদকা দেওয়া পছন্দ করে                                                                 | ২২ |
| সাদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও সুপারিশ করা                                                              | ২৩ |
| সাধ্যানুসারে সাদকা করা                                                                                     | ২৪ |
| সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয়                                                                                   | ২৪ |
| মুশরিক থাকাকালে সাদকা করার পর যে ইসলাম গ্রহণ করে (তার সাদকা কবুল হবে কিনা?)                                | ২৫ |
| মালিকের আদেশে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত খাদিমের সাদকা করার সওয়াব                                            | ২৬ |
| ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু সাদকা করলে বা কাউকে                                |    |
| আহার করলে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে                                                                            | ২৬ |
| মহান আল্লাহর বাণী : যে ব্যক্তি দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে                   | ২৭ |
| সাদকা দানকারী ও কৃপণের দৃষ্টান্ত                                                                           | ২৮ |
| উপার্জিত সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্যের সাদকা                                                                   | ২৯ |

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত                                                          | ২৯ |
| যাকাত ও সাদকা কি পরিমাণ দিতে হবে এবং যে বকরী সাদকা করে                                    | ২৯ |
| রূপার যাকাত                                                                               | ৩০ |
| পণ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাত আদায় করা                                                         | ৩০ |
| পৃথকগুলো একত্রিত করা যাবে না                                                              | ৩২ |
| দুই অংশীদার একজন অপরজন থেকে তার প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নিবে                                | ৩২ |
| উটের যাকাত                                                                                | ৩৩ |
| যার উপর বিন্ত মাখায় যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে                                          | ৩৩ |
| বকরীর যাকাত                                                                               | ৩৪ |
| অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ক্রটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হবে না      | ৩৫ |
| বকরীর বাচ্চা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা                                                       | ৩৬ |
| যাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম মাল নেয়া হবে না                                           | ৩৬ |
| পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই                                                                   | ৩৭ |
| গরুর যাকাত                                                                                | ৩৭ |
| নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া                                                             | ৩৮ |
| মুসলিমের উপর তার কোন ঘোড়ার যাকাত নেই                                                     | ৪০ |
| মুসলিমের উপর তার গোলামের যাকাত নেই                                                        | ৪০ |
| ইয়াতীমকে সাদকা দেওয়া                                                                    | ৪১ |
| স্বামী ও পোষ্য ইয়াতীমকে যাকাত দেওয়া                                                     | ৪১ |
| আল্লাহর বাণী : দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য ও আল্লাহর পথে                      | ৪৩ |
| যাচনা থেকে বিরত থাকা                                                                      | ৪৪ |
| যাকে আল্লাহ সাওয়াল ও অন্তরের লোভ ছাড়া কিছু দান করেন                                     | ৪৬ |
| সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে মানুষের কাছে সাওয়াল করে                                           | ৪৬ |
| মহান আল্লাহর বাণী : তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না                            | ৪৭ |
| খেজুরের পরিমাণ আন্দাজ করা                                                                 | ৪৯ |
| বৃষ্টির পানি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমির ফসলের উপর 'উশর                            | ৫১ |
| পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই                                                 | ৫২ |
| খেজুর সংগ্রহের সময় যাকাত দিতে হবে এবং শিশুকে যাকাতের খেজুর নেওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি? | ৫২ |
| এমন ফল বা খেজুর গাছ, অথবা (ফসল) সহ জমি কিংবা শুধু (জমির) ফসল বিক্রয় করা                  | ৫৩ |
| নিজের সাদকাকৃত বস্তু কেনা যায় কি?                                                        | ৫৩ |
| নবী (সা) ও তাঁর বংশধরদের সাদকা দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা                                     | ৫৪ |
| নবী (সা)-এর সহধর্মিণীদের আযাদকৃত দাস-দাসীদেরকে সাদকা দেওয়া                               | ৫৫ |
| সাদকার প্রকৃতি পরিবর্তন হলে                                                               | ৫৫ |
| ধনীদেব থেকে সাদকা গ্রহণ করা এবং যে কোন স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা              | ৫৬ |
| সাদকাদাতার জন্য ইমামের কল্যাণ কামনা ও দু'আ                                                | ৫৭ |
| সাগর থেকে সংগৃহীত সম্পদ                                                                   | ৫৮ |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| রিকায়ে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব                                                   | ৫৮ |
| মহান আল্লাহর বাণী : এবং যে সব কর্মচারী যাকাত উসূল করে                         | ৫৯ |
| যাকাতের উট ও তার দুগ্ধ মুসাফিরের জন্য ব্যবহার করা                             | ৫৯ |
| ইমাম নিজ হাতে যাকাতের উটে চিহ্ন দেওয়া                                        | ৬০ |
| সাদকাতুল ফিতর ফরয                                                             | ৬০ |
| মুসলিম গোলাম ও অন্যান্যের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা                   | ৬১ |
| সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ যব                                                | ৬১ |
| সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খাদ্য                                             | ৬১ |
| সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খেজুর                                             | ৬২ |
| সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ কিসমিস                                            | ৬২ |
| ঈদের সালাতের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করা                                  | ৬২ |
| আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব                      | ৬৩ |
| অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব | ৬৪ |

### অধ্যায় ৪ হজ্জ

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| হজ্জ ফরয হওয়া ও এর ফযীলত                                                         | ৬৭ |
| মহান আল্লাহর বাণী : তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে                              | ৬৮ |
| উটের হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন                                                  | ৬৮ |
| হজ্জে মাবরুর-এর ফযীলত                                                             | ৬৯ |
| হজ্জ ও 'উমরার মীকাত নির্ধারণ                                                      | ৭০ |
| মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়          | ৭০ |
| মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান                                | ৭১ |
| মদীনাবাসীদের মীকাত ও তারা যুল-হুলায়ফা পৌঁছার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে না              | ৭১ |
| সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান                                                 | ৭২ |
| নজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান                                                     | ৭২ |
| মীকাতের ভিতরের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান                                      | ৭৩ |
| ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান                                                 | ৭৩ |
| যাতু 'ইরক ইরাকবাসীদের মীকাত                                                       | ৭৩ |
| যুল-হুলায়ফায় সালাত                                                              | ৭৪ |
| (হজ্জের সফরে) 'শাজারা'-এর রাস্তা দিয়ে নবী (সা)-এর গমন                            | ৭৪ |
| নবী (সা) এর বাণী : 'আকীক বরকতময় উপত্যকা                                          | ৭৫ |
| (ইহরামের) কাপড়ে খালুক লেগে থাকলে তিনবার ধোওয়া                                   | ৭৬ |
| ইহরাম বাঁধাকালে সুগন্ধি ব্যবহার ও কি প্রকার কাপড় পরে ইহরাম বাঁধবে এবং চুল দাঁড়ি | ৭৬ |
| আঁচড়ানো ও তেল লাগাবে                                                             | ৭৬ |
| যে চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহরাম বাঁধে                                          | ৭৭ |
| যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধা                                       | ৭৮ |
| মুহরির ব্যক্তি যে প্রকার কাপড় পরবে না                                            | ৭৮ |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| হজ্জের সফরে বাহনে একাকী আরোহণ করা ও অপরের সাথে আরোহণ করা                                 | ৭৮  |
| মুহর্রিম ব্যক্তি কি প্রকার কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরবে                                     | ৭৯  |
| ভোর পর্যন্ত যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করা                                                  | ৮০  |
| উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা                                                               | ৮১  |
| তালবিয়া-এর শব্দসমূহ                                                                     | ৮১  |
| তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে সাওয়ারীতে আরোহণকালে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা            | ৮২  |
| সাওয়ারী আরোহীকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ করা                              | ৮২  |
| কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করা                                                          | ৮৩  |
| নিচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা                                                   | ৮৩  |
| হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাগণ                                                          | ৮৪  |
| নবী (সা)-এর জীবনকালে তাঁর ইহরামের অনুরূপ যিনি ইহরাম বেঁধেছেন                             | ৮৫  |
| মহান আল্লাহর বাণী : হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে                                           | ৮৬  |
| তামাতু' কিরান ও ইফরাদ হজ্জ করা                                                           | ৮৮  |
| হজ্জ-এর নাম উল্লেখ করে যে তালবিয়া পাঠ করে                                               | ৯২  |
| নবী (সা)-এর যুগে হজ্জে তামাতু'                                                           | ৯৩  |
| মহান আল্লাহর বাণী : তা (হজ্জে তামাতু') হলো তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন                |     |
| মসজিদুল হারামের (হারামের সীমার) মধ্যে বাস করে না                                         | ৯৩  |
| মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করা                                                             | ৯৪  |
| দিনে ও রাতে মক্কায় প্রবেশ করা                                                           | ৯৫  |
| কোন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে                                                        | ৯৫  |
| কোন দিক দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে                                                         | ৯৫  |
| মক্কা ও তার ঘরবাড়ির ফযীলত                                                               | ৯৭  |
| হারামের ফযীলত                                                                            | ১০০ |
| কাউকে মক্কায় অবস্থিত বাড়ির ও যমীনের উত্তরাধিকার বানান, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং           |     |
| বিশেষভাবে মসজিদুল হারামে সকল মানুষের সমঅধিকার                                            | ১০০ |
| নবী (সা)-এর মক্কায় অবতরণ                                                                | ১০১ |
| মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! এই (মক্কা নগরীকে)         |     |
| আপনি নিরাপদ করুন ----- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে                                               | ১০২ |
| মহান আল্লাহর বাণী : পবিত্র কা'বাঘর ও পবিত্র মাস আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ... |     |
| করেছেন সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ                                                               | ১০২ |
| কা'বাঘরের গিলাফ পরানো                                                                    | ১০৩ |
| কা'বাঘর ধ্বংস করে দেওয়া                                                                 | ১০৪ |
| হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে আলোচনা                                                            | ১০৪ |
| কা'বাঘরের দরজা বন্ধ করা এবং কা'বাঘরের ভিতর যে কোণে ইচ্ছা সালাত আদায় করা                 | ১০৫ |
| কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করা                                                             | ১০৫ |
| কা'বার ভিতরে যে প্রবেশ করেনি                                                             | ১০৬ |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| কা'বাঘরের ভিতরে চারদিকে তাকবীর বলা                                                               | ১০৬ |
| রমলের সূচনা কিভাবে হয়                                                                           | ১০৭ |
| মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুষন ও স্পর্শ) করা                   |     |
| এবং তিন চক্রে রমল করা                                                                            | ১০৭ |
| হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফে) রমল করা                                                                 | ১০৭ |
| ছড়ির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা                                                         | ১০৯ |
| যে কেবল দুই ইয়ামানী রুকনকে ইস্তিলাম করে                                                         | ১০৯ |
| হাজরে আসওয়াদ চুষন করা                                                                           | ১০৯ |
| হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছে তার দিকে ইশারা করা                                                     | ১১০ |
| হাজরে আসওয়াদ-এর কাছে তাকবীর বলা                                                                 | ১১০ |
| মক্কায় উপনীত হয়ে বাড়ি ফিরার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, তার পর দু'রাক আত                  |     |
| সালাত আদায় করে সাফার দিকে (সা'য়ী করতে) যাওয়া                                                  | ১১১ |
| পুরুষের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ করা                                                                | ১১২ |
| তাওয়াফ করার সময় কথা বলা                                                                        | ১১৩ |
| তাওয়াফের সময় রজ্জু দিয়ে কাউকে টানতে দেখলে বা অশোভনীয় অন্য কিছু দেখলে তা থেকে বাধা দিবে       | ১১৪ |
| বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না এবং কোন মুশরিক হজ্জ করবে না                           | ১১৪ |
| তাওয়াফ শুরু করার পর থেমে গেলে                                                                   | ১১৪ |
| নবী করীম (সা) তাওয়াফের সাত চক্রে পূর্ণ করে দু'রাক আত সালাত আদায় করেছেন                         | ১১৫ |
| প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)-এর পর 'আরাফায় গিয়ে তথা হতে ফিরে আসার                            |     |
| পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী না হওয়া                                                    | ১১৫ |
| তাওয়াফের দু'রাক আত সালাত মসজিদুল হারামের বাইরে আদায় করা                                        | ১১৬ |
| তাওয়াফের দু'রাক আত সালাত মাকামে ইবরাহীমের পেছনে আদায় করা                                       | ১১৬ |
| ফজর ও আসর-এর (সালাতের) পর তাওয়াফ করা                                                            | ১১৭ |
| অসুস্থ ব্যক্তির সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা                                                         | ১১৮ |
| হাজীদের জন্য পানি পান করানো                                                                      | ১১৮ |
| যমযম প্রসঙ্গ                                                                                     | ১১৯ |
| হজ্জে কিরানকারীর তাওয়াফ                                                                         | ১২০ |
| উযুসহ তাওয়াফ করা                                                                                | ১২২ |
| সা'ফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা ওয়াজিব এবং একে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে                  | ১২৩ |
| সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা                                                                 | ১২৪ |
| ঋতুবতী নারীর পক্ষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য সকল কার্য সম্পন্ন করা                  |     |
| এবং বিনা উযুতে সা'ফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা                                                 | ১২৬ |
| মক্কার অধিবাসী এবং হজ্জ তামাত্তু' আদায়কারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান বাতহা ও এ ছাড়া অন্যান্য স্থান | ১২৯ |
| যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হাজী কোথায় যুহরের সালাত আদায় করবে                                       | ১২৯ |
| মিনায় সালাত আদায় করা                                                                           | ১৩০ |



|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| আরাফার দিনে সাওম                                                                                                                           | ১৩১ |
| সকালে মিনা থেকে 'আরাফা যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা                                                                                  | ১৩১ |
| 'আরাফার দিনে দুপুরে (উকুফের স্থানে) যাওয়া                                                                                                 | ১৩১ |
| 'আরাফায় সাওয়ারীর উপর উকুফ করা                                                                                                            | ১৩২ |
| 'আরাফায় দুই সালাত একসাথে আদায় করা                                                                                                        | ১৩৩ |
| 'আরাফার খুতবা সংক্ষিপ্ত করা                                                                                                                | ১৩৩ |
| ওকুফের স্থানে জলদি যাওয়া                                                                                                                  | ১৩৪ |
| 'আরাফায় ওকুফ করা                                                                                                                          | ১৩৪ |
| 'আরাফা থেকে ফিরার পথে চলার গতি                                                                                                             | ১৩৫ |
| 'আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ                                                                                                 | ১৩৫ |
| (আরাফা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় নবী (সা) ধীরে চলার নির্দেশ দিতেন এবং তাদের প্রতি চাবুকের সাহায্যে ইশারা করতেন                             | ১৩৬ |
| মুযদালিফায় দু'ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা                                                                                              | ১৩৭ |
| দু'ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা এবং এ দুয়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করা                                                             | ১৩৮ |
| মাগরিব ও 'ইশা উভয় সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়া                                                                                       | ১৩৮ |
| যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় ওকুফ করে ও দু'আ করে এবং চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর আগে পাঠাবে                     | ১৩৯ |
| মুযদালিফায় ফজরের সালাত কোন্ সময় আদায় করবে                                                                                               | ১৪১ |
| মুযদালিফা হতে কখন রওয়ানা হবে                                                                                                              | ১৪২ |
| কুরবানীর দিন সকালে জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ও তালবিয়া বলা এবং চলার পথে কাউকে সাওয়ারীতে পেছনে বসানো                   | ১৪২ |
| (আল্লাহর বাণী ঃ) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে..... হারামের বাসিন্দা নয় | ১৪৩ |
| কুরবানীর উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া                                                                                                           | ১৪৪ |
| যে ব্যক্তি কুরবানীর জানানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়                                                                                            | ১৪৫ |
| রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করা                                                                                                          | ১৪৬ |
| যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা থেকে ইশ'আর এবং কিলাদা করে পরে ইহরাম বাঁধে                                                                          | ১৪৭ |
| উট এবং গরুর জন্য কিলাদা পাকান                                                                                                              | ১৪৮ |
| কুরবানীর পশু ইশ'আর করা                                                                                                                     | ১৪৮ |
| যে নিজ হাতে কিলাদা বাঁধে                                                                                                                   | ১৪৯ |
| বকরীর গলায় কিলাদা পরানো                                                                                                                   | ১৪৯ |
| পশমের তৈরী কিলাদা                                                                                                                          | ১৫০ |
| জুতার কিলাদা ঝুলান                                                                                                                         | ১৫০ |
| কুরবানীর উটের পিঠে আবরণ পরানো                                                                                                              | ১৫১ |
| যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করে ও তার গলায় কিলাদা বাঁধে                                                                      | ১৫১ |
| স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ ছাড়া স্বামী, কর্তৃক কুরবানী করা                                                                         | ১৫২ |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| মিনাতে নবী (সা)-এর কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করা                            | ১৫৩ |
| যে ব্যক্তি নিজ হাতে কুরবানী করে                                               | ১৫৩ |
| উট বাঁধা অবস্থায় কুরবানী করা                                                 | ১৫৪ |
| উট দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা                                                   | ১৫৪ |
| কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছু কসাইকে দেওয়া যাবে না                            | ১৫৫ |
| কুরবানীর জানোয়ারের চামড়া সাদকা করা                                          | ১৫৫ |
| কুরবানীর জানোয়ারের পিঠের আবরণ সাদকা করা                                      | ১৫৬ |
| (আল্লাহর বাণীঃ) এবং স্মরণ করুন যখন আমি ইবরাহীমের জন্য.... তার জন্য এই-ই উত্তম | ১৫৬ |
| মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা                                                  | ১৫৮ |
| ইহরামের সময় মাথায় আঁঠাল বস্তু লাগান ও মাথা কামানো                           | ১৫৯ |
| হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল কামানো ও ছোট করা                                  | ১৬০ |
| ‘উমরা আদায়ের পর তামাত্তু‘কারীর চুল ছাটা                                      | ১৬১ |
| কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা                                             | ১৬২ |
| ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার         |     |
| আগে মাথা কামিয়ে ফেলে                                                         | ১৬২ |
| জামরার নিকট সাওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় ফাতোয়া দেওয়া                          | ১৬৩ |
| মিনার দিনগুলোতে খুতবা প্রদান                                                  | ১৬৪ |
| (হাজীদের) পানি পান করানোর ব্যবস্থাকারীদের ও অন্য লোকদের (উযরবশত)              |     |
| মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করা                                           | ১৬৭ |
| কংকর মারা                                                                     | ১৬৭ |
| বাতনু ওয়াদী থেকে কংকর মারা                                                   | ১৬৮ |
| জামরায় সাতটি কংকর মারা                                                       | ১৬৮ |
| বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে জামরায় ‘আকাবায় কংকর মারা                        | ১৬৯ |
| প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলা                                                | ১৬৯ |
| জামরায় ‘আকাবায় কংকর মেরে অপেক্ষা না করা                                     | ১৭০ |
| অপর দুই জামরায় কংকর মেরে সমতল জায়গায় গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান          | ১৭০ |
| নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী জামরার কাছে উভয় হাত তোলা                             | ১৭০ |
| দুই জামরার কাছে দাঁড়িয়ে দু‘আ করা                                            | ১৭১ |
| কংকর মারার পর খুশবু লাগান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা কামানো              | ১৭২ |
| বিদায়ী তাওয়াফ                                                               | ১৭২ |
| তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি কোন মহিলার হয়েয আসে                                | ১৭৩ |
| (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক স্থানে আসরের সালাত আদায় করা        | ১৭৫ |
| মুহাস্সাব                                                                     | ১৭৬ |
| মক্কায় প্রবেশের আগে যু-তুয়াতে অবতরণ এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়      |     |
| যুল-হুলায়ফার বাতহাতে অবতরণ                                                   | ১৭৬ |
| মক্কা থেকে ফিরার সময় যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা                            | ১৭৭ |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (হজ্জের) মৌসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারে বেচা-কেনা                  | ১৭৭ |
| মুহাস্সাব থেকে শেষ রাতে রওয়ানা হওয়া                                         | ১৭৮ |
| ‘উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত                                             | ১৭৯ |
| যে ব্যক্তি হজ্জের আগে ‘উমরা আদায় করল                                         | ১৭৯ |
| নবী (সা) কতবার ‘উমরা করেছেন                                                   | ১৮০ |
| রমযান মাসে ‘উমরা আদায় করা                                                    | ১৮২ |
| মুহাস্সাবের রাতে এবং অন্য সময়ে ‘উমরা করা                                     | ১৮২ |
| তানঈম থেকে ‘উমরা করা                                                          | ১৮৩ |
| হজ্জের পর ‘উমরা আদায় করাতে কুরবানী ওয়াজিব হয় না                            | ১৮৫ |
| কষ্ট অনুপাতে ‘উমরার সওয়াব                                                    | ১৮৫ |
| উমরা আদায়কারী ‘উমরার তাওয়াফ করে রওয়ানা হলে তা কি তার জন্য বিদায়ী          |     |
| তাওয়াফের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে                                                 | ১৮৬ |
| হজ্জে যে কাজ করা হয় ‘উমরাতেও তাই করবে                                        | ১৮৭ |
| ‘উমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে                                                 | ১৮৯ |
| হজ্জ, ‘উমরা ও জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি (দু‘আ) বলবে                      | ১৯১ |
| আগমনকারী হাজীদের খোশ-আমদেদ জানান এবং একই বাহনে তিনজন একত্রে সওয়ার হওয়া      | ১৯২ |
| সকালে বাড়ি পৌছা                                                              | ১৯২ |
| বিকালে বাড়িতে প্রবেশ করা                                                     | ১৯২ |
| শহরে পৌছে রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে না                             | ১৯২ |
| মদীনা পৌছে যে ব্যক্তি তার উটনী দ্রুত চালায়                                   | ১৯৩ |
| মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর                            | ১৯৩ |
| সফর ‘আযাবের একটি অংশ                                                          | ১৯৪ |
| মুসাফিরের সফর দ্রুত করা ও করে শীঘ্র বাড়ি ফেরা                                | ১৯৪ |
| পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও শিকার জন্তুর বিনিময়                                    | ১৯৫ |
| ‘উমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়                                 | ১৯৫ |
| হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া                                                       | ১৯৭ |
| বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা                                  | ১৯৭ |
| যার মতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব নয়                             | ১৯৮ |
| মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয়----- ফিদ্যা দিবে         | ১৯৯ |
| মহান আল্লাহর বাণী : অথবা সাদকা অর্থাৎ ছয় জন মিসকীনকে খাওয়ানো                | ১৯৯ |
| ফিদ্যার দেয় খাদ্য অর্থ সা’ পরিমাণ                                            | ২০০ |
| নূসূক হলো বকরী কুরবানী                                                        | ২০০ |
| মহান আল্লাহর বাণী : স্ত্রী সন্তোগ নেই                                         | ২০১ |
| মহান আল্লাহর বাণী : হজ্জের সময়ে অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই               | ২০১ |
| শিকার জন্তু এবং অনুরূপ কিছু বিনিময়                                           | ২০২ |
| মুহরিম নয় এমন ব্যক্তি যদি শিকার করে শিকারকৃত জন্তু মুহরিমকে উপহার দেয় তাহলে |     |
| মুহরিম তা খেতে পারবে                                                          | ২০২ |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| মুহরিম ব্যক্তিগণ শিকার জন্তু দেখে হাসাহাসি করার ফলে যদি ইহরামবিহীন ব্যক্তির তা বুঝে ফেলে      | ২০৪ |
| শিকার জন্তু হত্যা করার ব্যাপারে মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না                    | ২০৫ |
| ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার জন্তুর প্রতি ইশারা করবে না, যার ফলে ইহরামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে নেয় | ২০৬ |
| মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে তা কবুল করবে না                              | ২০৬ |
| মুহরিম ইহরাম অবস্থায় কি কি প্রাণী বধ করতে পারে                                               | ২০৭ |
| হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা যাবে না                                                             | ২০৮ |
| হারমের কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না                                                       | ২০৯ |
| মক্কাতে লড়াই করা অবৈধ                                                                        | ২১০ |
| মুহরিমের জন্য সিংগা লাগান                                                                     | ২১১ |
| ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা                                                                      | ২১১ |
| মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ সুগন্ধিসমূহ                                                | ২১২ |
| মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা                                                                      | ২১৩ |
| চপ্পল না থাকা অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা পরিধান করা                                   | ২১৪ |
| লুঙ্গি না পেলে (মুহরিম ব্যক্তি) পায়জামা পরিধান করবে                                          | ২১৪ |
| মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র ধারণ করা                                                               | ২১৫ |
| মক্কা ও হারম শরীফে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা                                                    | ২১৫ |
| অজ্ঞাতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরে ইহরাম বাঁধে                                                      | ২১৬ |
| মুহরিম ব্যক্তির 'আরাফাতে মৃত্যু হলে                                                           | ২১৭ |
| ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তার বিধান                                                           | ২১৮ |
| মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ বা মানত আদায় করা                                                  | ২১৮ |
| যে ব্যক্তি সাওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নয়, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা                        | ২১৮ |
| পুরুষের পক্ষ হতে মহিলার হজ্জ আদায় করা                                                        | ২১৯ |
| বালকদের হজ্জ আদায় করা                                                                        | ২২০ |
| মহিলাদের হজ্জ                                                                                 | ২২১ |
| যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বার যিয়ারত করার মানত করে                                           | ২২৩ |

### মদীনার ফযীলত

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| মদীনা হারম হওয়া                                        | ২২৪ |
| মদীনার ফযীলত, মদীনা (অবাস্থিত) লোকদের বহিষ্কার করে দেয় | ২২৫ |
| মদীনার অপর নাম তাবা                                     | ২২৬ |
| মদীনার কংকরময় দু'টি এলাকা                              | ২২৬ |
| যে ব্যক্তি মদীনা থেকে বিমুখ হয়                         | ২২৬ |
| ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে                              | ২২৭ |
| মদীনাবাসীর সাথে প্রতারণাকারীর পাপ                       | ২২৮ |
| মদীনার প্রস্তর নির্মিত দুর্গসমূহ                        | ২২৮ |
| দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না                    | ২২৮ |
| মদীনা অপবিত্র লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়                | ২৩০ |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| পরিচ্ছেদ                                                                | ২৩১ |
| মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করা নবী করীম (সা) অপছন্দ করতেন | ২৩১ |
| পরিচ্ছেদ                                                                | ২৩২ |

## অধ্যায় ৪ সাওম

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| রমযানের সাওম ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে                                      | ২৩৭ |
| সাওমের ফযীলত                                                             | ২৩৮ |
| সাওম (গোনাহের) কাফফারা                                                   | ২৩৯ |
| সাওম পালনকারীর জন্য রায়্যান                                             | ২৩৯ |
| রমযান বলা হবে, না রমযান মাস বলা হবে                                      | ২৪০ |
| চাঁদ দেখা                                                                | ২৪১ |
| যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় নিয়তসহ সিয়াম পালন করবে           | ২৪১ |
| নবী (সা) রমযানে সর্বাধিক দান করতেন                                       | ২৪২ |
| সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করা               | ২৪২ |
| কাউকে গালি দেয়া হলে সে কি বলবে, আমি তো সাওম পালনকারী                    | ২৪৩ |
| অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর আশংকা করে তার জন্য সাওম                    | ২৪৩ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণী : যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম শুরু করবে          |     |
| আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে                                       | ২৪৪ |
| ঈদের দুই মাস কম হয় না                                                   | ২৪৫ |
| নবী (সা)-এর বাণী : আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না                        | ২৪৬ |
| রমযানের এক দিন বা দু দিন আগে সাওম শুরু করবে না                           | ২৪৬ |
| মহান আল্লাহর বাণী : সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী সম্বন্ধে বৈধ করা হয়েছে | ২৪৭ |
| মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কাল রেখা থেকে ভোরের          |     |
| সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়                        | ২৪৮ |
| নবী (সা)-এর বাণী : বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহুরী থেকে বিরত না রাখে     | ২৪৯ |
| সাহুরী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা                                           | ২৪৯ |
| সাহুরী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ                             | ২৫০ |
| সাহুরীতে রয়েছে বরকত কিন্তু তা ওয়াজিব নয়                               | ২৫০ |
| যদি কেউ দিনের বেলা সাওমের নিয়ত করে                                      | ২৫১ |
| জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় সাওম পালনকারীর ভোর হওয়া                       | ২৫১ |
| সায়িম কর্তৃক স্ত্রী স্পর্শ করা                                          | ২৫২ |
| সায়িমের চুমু খাওয়া                                                     | ২৫৩ |
| সায়িম পালনকারীর গোসল করা                                                | ২৫৪ |
| সাওম পালনকারী যদি ভুলবশত আহার করে বা পান করে ফেলে                        | ২৫৫ |
| সায়িমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিস্ওয়াক ব্যবহার করা                       | ২৫৫ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণী : যখন উযু করবে তখন নাকের ছিদ্রে পানি টেনে নিবে     | ২৫৬ |
| রমযানে সহবাস করা                                                         | ২৫৭ |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| যদি রমযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে                        | ২৫৭ |
| রমযানে রোযাদার অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি কাফফারা |     |
| থেকে তার অভাবগ্রস্ত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে                                 | ২৫৮ |
| সাওম পালনকারীর শিংগা লাগানো বা বমি করা                                      | ২৫৯ |
| সফরে সাওম পালন করা ও না করা                                                 | ২৬০ |
| রমযানের কয়েকদিন সাওম পালন করে যদি কেউ সফর আরম্ভ করে                        | ২৬১ |
| প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সম্পর্কে |     |
| নবী (সা)-এর বাণী : সফরে সাওম পালন করায় নেকী নেই                            | ২৬২ |
| সিয়াম পালন করা ও না করার ব্যাপারে নবী (সা)-এর সাহাবীগণ একে অন্যের          |     |
| প্রতি দোষারোপ করতেন না                                                      | ২৬২ |
| সফর অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা, যাতে লোকেরা দেখতে পায়                          | ২৬৩ |
| এ (রোযা) যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য                            | ২৬৩ |
| রমযানের কাযা কখন আদায় করা হবে                                              | ২৬৪ |
| ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সাওম উভয়ই ত্যাগ করবে                                  | ২৬৫ |
| সাওমের কাযা যিন্মায় রেখে যার মৃত্যু হয়                                    | ২৬৬ |
| সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা হালাল                                           | ২৬৭ |
| পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে                                  | ২৬৮ |
| ইফতার ত্বরান্বিত করা                                                        | ২৬৮ |
| রমযানের ইফতারের পরে যদি সূর্য দেখা যায়                                     | ২৬৯ |
| বান্ধাদের সাওম পালন করা                                                     | ২৬৯ |
| সাওমে বেসাল (বিরতিহীন সাওম)                                                 | ২৭০ |
| যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান             | ২৭১ |
| সাহরীর সময় পর্যন্ত সাওমে বেসাল পালন করা                                    | ২৭২ |
| কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল সাওম ভঙ্গের জন্য কসম দিলে                       | ২৭২ |
| শাবান (মাস)-এর সাওম                                                         | ২৭৩ |
| নবী (সা)-এর সাওম পালন করা ও না করার বর্ণনা                                  | ২৭৪ |
| (নফল) সাওমের ব্যাপারে মেহমানের হক                                           | ২৭৫ |
| নফল সাওমে শরীরের হক                                                         | ২৭৫ |
| পুরা বছর সাওম পালন করা                                                      | ২৭৬ |
| সাওম পালনের ব্যাপারে পরিজনের হক                                             | ২৭৭ |
| একদিন সাওম পালন করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া                                    | ২৭৮ |
| দাউদ ('আ)-এর সাওম                                                           | ২৭৮ |
| সিয়ামুল বীয ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (এর সাওম)                                    | ২৮০ |
| কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে (নফল) সাওম ভঙ্গ না করা                         | ২৮০ |
| মাসের শেষ ভাগে সাওম পালন করা                                                | ২৮১ |
| জুম'আর দিনে সাওম পালন করা                                                   | ২৮১ |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| সাওম পালনের (উদ্দেশ্যে) কোন দিন কি নির্দিষ্ট করা যায় | ২৮২ |
| ‘আরাফাতের দিনে সাওম পালন করা                          | ২৮৩ |
| ঈদুল ফিতরের দিনে সাওম পালন করা                        | ২৮৩ |
| কুরবানীর দিন সাওম পালন                                | ২৮৪ |
| আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করা                       | ২৮৫ |
| ‘আশুরার দিনে সাওম পালন করা                            | ২৮৬ |

### অধ্যায় : তারাবীহর সালাত

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| কিয়ামে রমযান-এর (রমযানে তারাবীহর সালাতের) ফযীলত                                              | ২৯১ |
| লাইলাতুল কাদর-এর ফযীলত                                                                        | ২৯৩ |
| (রমযানের) শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কাদরের সন্ধান করা                                           | ২৯৪ |
| রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদর সন্ধান করা                                        | ২৯৫ |
| মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কাদরের সুনির্দিষ্ট তারিখের জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া | ২৯৭ |
| রমযানের শেষ দশকের আমল                                                                         | ২৯৭ |

### অধ্যায় : ই‘তিকাফ

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| রমযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ এবং ই‘তিকাফ সব মসজিদেই হয়                     | ৩০১ |
| ঋতুবতী নারী কর্তৃক ই‘তিকাফকারীর চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া                    | ৩০২ |
| প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই‘তিকাফকারী (তার) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না     | ৩০২ |
| ই‘তিকাফকারীর (মাথা) ধোত করা                                             | ৩০৩ |
| রাতে ই‘তিকাফ করা                                                        | ৩০৩ |
| নারীদের ই‘তিকাফ করা                                                     | ৩০৩ |
| মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবু খাটানো                                          | ৩০৪ |
| কোন প্রয়োজনে ই‘তিকাফকারী কি মসজিদের দরজা পর্যন্ত বের হতে পারেন         | ৩০৫ |
| ই‘তিকাফ এবং নবী (সা) কর্তৃক (রমযানের) বিশ তারিখ সকালে বেরিয়ে আসা       | ৩০৫ |
| মুস্তাহাযা (প্রদর শ্রাবযুক্ত) নারীর ই‘তিকাফ করা                         | ৩০৬ |
| ই‘তিকাফ অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাত করা                      | ৩০৬ |
| ই‘তিকাফকারীর নিজের উপর সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করা                          | ৩০৭ |
| ই‘তিকাফ হতে সকাল বেলা বের হওয়া                                         | ৩০৮ |
| শাওয়াল মাসে ই‘তিকাফ করা                                                | ৩০৯ |
| যিনি ই‘তিকাফকারীর জন্য সাওম পালন জরুরী মনে করেন না                      | ৩০৯ |
| জাহিলিয়াতের যুগে ই‘তিকাফ করার মানত করে পরে ইসলাম কবুল করা              | ৩১০ |
| রমযানের মাঝের দশকে ই‘তিকাফ করা                                          | ৩১০ |
| ই‘তিকাফ করার ইচ্ছা করে পরে কোন কারণে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভাল মনে করা | ৩১০ |
| ই‘তিকাফকারী মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে তার মাথা ঘরে প্রবেশ করানো             | ৩১১ |

# বুখারী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড



کتابُ الزَّكَاةِ  
অধ্যায় : যাকাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

## كِتَابُ الزَّكَاةِ

### অধ্যায় : যাকাত

۸۸۲ بَابُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ.

৮৮২. পরিচ্ছেদ : যাকাত ওয়াজিব হওয়া

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) নবী ﷺ-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত (প্রতিষ্ঠা করা), যাকাত (আদায় করা), আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশ দেন।

۱۳۱۳ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مُعَبِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

১৩১৩ আবু ‘আসিম যাহ্‌হাক ইবন মাখলাদ (র)... ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মু‘আয (রা)-কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিযুখে প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ ﷺ) আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদকা

(যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসূল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

۱۳۱۶ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرُو

১৩১৪ হাফস ইবন 'উমর (র) ... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে বলল, আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ कराবে। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে। নবী ﷺ বললেন : তার প্রয়োজন রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন বাহ্য (র) শু'বা (র)-র সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান ও তাঁর পিতা 'উসমান ইবন 'আবদুল্লাহ উভয়ে মূসা ইবন তালহা (রা) আবু আইউব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন, (শু'বা, রাবীর নাম বলতে ভুল করেছেন) আমার আশংকা হয় যে, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান-এর উল্লেখ সঠিক নয়, বরং এখানে রাবীর নাম হবে 'আমর ইবন 'উসমান।

۱۳۱۵ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ . قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .

১৩১৬ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুভাসী সাহাবী নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে এমন আমলের পথনির্দেশ করুন যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, (পাঁচ ওয়াক্ত) ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে ও রমযানের সাওম পালন করবে। সাহাবী বললেন, আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম, আমি এর উপর বৃদ্ধি করব না। তিনি যখন ফিরে গেলেন

তখন নবী ﷺ বললেন : কেউ যদি জান্নাতী লোক দেখতে আগ্রহী হয় সে যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখে।

১৩১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا .

১৩১৬ মুসাদ্দাদ (র)... আবু যুর'আ (র)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১৩১৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رِبِيعَةٍ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَأَيْنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدُ يَدَيْهِ هَكَذَا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تَوَلُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفُتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

১৩১৭ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক, আমাদের ও আপনার (মদীনার) মাঝে মুযার গোত্রের কফিররা প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আমরা আপনার নিকট কেবল নিষিদ্ধ মাস (যুদ্ধ বিরতির মাস) ব্যতীত নির্বিঘ্নে আসতে পারি না। কাজেই এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিন যা আমরা আপনার নিকট থেকে শিখে (আমাদের গোত্রের) অনুপস্থিতদেরকে সেদিকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি ও চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। (পালনীয় বিষয়গুলো হলো : ) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তথা সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (রাবী বলেন) এ কথা বলার সময় নবী ﷺ (একক নির্দেশক) তাঁর হাতের অঙ্গুলী বদ্ধ করেন, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও তোমরা গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে এবং আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি যে, (الدُّبَاءُ) শুষ্ক কদু খোলস, (الْحَنْتَمُ) সবুজ রং প্রলেপযুক্ত পাত্র, (النَّقِيرُ) খেজুর কাণ্ড নির্মিত পাত্র, (الْمَرْفُتُ), তৈলজ পদার্থ প্রলেপযুক্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করতে। সুলায়মান ও আবু নু'মান (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এরূপ বর্ণনা করেছেন (আবু ব্যতীত)।

১৩১৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤْذُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

১৩১৮ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমর (রা) [আবু বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে মাত্র)? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলায় পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। 'উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

৪৪২ بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .

৮৮৩. পরিচ্ছেদ : যাকাত দেওয়ার বায়'আত। (মহান আল্লাহর বাণী) যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। (৯ : ১১)

১৩১৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

১৩১৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)... জরীর ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি।

৪৪৮. **بَابُ اِمْتِنَاعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ....**  
**فَنُفِقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.**

৮৮৪. পরিচ্ছেদ : যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী : যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না..... (জাহান্নামে শাস্তি প্রদানকালে তাদেরকে বলা হবে) এখন সম্পদ জমা করে রাখার প্রতিফল ভোগ কর। (৯ : ৩৪-৩৫)

১৩২০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْتِي الْأِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطْوُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْتَطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتَ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتَ .

১৩২০ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের উটের (উপর দরিদ্র, বঞ্চিত, মুসাফিরের) হক আদায় না করবে, (কিয়ামত দিবসে) সে উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে আসবে এবং যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক আদায় না করবে, সে বকরী দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। উট ও বকরীর হক হলো পানির নিকট (জনসমাগম স্থলে) ওদের দোহন করা (ও দরিদ্র বঞ্চিতদের মধ্যে দুধ বন্টন করা)। নবী ﷺ আরো বলেন : তোমাদের কেউ যেন কিয়ামত দিবসে (হক অনাদায়জনিত কারণে শাস্তিস্বরূপ) কাঁধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে (আমার নিকট) না আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব : তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (হক অনাদায়ের পরিণতির কথা) পৌছে দিয়েছি। আর কেউ যেন চিৎকাররত উট কাঁধের উপর বহন করে এসে না বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব : তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (শেষ পরিণতির কথা) পৌছে দিয়েছি।

১৩২১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبْيَبَتَانِ يَطْوُقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَزْرُكٌ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

**১৩১১** ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করেন : “আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশে শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।” (৩ : ১৮০)

৪৪৫. **بابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَزْرٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .**  
৮৮৫. পরিচ্ছেদ : যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা কানয (জমাকৃত সম্পদ)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, নবী ﷺ-এর এ উক্তির কারণে যে, পাঁচ উকিয়া<sup>১</sup>-এর কম পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত নেই।

**১৩২২** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبَرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ .

**১৩২২** আহমদ ইবন শাবীব ইবন সাঈদ (র)... খালিদ ইবন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)-এর সাথে বের হলাম। এক মরুবাসী তাঁকে বলল, আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ইবন উমর (রা) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে আর এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য রয়েছে শাস্তি- এ তো ছিল যাকাত  
১. এক উকিয়া ৪০ দিরহাম পরিমাণ, ৫ উকিয়া × ৪০ = ২০০ দিরহাম সমান।

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের কথা। এরপর যখন যাকাত বিধান অবতীর্ণ হলো তখন একে আল্লাহ সম্পদের পবিত্রতা লাভের উপায় করে দিলেন।

১৩২৩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ دُونَ خُمْسٍ نَوْدٌ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسُقٌ صَدَقَةٌ.

১৩২৩ ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ উকিয়া পরিমাণের কম সম্পদের উপর যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কন্মের উপর যাকাত নেই। পাঁচ ওসাক<sup>১</sup> এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত নেই।

১৩২৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبِذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مِنْزِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْزِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيْهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنْ أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى كَانَهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنْحَيْتَ فَكُنْتُ قَرِيبًا فَذَلِكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا عَلَى حَبْشِيَا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

১৩২৪ ‘আলী ইবন আবু হাশিম (র)... ইয়াযীদ ইবন ওহব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাবায়ী নামক স্থান দিয়ে চলার পথে আবু যার (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এখানে কি কারণে আসলেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় অবস্থানকালে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মু‘আবিয়া (রা)-এর সাথে আমার মতানৈক্য হয় : (الَّذِينَ يَكْزِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : “যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না.....।” মু‘আবিয়া (রা) বলেন, এ আয়াত কেবল আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের ও তাদের সকলের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এক সময় মু‘আবিয়া (রা) ‘উসমান (রা)-এর নিকট আমার নামে অভিযোগ করে পত্র পাঠালেন। তিনি পত্রযোগে আমাকে মদীনায়ে ডেকে পাঠান। মদীনায়ে পৌঁছলে আমাকে দেখতে লোকেরা এত ভিড় করলো যে, এর পূর্বে যেন তারা কখনো আমাকে

১. এক ওসাক ৬০ স্যু-এর সমান; ৫ ওসাকে × ৬০=৩০০ সা। ১ সা প্রায় ৩ সের ১১ ছটাকের সমান।



দেখেনি। 'উসমান' (রা)-এর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি আমাকে বললেন, ইচ্ছা করলে আপনি মদীনার বাইরে নিকটে কোথাও থাকতে পারেন। এ হল আমার এ স্থানে অবস্থানের কারণ। খলীফা যদি কোন হাবশ' লোককেও আমার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন তবুও আমি তাঁর কথা শুনব এবং আনুগত্য করব।

১২২০ حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنَ الشَّعْرَ وَالتِّيَابَ وَالْهَيْئَةَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلْمَةِ نَذَى أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَفْصِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نَفْصِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ نَذِيهِ يَتَرَلَّزَلُ ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ تَعْنِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصِرُ أَحَدًا قَالَ فَتَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ كُلُّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَإِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ .

১৩২৫ 'আয়্যাশ ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কুরাইশ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, এমন সময় রুম্ম চুল, মোটা কাপড় ও খসখসে শরীর বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে সালাম দিয়ে বলল, যারা সম্পদ জমা করে রাখে তাদেরকে এমন গরম পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের ওপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে একটি স্তনের পাশে বসলো। আমিও তাঁর অনুগমন করলাম ও তাঁর কাছে বসলাম। এবং আমি জানতাম না সে কে। আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় যে, আপনার বক্তব্য লোকেরা পসন্দ করেনি। তিনি বললেন, তারা কিছুই বুঝে না। কথাটি আমাকে আমার বন্ধু বলেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার বন্ধু কে? সে বলল, তিনি হলেন নবী ﷺ। [রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন] হে আবু যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখেছ? তিনি বলেন, তখন আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দিনের কতটুকু অংশ বাকি রয়েছে। আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠাবেন। আমি জওয়াবে বললাম, জী-হাঁ। তিনি বললেন :

তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যতীত উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণরূপ আমার কাছে আসুক আর আমি সেগুলো দান করে দেই তাও আমি নিজের জন্য পসন্দ করি না। [আবু যার (রা) বলেন] তারা তো বুঝে না, তারা শুধু দুনিয়ার সম্পদই একত্রিত করেছে। আল্লাহর কসম, না! না! আমি তাদের নিকট দুনিয়ার কোন সম্পদ চাই না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত দীন সম্পর্কেও তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবো না।

## ৪৪৬. بَابُ انْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ .

৮৮৬. পরিচ্ছেদ : সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করা

১৩২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

১৩২৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... ইবন মাস'উদ (রা)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কেবল মাত্র দু'ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে তা ব্যয় করার মত ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যান্যকে তা শিক্ষা দেন।

৪৪৭. بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْعَمَلِ وَالْأَذَى إِلَى قَوْلِهِ الْكَافِرِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَدَقًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَابِلٌ مَطْرٌ شَدِيدٌ وَالْطَّلُ النَّذَى

৮৮৭. পরিচ্ছেদ : সাদকা প্রদানে রিয়া (লোক দেখানো)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমাদের দানকে নিষ্ফল করো না, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (২ : ২৬৪) ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মসৃণ পাথর, ইকরিমা (র) বলেন, ওাবিল বৃষ্টি, الطل কুয়াশা

৪৪৮. بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مَنْ كَسَبَ طَيِّبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ .

৮৮৮. পরিচ্ছেদ : খিয়ানত-এর মাল থেকে আদায়কৃত সাদকা আল্লাহ কবুল করেন না এবং হালাল উপার্জন থেকে আদায়কৃত সাদকাই কবুল করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী : যে দানের

পর ক্রেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। (২ : ২৬৩)

৪৪৯. **بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَا وَرَبَّى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.**

৮৮৯. পরিচ্ছেদ : হালাল উপার্জন থেকে সাদকা

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও সাদকা বর্ধিত করেন, আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ : ২৭৬-২৭৭)

১২২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دِينَارٍ وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তাঁর কুদরতী ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। সুলায়মান (র) ইবন দীনার (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'আবদুর রহমান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং ওয়ারকা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এবং মুসলিম ইবন আবু মারযাম, যায়দ ইবন আসলাম ও সুহায়ল (র) আবু সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

## ৪৯. بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ.

৮৯০. পরিচ্ছেদ : ফেরত দেয়ার পূর্বেই সাদকা করা

১৩২৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا .

১৩২৮ আদম (র)... হারিসা ইবন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদকা কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ আপন সাদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (যাকে দাতা দেওয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

১৩২৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهْمَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْزِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْزِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ .

১৩২৯ আবুল ইয়ামান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে উপচে না পড়বে, এমনকি সম্পদের মালিকগণ তার সাদকা কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যাকেই দান করতে চাইবে সে-ই বলবে, প্রয়োজন নেই।

১৩৩০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ السَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُجَلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِي قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بَغِيرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانُ يُتْرَجَمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَوْتِكَ مَا لَا فَلَيقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أَرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا

النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِينَ أَحَدَكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

১৩৩০ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ‘আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দু’ জন সাহাবী আসলেন, তাদের একজন দারিদ্র্যের অভিযোগ করছিলেন আর অপরজন রাহাজানির অভিযোগ করছিলেন। নবী ﷺ বললেন : রাহাজানির অবস্থা এই যে, কিছু দিন পর এমন সময় আসবে যখন কাফেলা মক্কা পর্যন্ত বিনা পাহারায় পৌঁছে যাবে। আর দারিদ্র্যের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ সাদকা নিয়ে ঘোরাফিরা করবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত কিয়ামত কয়েম হবে না। তারপর (বিচার দিবসে) আল্লাহর নিকট তোমাদের কেউ এমনভাবে খাড়া হবে যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না বা কোন ব্যাখ্যাকারী দোভাষীও থাকবে না। এরপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে হ্যাঁ, তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সাদকা) দিয়ে হলেও যেন আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায় তবে যেন উত্তম কথা দিয়ে হলেও।

১৩৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدُ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يُلْذَنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

১৩৩২ মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলা (রা).. আবু মূসা (আশ‘আরী) (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের উপর অবশ্যই এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সাদকার সোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু একজন গ্রহীতাও পাবে না। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অনুগমন করবে এবং তার আশ্রয়ে আশ্রিতা হবে।

৮৯১. بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ إِلَى قَوْلِهِ مِّنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .

৮৯১. পরিচ্ছেদ : জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সাদকা করে হলেও। আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও নিজেদের আত্মার দৃঢ়তার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান ..... এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে। (২ : ২৬৫-৬৬)

১৩৩২ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَّائِي وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا فَتَزَلَّتِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ الْآيَةَ .

১৩৩২ আবু কুদামা উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)... আবু মাস'উদ (রা)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। এক ব্যক্তি এসে প্রচুর মাল সাদকা করলো। তারা (মুনাফিকরা) বলতে লাগল, এ ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করেছে, আর এক ব্যক্তি এসে এক সা' পরিমাণ দান করলে তারা বললো, আল্লাহ তো এ ব্যক্তির এক সা' থেকে অমুখাপেক্ষী। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় : মু'মিনগণের মধ্যে যারা নিজ ইচ্ছায় সাদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে.....। (৯ : ৭৯)

১৩৩৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرْنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنْ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةِ أَلْفٍ .

১৩৩৩ সাঈদ ইবন ইয়াহ'ইয়া (র)... আবু মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকা করতে আদেশ করলেন তখন আমাদের কেউ বাজারে গিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করে মুদ পরিমাণ অর্জন করত (এবং তা থেকেই সাদকা করত) অথচ আজ তাদের কেউ লাখপতি।

১৩৩৪ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ .

১৩৩৪ সুলাইমান ইবন হারব (র)... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সাদকা করে হলেও।

১৩৩৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا

فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

**১৩৩৩** বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সংগে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন : যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় তবে সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে।

**৪৯২** **بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْآيَةُ وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٍ وَلَا شَفَاعَةَ إِلَّا بِالْإِذْنِ .**

৮৯২. পরিচ্ছেদ : সুস্থ কৃপণের সাদকা দেওয়ার ফযীলত। এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণী : আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে..... শেষ পর্যন্ত। (৬৩ : ১০) আরো ইরশাদ হয়েছে : হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না..... শেষ পর্যন্ত। (২ : ২৫৪)

**১৩৩৬** **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحَقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .**

**১৩৩৬** মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ সাদকার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি ﷺ বললেন : কৃপণ অবস্থায় তোমার সাদকা করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশংকা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সাদকা করতে দেরী করবে না। অবশেষে যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য একটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে যাচ্ছে।

## ৮৯৩. পরিচ্ছেদ

## ১৯৩. بَابُ

۱۳۳۷ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ .

১৩৩৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন নবী-সহধর্মী নবী ﷺ-কে বললেন, আমাদের মধ্য থেকে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘতর। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির সাহায্যে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সাওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে দীর্ঘতর বলে প্রমাণিত হল। পরে আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে, সাদকার আধিক্য তাঁর হাত দীর্ঘ করে দিয়েছিল। আমাদের মাঝে তিনিই সবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হন। তিনি সাদকা করা ভালবাসতেন।

১৯৪. بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ قَوْلُهُ : الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

৮৯৪. পরিচ্ছেদ : প্রকাশ্যে সাদকা করা। আল্লাহর বাণী : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ : ২৭৪)

১৯৫. بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَقَوْلُهُ أَنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

৮৯৫. পরিচ্ছেদ : গোপনে সাদকা করা। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি গোপনে সাদকা করলো এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি। এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা যদি প্রকাশ্যে সাদকা কর তবে তা ভাল আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপমোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত। (২ : ২৭১)



৮৯৬. পরিচ্ছেদ : সাদকাদাতা অজান্তে (ফকীর মনে করে) কোন ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দিলে

**১৩৩৮** আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন : (পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। এতে সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যাভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যাভিচারিণীকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) ব্যাভিচারিণীর হাতে পৌঁছল! আমি অবশ্যই সাদকা করব। এরপর সে সাদকা নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগলো, ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) চোর, ব্যাভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়লো! পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সাদকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা হতে বিরত থাকবে, তোমার সাদকা ব্যাভিচারিণী পেয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, সে তার ব্যাভিচার থেকে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যক্তি তোমার সাদকা পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে সাদকা করবে।

৮৯৭. পরিচ্ছেদ : অজান্তে কেউ তার পুত্রকে সাদকা দিলে

١٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَيْرَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ

قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَآبِي وَجَدِّي وَخَطْبَ عَلَى فَأَنكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتُ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتُ يَا مَعْنُ .

**১৩৩৯** মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... মা'ন ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, আমার পিতা (ইয়াযীদ) ও আমার দাদা (আখনাস) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করলাম। তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। আমি তাঁর কাছে (একটি বিষয়ে) বিচার প্রার্থী হই। তা হলো, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু স্বর্ণমুদ্রা সাদকা করার নিয়্যাতে মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রেখে (তাকে তা বিতরণ করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে) আসেন। আমি সে ব্যক্তির নিকট থেকে তা গ্রহণ করে পিতার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পেশ করলাম। তিনি বললেন : হে ইয়াযীদ! তুমি যে নিয়্যাত করেছ, তা তুমি পাবে আর হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।<sup>১</sup>

৮৯৮. পরিচ্ছেদ : সাদকা ডান হাতে প্রদান করা **৮৯৮. بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ .**

**১৩৪০** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ مَلَقَ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

**১৩৪০** মুসাদ্দাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১। ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২। যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। ৩। যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। ৪। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। ৫। এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহবান জানিয়েছে। তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬। যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। ৭। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।

১. এখানে সাদকা দ্বারা নফল সাদকা উদ্দেশ্য। আলিমগণের সর্বসম্মত মত, পিতা নিজ সন্তানকে যাকাত দিলে তা আদায় হয় না। (আইনী, ৮ম খণ্ড)

১৩৬১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَمِائَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصِدْقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا .

১৩৪১ 'আলী ইবন জা'দ (র)... হারিসা ইবন ওহব খুযা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদকা কর। কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সাদকার মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তখন গ্রহীতা বলবে, গতকাল নিয়ে এলে অবশ্যই গ্রহণ করতাম কিন্তু আজ এর কোন প্রয়োজন আমার নেই।

৪৯৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ হাতে সাদকা না দিয়ে খাদেমকে তা দিয়ে দেওয়ার আদেশ করে।  
 ৮৯৯. আবু মূসা (আশ্'আরী) (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, সাদকার আদেশদাতার ন্যায় খাদেমও সাদকাকারী হিসাবে গণ্য

১৩৬২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرِوَجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৪২ 'উসমান ইবন আবু শায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : স্ত্রী যদি তার ঘর থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে খাদ্যদ্রব্য সাদকা করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব পাবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্যজনের সওয়াবে কোন কম হবে না।

৯০০- بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالِدَيْنِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعَتَقِ وَالْهَبَةِ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْلَفَ أَمْوَالُ النَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهَا اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْتَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفَعَلَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَذَلِكَ أَثَرَ الْإِنصَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَلِيلٍ لَهُ أَنْ يُضَيَّعَ أَمْوَالُ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ

أَخْلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخِيرَ.

৯০০. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত সাদকা না করা। যে ব্যক্তি সাদকা করতে চায়; অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য সাদকা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। একরূপ সাদকা করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই। নবী ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি বিনষ্ট করার ইচ্ছায় অন্যের সম্পদ হস্তগত করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] তবে এ ধরনের ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল বলে পরিচিত হয়, তথা নিজের দারিদ্র্য উপেক্ষা করে অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে সাদকা করতে পারে। যেমন আবু বাকর (রা)-এর (অমর) কীর্তি, তিনি সমুদয় সম্পদ সাদকা করে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে আনসারী সাহাবাগণ মুহাজির সাহাবাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নবী ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই (ঋণ পরিশোধ না করে) সাদকা করার বাহানায় অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার কোন অধিকার কারো নেই। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে সাদকা করে আপন তাওবা সম্পূর্ণ করতে চাই। তিনি বলেন : তোমার কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দিবে। আর এটাই তোমার জন্য শ্রেয়। আমি বললাম, আমি খায়বারে প্রাপ্ত অংশটুকু রেখে দিব।

۱۳۴۳ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ.

১৩৪৩ 'আবদান (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে, প্রথমে তাদেরকে দিবে।

۱۳৪৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِعَفْوِ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ يَغْفِرَ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا.

**১৩৪৪** মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। ওহায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

**১৩৪৫** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا مِنَ الْمُنْفِقَةِ وَالسُّفْلَى مِنَ السَّائِلَةِ .

**১৩৪৫** আবু নু'মান (র) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মিসরের উপর থাকা অবস্থায় সাদকা করা ও ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকা ও ভিক্ষা করা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন : উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষকের।

**৯০১** بَابُ الْمَنَانِ بِمَا أُعْطِيَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى الْآيَةُ

৯০১. পরিচ্ছেদ : কিছু দান করে যে বলে বেড়ায়

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী : (তারাই মু'মিন) যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্রোশও দেয় না...। (২ : ২৬২)

**৯০২** بَابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا .

৯০২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যথাসীত্র সাদকা দেওয়া পসন্দ করে

**১৩৪৬** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَقَبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلْفْتُ

فِي النَّيْتِ تَبَرُّاً مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهَتْ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمَتْهُ .

১৩৪৬ আবু 'আসিম (র)... 'উকবা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দেবী না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, তখন তিনি বললেন : ঘরে সাদকার একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পসন্দ করিনি। কাজেই তা বন্টন করে দিয়ে এলাম।

৯০২. بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا .

৯০৩. পরিচ্ছেদ : সাদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও সুপারিশ করা

১৩৪৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ وَلَا بَعْدَ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَلْقَى الْقُلُوبَ وَالْخُرُصَ .

১৩৪৭ মুসলিম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বের হলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন। তাদের উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও হাতের কংকন ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

১৩৪৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوَطْلَبْتُ إِلَيْهِ حَاجَةً قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ .

১৩৪৮ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... আবু মুসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন : তোমরা সুপারিশ কর সওয়াব পাবে, আল্লাহ যেন তাঁর ইচ্ছা তাঁর রাসূলের মুখে চূড়ান্ত করেন।

১৩৪৯ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَا تُؤْكِي فَيُؤْكِي عَلَيْكَ .

১৩৪৯ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন :

তুমি এরূপ করলে তোমার জন্য (আল্লাহর দান) (সম্পদ কমে যাওয়ার আশংকায় সাদকা দেওয়া বন্ধ করবে না) বন্ধ করে দেওয়া হবে।

১৩৫০ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ .

১৩৫০ ‘উসমান ইবন আবু শায়বা (র)... ‘আব্দা (র) থেকে বর্ণিত যে, [পূর্বোক্ত সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন] তুমি (সম্পদ) জমা করে রেখো না, (এরূপ করলে) আল্লাহ তোমার রিয়ক বন্ধ করে দিবেন।

৯০৪. بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ .

৯০৪. পরিচ্ছেদ : সাধ্যানুসারে সাদকা করা

১৩৫১ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ .

১৩৫১ আবু ‘আসিম (র) ও মুহাম্মদ ইবন ‘আবদুর রাহীম (র)... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক সময় নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন : তুমি সম্পদ জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহ তোমা থেকে তা আটকে রাখবেন। কাজেই সাধ্যানুসারে দান করতে থাক।

৯০৫. بَابُ الصَّدَقَةِ تُكْفَرُ الْخَطِيئَةُ .

৯০৫. পরিচ্ছেদ : সাদকা শুনাহ মিটিয়ে দেয়

১৩৫২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيٌّ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سَلِيمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلُوقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا قَالَ قُلْتُ أَجَلُ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَأَلَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْنَا أَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنْ نُونُ غَدَ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعْلَاطِ .

১৩৫২ কুতায়বা (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ফিতনা সম্পর্কিত হাদীস স্মরণ রেখেছে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি আরয় করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সে ভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। 'উমর (রা) বললেন, তুমি [রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে] বড় দুঃসাহসী ছিলে, তিনি কী ভাবে বলেছেন (বলত)? তিনি বলেন, আমি বললাম, (হাদীসটি হলো : ) মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী নিয়ে ফিতনায় পতিত হবে আর সালাত, সাদকা ও নেক কাজ সেই ফিতনা মিটিয়ে দিবে। সুলায়মান [অর্থাৎ 'আমাশ (র)] বলেন, আবু ওয়াইল কোন কোন সময় صَلَوة (নামায) صَدَقَةٌ (সাদকা) এরপর مَعْرُوفٌ (সৎকাজ শব্দের স্থলে) الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) বলতেন। 'উমর (রা) বলেন, আমি এ ধরনের ফিতনার কথা জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় প্রবল বেগে ছুটে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জীবনকালে ঐ ফিতনার কোন আশংকা নেই। সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে বন্ধ দরজা রয়েছে। 'উমর (রা) প্রশ্ন করলেন, দরজা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে না কি খুলে দেওয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না, বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। 'উমর (রা) বললেন, দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হলে কোন দিন তা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, সত্যই বলেছেন। আবু ওয়াইল (রা) বলেন, দরজা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এ কথা হুযায়ফা (রা) -এর নিকট প্রশ্ন করে জানতে আমরা কেউ সাহসী হলাম না। তাই প্রশ্ন করতে মাসরুককে অনুরোধ করলাম। মাসরুক (র) হুযায়ফা (রা)-কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিলেন : দরজা হলেন 'উমর (রা)। আমরা বললাম, আপনি দরজা বলে যাকে উদ্দেশ্য করেছেন, 'উমর (রা) কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগামীকালের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত (তেমনি নিঃসন্দেহে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন)। এর কারণ হলো, আমি তাঁকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছি, যাতে কোন ভুল ছিল না।

১০. ৬. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ اسْلَمَ .

৯০৬. পরিচ্ছেদ : মুশরিক থাকাকালে সাদকা করার পর যে ইসলাম গ্রহণ করে (তার সাদকা কবুল হবে কি না)

১৩৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتَاقَةٍ وَصَلَةٍ رَحِمَ فَبَلَّ فِيهَا مِنْ أَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ .



**১৩৫৩** 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) আমি সাদকা প্রদান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ন্যায় যত কাজ করেছি সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব পাবে)।

### ১০৭. بَابُ : أَجْرُ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ .

৯০৭. পরিচ্ছেদ : মালিকের আদেশে ফাসাদের উদ্দেশ্যে ব্যতীত খাদিমের সাদকা করার সওয়াব

**১৩৫৬** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِخَازِنٍ مِثْلُ ذَلِكَ .

**১৩৫৪** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্ত্রী তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে বিপর্যয়ের উদ্দেশ্যে ব্যতীত সাদকা করলে সে সাদকা করার সওয়াব পাবে, উপার্জন করার কারণে স্বামীও এর সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে।

**১৩৫৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفَذُ وَرَبِّمَا قَالَ يُعْطَى مَا أَمَرَهُ كَامِلًا مَوْفِرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ .

**১৩৫৫** মুহাম্মদ ইবন 'আলা' (র)... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী (আপন মালিক কর্তৃক) নির্দেশিত পরিমাণ সাদকার সবটুকুই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সানন্দচিত্তে আদায় করে, কোন কোন সময় তিনি **يُنْفَذُ** (বাস্তবায়িত করে) শব্দের স্থলে **يُعْطَى** (আদায় করে) শব্দ বলেছেন, সে খাজাঞ্চীও নির্দেশদাতার ন্যায় সাদকাদানকারী হিসাবে গণ্য।

### ১০৮. بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ .

৯০৮. পরিচ্ছেদ : ফাসাদের উদ্দেশ্যে ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু সাদকা করলে বা কাউকে আহ্বান করলে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে

**১৩৫৬** حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَالْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

**১৩৫৬** আদম ও 'উমর ইবন হাফস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ফাসাদের উদ্দেশ্যে ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু সাদকা করলে বা আহা করলে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে, স্বামীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে। স্বামী উপার্জন করার কারণে আর স্ত্রী দান করার কারণে সওয়াব পাবে।

**১৩৫৭** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَتْ وَالْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

**১৩৫৭** ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাসাদের উদ্দেশ্যে ব্যতীত স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য সামগ্রী থেকে সাদকা করলে সে এর সওয়াব পাবে। উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

۹۰۹ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى الْآيَةُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا مَالًا خَلْفًا .

৯০৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যে ব্যক্তি দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন (আল্লাহকে ভয়) করে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে.... (৯২ : ৫-৮)। হে আল্লাহ! তার দানে উত্তম প্রতিদান দিন।

**১৩৫৮** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا .

**১৩৫৮** ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন সকালে দু'জন

ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।

## ১১০. بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ .

৯১০. পরিচ্ছেদ : সাদকা দানকারী ও কৃপণের দৃষ্টান্ত

১৩৫৭ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تَلْدِيهِمَا إِلَهِي تَرَأَقِيهِمَا فَمَا الْمُنْفِقُ فَلَا يَنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتْ أَوْ فَرَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يَنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُبَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنْ ابْنِ هُرْمُزٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُبَّتَانِ .

১৩৫৯ মূসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কৃপণ ও সাদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। অপর সনদে আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও সাদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে যা তাদের বুক থেকে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও (পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত বর্ম) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন যেন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না। হাসান ইবন মুসলিম (র) তাউস (র) থেকে "فى الجبتين" বর্ণনায় ইবন তাউস (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর হানযালা (র) তাউস (র) থেকে "جنتان" উল্লেখ করেছেন। লায়স (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে "جنتان" (ঢাল) শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

১১১ بَابُ مَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتَّجَارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ : أَنْ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

৯১১. পরিচ্ছেদ : উপার্জিত সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্যের সাদকা। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর ষাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, তা ব্যয় কর.... আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২ : ২৬৭)

৯১২. **بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ .**

৯১২. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত। কারো নিকট সাদকা দেওয়ার মত কিছু না থাকলে সে যেন সৎকাজ করে

১৩৬০. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

১৩৬০. মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)... আবু মুসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত। সাহাবীগণ আরয় করলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! কেউ যদি সাদকা দেওয়ার মত কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে) বললেন : সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সাদকাও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন : কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন : এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হবে।

৯১৩. **بَابُ قَدْرُكُمْ يَعْطَى مِنَ الزُّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاءَ .**

৯১৩. পরিচ্ছেদ : যাকাত ও সাদকা কি পরিমাণ দিতে হবে এবং যে বকরী সাদকা করে

১৩৬১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغْتَ مَحَلَّهَا .

১৩৬১. আহমদ ইবন ইউনুস (র).....উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুসায়বা নাম্নী আনসারী মহিলার জন্য একটি বকরী (সাদকা স্বরূপ) পাঠানো হলো। তিনি বকরীর কিছু অংশ 'আয়িশা (রা)-কে (হাদিয়া স্বরূপ) পাঠিয়ে দিলেন। নবী ﷺ বললেন : তোমাদের কাছে (আহার্য) কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন,

নুসায়বা কর্তৃক প্রেরিত সেই বকরীর গোশত ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন : তাই নিয়ে এসো, কেননা বকরী (সাদকা) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে (সাদকা গ্রহীতার নিকট)।

## ৯১৬. بَابُ زَكَاةِ الْوَدِيقِ .

৯১৪. পরিচ্ছেদ : রূপার যাকাত

১৩৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ ذُوْدٌ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٌ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةٍ أَوْسُقٌ صَدَقَةٌ .

১৩৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ যাওদ (পাঁচটি) উটের কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া-এর কম পরিমাণ রূপার উপর যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসক-এর কম পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সাদকা (উশর/নিসফে উশর) নেই।

১৩৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا .

১৩৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি শুনেছি।

৯১৫. بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا هِلَ الْيَمَنِ انْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ خَمِيسٍ أَوْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانُ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْنِ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنْ فَلَمْ يَسْتَنْبِ صَدَقَةُ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَلْقَى خُرْمَهَا وَسَخَابَهَا وَلَمْ يَخْصُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مِنَ الْعَرُوضِ .

৯১৫. পরিচ্ছেদ : পণদ্রব্য দ্বারা যাকাত আদায় করা। তাউস (র) বলেন, মু'আয (ইবনে জাবাল) (রা) ইয়ামনবাসীদেরকে বললেন, তোমরা যব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর বা পরিধেয় বস্ত্র আমার কাছে যাকাত স্বরূপ নিয়ে এস। ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদীনায় নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের জন্যও উত্তম। নবী ﷺ বলেন : খালিদ ইব্ন ওয়ালাদ (রা)-এর ব্যাপার

হলো এই যে, সে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। (মহিলাদের লক্ষ্য করে) নবী ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের অলংকার থেকে হলেও সাদকা কর। [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] নবী ﷺ পণ্যদ্রব্যের যাকাত সেই পণ্য দ্বারাই আদায় করতে হবে এমন নির্দিষ্ট করে দেননি। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও গলার হার খুলে দিতে আরম্ভ করলেন, [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] সোনা ও রূপার বিষয়টি পণ্যদ্রব্য থেকে পৃথক করেননি (বরং উভয় প্রকারেই যাকাত স্বরূপ গ্রহণ করা হতো)।

১৩৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الْتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لُبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لُبُونٍ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

১৩৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) আনাস (রা)-এর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন সে সম্পর্কে লিখে জানালেন, যে ব্যক্তির উপর যাকাত হিসাবে বিনত্ মাখায়<sup>১</sup> ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং বিনত্ লাবুন<sup>২</sup> রয়েছে, তা হলে তা-ই (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হবে। এ অবস্থায় যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। আর যদি বিনত্ মাখায় না থাকে বরং ইব্ন লাবুন থাকে তা হলে তা-ই গ্রহণ করা হবে। এমতাবস্থায় আদায়কারীর যাকাতদাতাকে কিছু দিতে হবে না।

১৩৬৫ حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعِ النِّسَاءَ فَاتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ الْمَرْأَةُ تَلْقَى وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

১৩৬৫ মুআম্মাল (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা প্রদানের পূর্বেই (ঈদের) সালাত আদায় করেন, এরপর বুঝতে পারলেন যে, (সকলের পিছনে থাকা বিধায়) মহিলাগণকে খুত্বার আওয়াজ পৌছাতে পারেননি। তাই তিনি মহিলাগণের নিকট আসলেন, তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। তিনি একখণ্ড বস্ত্র প্রসারিত করে ধরলেন। নবী ﷺ তাদেরকে উপদেশ দিলেন ও সাদকা করতে আদেশ করলেন। তখন মহিলাগণ তাদের (অলংকারাদি) ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

১. বিনত্ মাখায় : যে উটের এক বছর পূর্ণ হয়েছে।

২. বিনত্ লাবুন : যে উটের দু'বছর পূর্ণ হয়েছে।

(রাবী) আইয়ুব (র) তার কান ও গলার দিকে ইংগিত করে (মহিলাগণের অলংকারাদি দান করার বিষয়) দেখালেন।

৯১৬. **بَابُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذَكَّرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .**

৯১৬. পরিচ্ছেদ : পৃথকগুলো একত্রিত করা যাবে না। আর একত্রিতগুলো পৃথক করা যাবে না।  
সালিম (র) থেকে ইবন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

১৩৬৬ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবু বকর (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান, যাকাত-এর (পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার) আশংকায় পৃথক (প্রাণী)-গুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে পৃথক করা যাবে না।

৯১৭. **بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَأَتَاهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءُ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا ، وَقَالَ سَفْيَانٌ لَا تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً .**

৯১৭. পরিচ্ছেদ : দুই অংশীদার (এর একজনের নিকট থেকে সমুদয় মালের যাকাত উসুল করা হলে) একজন অপরজন থেকে তার প্রাপ্য অংশ আদায় করে নিবে। তাউস ও 'আতা (র) বলেন, প্রত্যেক অংশীদার যদি নিজের মালের পরিচয় করতে সমর্থ হয়, তা হলে (যাকাতের ক্ষেত্রে) তাদের মাল একত্রিত করা হবে না। সুফিয়ান (সাওরী) (র) বলেন, (দুই অংশীদারের) প্রত্যেকের বকরীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।

১৩৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَأَتَاهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ .

১৩৬৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন আবু বাকর (রা) তা তাকে লিখে জানালেন, এক অংশীদার অপর অংশীদারের নিকট থেকে তার প্রাপ্য আদায় করে নিবে।

### ৯১৮. بَابُ زَكَاةِ الْأَيْلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৯১৮. পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত। আবু বাকর, আবু যার ও আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন

১৩৬৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ قَهْلٌ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

১৩৬৮ ‘আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তোমার তো বড় সাহস! হিজরতের ব্যাপারটি কঠিন, বরং যাকাত দেওয়ার মত তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ, আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সাগরের ওপারে হলেও (যেখানেই থাক) তুমি আমল করবে। তোমার সামান্যতম আমলও আল্লাহ নষ্ট করবেন না।

### ৯১৯. بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ بِنْتٍ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ .

৯১৯. পরিচ্ছেদ : যার উপর বিন্ত মাখায় যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে অথচ তার কাছে তা নেই

১৩৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ



الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ  
بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ عِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ  
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا  
تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) তাঁর কাছে আল্লাহ  
তাঁর রাসূল ﷺ কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা লিখে পাঠান : যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত  
হিসাবে জাযা'আ<sup>১</sup> ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে জাযা'আ নেই বরং তার নিকট হিক্কা রয়েছে, তখন হিক্কা<sup>২</sup>  
গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হলে (পরিপূরকরূপে) দু'টি বকরী দিবে, অথবা বিশটি দিরহাম দিবে। আর  
যার উপর যাকাত হিসাবে হিক্কা ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্কা নেই বরং জাযা'আ রয়েছে, তখন তার  
থেকে জাযা'আ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত উসূলকারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে বিশটি দিরহাম বা দু'টি  
বকরী দিবে। যার উপর হিক্কা ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট বিন্ত লাভূন রয়েছে, তখন বিন্তে লাভূনই  
গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দু'টি বকরী বা বিশটি দিরহাম দিবে। আর যার ওপর বিন্ত লাভূন ফরয হয়েছে,  
কিন্তু তার কাছে হিক্কা রয়েছে, তখন তার থেকে হিক্কা গ্রহণ করা হবে এবং আদায়কারী মালিককে বিশটি  
দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। আর যার ওপর বিন্ত লাভূন ফরয হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই বরং বিন্ত  
মাখায় রয়েছে, তবে তাই গ্রহণ করা হবে, অবশ্য মালিক বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে।

## ১২. بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ .

৯২০. পরিচ্ছেদ : বকরীর যাকাত

۱۳۷۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ :  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ  
اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ  
الْأَيْلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ  
مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ  
إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرَوْقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْغَى

১. জাযা'আ : যে উটের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছে।

২. হিক্কা : যে উটের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়েছে।

سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرَوْقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلَّا اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْاِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ اَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ اِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

**১৩৭৫** মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন মুসান্না আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) তাঁকে বাহরাইন পাঠানোর সময় এই বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন :

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটাই যাকাতের নিসাব-যা নির্ধারণ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের প্রতি এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে বেশী চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চাইতে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিন্ত মাখায় (এক বছর বয়স্কা উষ্ট্র শাবক)। ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদী বিন্ত লাবুন (দু' বছর বয়স্কা উটের শাবক)। ছয়চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ষাড়ের পালযোগ্য একটি হিক্কা (তিন বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উট), একষষ্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আ (চার বছর পূর্ণ দাঁতাল উট), ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দু'টি বিন্ত লাবুন, একানব্বইটি থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত ষাড়ের পালযোগ্য দুইটি হিক্কা। সংখ্যায় একশ' বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিন্ত লাবুন এবং (অতিরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কা। যার চারটির বেশী উট নেই, সেগুলোর উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচে পৌঁছে তখন একটি বকরী ওয়াজিব। আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে : সায়েমা বকরী চল্লিশটি থেকে একশ' বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশী হলে দু'শটি পর্যন্ত দু'টি বকরী। দু'শ'র অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী। তিনশ'র অধিক হলে প্রতি এক শ'-তে একটি করে বকরী। কারো সায়েমা বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে। রূপার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। একশ' নব্বই দিরহাম হলে তার যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দান করলে করতে পারে।

٩٢١ بَابُ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ .

৯২১. পরিচ্ছেদ : অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ক্রটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হবে না, তবে উসূলকারী যা ইচ্ছা করেন

১৩৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٍ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৭৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবু বকর (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান তাতে রয়েছে : অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বকরী এবং পাঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, তবে উসূলকারী যা ইচ্ছা করেন।

## ৯২২. بَابُ اخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ .

৯২২. পরিচ্ছেদ : বকরীর (চার মাস বয়সের মাদী) বাচ্চা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা

১৩৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤْتُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

১৩৮০ আবুল ইয়ামান ও লায়স (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি (যাকাতের) ঐ রূপ একটি ছাগল ছানাও দিতে অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যাকাত না দেওয়ার কারণে আমি লড়াই করব। উমর (রা) বলেন, আমি স্পষ্ট বুঝেছি যে, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ আবু বকরের হৃদয় খুলে দিয়েছেন, তাই বুঝলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

## ৯২৩. بَابُ لَا تَوْخَذُ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ .

৯২৩. পরিচ্ছেদ : যাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম মাল নেওয়া হবে না

১৩৮১ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا

اللَّهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَلَّتْهُمْ فَأَذًا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَوَخَّذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَأَذًا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .

**১৩৭৩** উমায়্যা ইব্ন বিসতাম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মু'আয (ইব্ন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে পাঠান, তখন বলেছিলেন : তুমি আহলে কিতাব লোকদের কাছে যাচ্ছ। কাজেই প্রথমে তাদের আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাত্তে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

৯২৪. **بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ ذُوْدٍ صَدَقَةٌ .**

৯২৪. পরিচ্ছেদ : পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই

**১৩৭৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ ذُوْدٍ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ .

**১৩৭৪** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওসাক-এর কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপার যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই।

৯২৫. **بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عَرَفْنَا مَا جَاءَ اللَّهُ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خَوَارٌ وَيُقَالُ جَوَارٌ يَجَارُونَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجَارُ الْبَقَرَةُ .**

৯২৫. পরিচ্ছেদ : গরুর যাকাত। আবু হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি অবশ্যই সৈ লোকদের চিনতে পারব, যে হাশরের দিন হাষা হাষা চিৎকারের গাভী নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। বলা হয়, 'خَوَارُ' শব্দের স্থলে 'جَوَارُ' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে 'يَجَارُونَ' মানে গরু যেমন চিৎকার করে, তারা তেমন চিৎকার করবে। (দ্র. সূরা মু'মিনুন : ৬৪)

১৩৭৫ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُبْعَرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُوَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَتَطَحَّهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بَكِيرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৩৭৫ 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) কসম সেই সত্তার, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অথবা অন্য কোন শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটি ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে একরূপ চলতে থাকবে। হাদীসটি বুকাযর (র) আবু সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

## ৯২৬. ۱۲۶۱ بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ .

৯২৬. পরিশ্লেদ : নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া

নবী ﷺ বলেন : এরূপ দাতার দ্বিগুণ সাওয়াব। আত্মীয়কে দান করার সাওয়াব এবং যাকাত দেওয়ার সাওয়াব

১৩৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعُفَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ تَابِعَهُ رُوحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَائِحٌ بِالْيَاءِ .

**১৩৭৬** 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা (রা) সবচাইতে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না (৩ : ৯২) তখন আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ বলছেন : তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপন জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। রাবী রাওহ (র) رَاحٍ শব্দে 'আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর রাবী ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ও ইসমাঈল (র) মালিক (র) থেকে رَاحٍ শব্দ বলেছেন।

**১৩৭৭** حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعِظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَنْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذِنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ .

**১৩৭৭** ইবন আবু মারযাম (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতর দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। পরে লোকদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের সাদকা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন আর বললেন : লোক সকল! তোমরা সাদকা দিবে। তারপর

মহিলাগণের নিকট গিয়ে বললেন : মহিলাগণ! তোমরা সাদকা দাও। আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি বললেন : তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। হে মহিলাগণ! জ্ঞান ও দীনে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের মত কাউকে দেখিনি। যখন তিনি ফিরে এসে ঘরে পৌঁছলেন, তখন ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বলা হলো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! যায়নাব এসেছেন। তিনি বললেন, কোন্ যায়নাব? বলা হলো, ইব্ন মাস'উদের স্ত্রী। তিনি বললেন : হাঁ, তাকে আসতে দাও। তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ আজ আপনি সাদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা সাদকা করব ইচ্ছা করেছি। ইব্ন মাস'উদ (রা) মনে করেন, আমার এ সাদকায় তাঁর এবং তাঁর সন্তানদেরই হক বেশী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইব্ন মাস'উদ (রা) ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ সাদকায় অধিক হকদার।

### ১২৭. بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

৯২৭. পরিচ্ছেদ : মুসলিমের উপর তার ঘোড়ার কোন যাকাত নেই

১২৭৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ .

১৩৭৮ আদম (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিমের উপর তার ঘোড়া ও গোলামের কোন যাকাত নেই।

### ১২৮. بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .

৯২৮. পরিচ্ছেদ : মুসলিমের উপর তার গোলামের যাকাত নেই

১২৭৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاقٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاقٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .

১৩৭৯ মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিমের উপর তার গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

## ১২৯. بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى .

৯২৯. পরিচ্ছেদ : ইয়াতীমকে সাদকা দেওয়া

১২৮০- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمَنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا يَكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرَّحْضَاءُ فَقَالَ آيُنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمْدُهُ فَقَالَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يَنْبِئُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يَلِمُ إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أُمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا إِسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ وَيَأَلَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنْ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنَعِمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمُسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৮০ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র)... আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মিশরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন : আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশংকা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী ﷺ নিরব রইলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কি হয়েছে? তুমি নবী ﷺ-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন : প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চরে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নবী ﷺ যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। কিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

## ১৩০. بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৩০. পরিচ্ছেদ : স্বামী ও পোষ্য ইয়াতীমকে যাকাত দেওয়া। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে আবু সা'ঈদ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন



۱۳۸۱- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَفِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُمْ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تَنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَآيَاتِمَ فِي حَجَرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى آيَاتِمَ فِي حَجَرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ تَصَدَّقَ عَلَيَّ زَوْجِي وَآيَاتِمَ لِي فِي حَجَرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيْنَبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৮১- 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ) (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত; (রাবী আ'মশ (র) বলেন,) আমি ইবরাহীম (র)-এর সাথে এ হাদীসের আলোচনা করলে তিনি আবু 'উবায়দা সূত্রে 'আমর ইবন হারিস (র)-এর মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে হুবহু বর্ণনা করেন। তিনি [যায়নাব (রা)] বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। তখন নবী ﷺ-কে দেখলাম তিনি বলছেন : তোমরা সাদকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। যায়নাব (রা) 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর পোষ্য ইয়াতীমের প্রতি খরচ করতেন। তখন তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জেনে এসো যে, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি খরচ করলে আমার পক্ষ থেকে সাদকা আদায় হবে কি? তিনি [ইবন মাস'উদ (রা)] বললেন, বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এসো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। তখন বিলাল (রা)-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করুন, স্বামী ও আপন (পোষ্য) ইয়াতীমের প্রতি সাদকা করলে কি আমার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে? এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা কে? বিলাল (রা) বললেন, যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ যায়নাব? তিনি উত্তর দিলেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী। নবী ﷺ বললেন : তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে, আত্মীয়কে দেওয়ার সাওয়াব আর সাদকা দেওয়ার সাওয়াব।

১৩৮২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَجْرٍ أَنْ تُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَجْزِ مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ .

[১৩৮২] 'উসমান ইবন আবু শায়বা (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমার স্বামী) আবু সালামার সন্তান, যারা আমারও সন্তান, তাদের প্রতি ব্যয় করলে আমার সাওয়াব হবে কি? তিনি বললেন : তাদের প্রতি ব্যয় কর। তাদের প্রতি ব্যয় করার সাওয়াব তুমি অবশ্যই পাবে।

৯২১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِصِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْتَقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطَى فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَزَءٌ وَيُعْطَى فِي الْمَجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحْجْ، ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَةَ، فِي أَيِّهَا أُعْطِيَتْ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ حَمَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِبِلٍ الصَّدَقَةُ لِلْحَجِّ.

৯৩১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য ও আল্লাহর পথে (৯ : ৬০)। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিজের মালের যাকাত দ্বারা দাস মুক্ত করবে এবং হজ্জ আদায়কারীকে দিবে। হাসান (বসরী) (র) বলেন, কেউ যাকাতের অর্থ দিয়ে তার পিতাকে ক্রয় করলে তা জায়েয হবে। আর মুজাহিদ্দীন এবং যে হজ্জ করেনি (তাকে হজ্জ করার জন্য) তাদেরও (যাকাত) দিবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন (আল্লাহর বাণী :) যাকাত পাবে দরিদ্রগণ.... (৯ : ৬০)। এর যে কোন খাতে দিলেই যাকাত আদায় হবে। নবী ﷺ বলেন : খালিদ (ইবন ওয়ালিদ) (রা) তার বর্মসমূহ জিহাদের কাজে আবদ্ধ রেখেছেন। আবু লাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের হজ্জ আদায় করার জন্য বাহনরূপে যাকাতের উট দেন।

১২৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَاعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، تَابِعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثْتُ عَنْ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ.

[১৩৮৩] আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, ইবন জামীল, খালিদ ইবন ওয়ালিদ ও 'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে। নবী ﷺ বললেন : ইবন জামীলের যাকাত না দেওয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু

নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রাসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে। আর 'আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তো আল্লাহর রাসূলের চাচা। তাঁর যাকাত তাঁর জন্য সাদকা এবং সমপরিমাণও তার জন্য সাদকা। ইব্ন আবু যিনাদ (র) তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'আইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর ইব্ন ইসহাক (র) আবু যিনাদ (র) থেকে হাদীসের শেষাংশে 'সাদকা' শব্দের উল্লেখ করেন নি। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আ'রাজ (র) থেকে অনুরূপ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।

## ৯২২. بَابُ الْأَسْتِغْفَافِ عَنِ الْمَسْئَلَةِ

৯৩২. অনুচ্ছেদ : যাচনা থেকে বিরত থাকা

১৩৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرِ اللَّهُ وَمَنْ يَنْصَبِرْ يَصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৮৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ -এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন : আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে, যে যাচনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবার দান করেন। সবারের চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।

১৩৮৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ .

১৩৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন : যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে যাচনা করার চাইতে অনেক ভাল, চাই সে দিক বা না দিক।

১২৮২- حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ .

১৩৮৬ মুসা (র)... যুবাইর ইব্ন 'আওয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচনা করার অপমান থেকে) রক্ষা করেন, তা মানুষের কাছে সাওয়াল করার চাইতে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।

১২৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرَأَ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوَفِّيَ .

১৩৮৭ 'আবদান (র)... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। তারপর বললেন : হে হাকীম, এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ছাড়া) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সাওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করব না। এরপর আবু বকর (রা) হাকীম (রা)-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর 'উমর (রা) (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 'উমর (রা) বললেন, মুসলিমগণ! হাকীম (র)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর কাছে এই গনীমত থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ

করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যই) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হাকীম (রা) মৃত্যু পর্যন্ত কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন নি।

৯৩৩. **بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .**

৯৩৩. পরিচ্ছেদ : যাকে আল্লাহ সাওয়াল ও অন্তরের লোভ ছাড়া কিছু দান করেন। (আল্লাহর বাণী) তাদের (খনীদেয়) সম্পদে হক রয়েছে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের (৫১ : ১৯)

১৩৮৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مِنْهُ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

১৩৮৮- ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : তা গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরের লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি যাচনাকারীও নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না।

৯৩৪. **بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا .**

৯৩৪. পরিচ্ছেদ : সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে মানুষের কাছে সাওয়াল করে

১৩৮৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعِرْقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَيَبْنَاهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِأَدَمَ ، ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمِنِذْ يَبْعَثُ اللَّهُ مَقَامًا مُحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ، وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْئَلَةِ .

১৩৮৯- ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন : যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চাইতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায়ে কোন গোশত থাকবে না। তিনি আরো বলেন : কিয়ামতের দিন সূর্য তাদের অতি কাছে আসবে, এমনকি ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌছবে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন তারা সাহায্য চাইবে আদম ('আ)-এর কাছে, তারপর মূসা ('আ)-এর কাছে, তারপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে। 'আবদুল্লাহ (র) লায়স (র)-এর মাধ্যমে ইবন আবু জা'ফর (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি যেতে যেতে জান্নাতের ফটকের কড়া ধরবেন। সেদিন আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমুদে পৌছে দিবেন। হাশরের ময়দানে সমবেত সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে। রাবী মু'আল্লা (র).... ইবন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যাচনা করা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭২০ **بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لَا يَسْتَأْذِنُ النَّاسُ الْخَافَا وَكُمُ الْغَنَى وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَجِدُ غَنَى يُغْنِيهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.**

৯৩৫. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না। (২ : ২৭৩) আর ধনী হওয়ার পরিমাণ কত? নবী ﷺ-এর বাণী এবং এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার কাছে নেই, যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারবে। (আল্লাহ বলেন) তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপ্ত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না, (তারা) যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে ধারণা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ : ২৭৩)

১৩৯০- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غَنَى وَيَسْتَحْيِ أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ الْخَافَا.

১৩৯০ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয়, যাকে এক দু' লোকমা ফিরিয়ে দেয় (যথেষ্ট হয়) বরং সে-ই প্রকৃত মিসকীন যার কোন সম্পদ নেই, অথচ সে (চাইতে) লজ্জাবোধ করে অথবা লোকদেরকে আঁকড়ে ধরে সাওয়াল করে না।

১৩৯১- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَى بَشَى سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ.

**১৩৪১** ইয়া'কুব ইব্ন ইব্রাহীম (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, মুগীরা ইব্ন শু'বা (র)-এর কাতিব (একান্ত সচিব) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালেন যে, নবী ﷺ-এর কাছ থেকে আপনি যা শুনেছেন তার কিছু আমাকে লিখে জানান। তিনি তাঁর কাছে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, (১) অনর্থক কথাবার্তা, (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক সাওয়াল করা।

**১৩৪২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَى فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ مُسْلِمًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَفَّفَنِي ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ أَيُّ سَعْدٍ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّكِبُوا قَلْبُوا مُكِبًا أَكْبَرَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتُ كَبَّهُ اللَّهُ لَوَجْهِهِ وَكَبَّيْتُهُ أَنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ .

**১৩৪২** মুহাম্মদ ইব্ন গুরাইর যুহরী (র)... সা'দ ইব্ন আবু ওক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমি তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না। অথচ সে ছিল আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আমি তো তাকে অবশ্য মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন : বরং মুসলিম (বল)। সা'দ (রা) বলেন, এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন : বরং মুসলিম। এবারও কিছুক্ষণ নিরব রইলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। নবী ﷺ বললেন : অথবা মুসলিম! এভাবে তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি একজনকে দিয়ে থাকি অথচ অন্য ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এই আশঙ্কায় যে, তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর সনদে ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে এভাবে বলতে শুনেছি, তিনি

হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধে হাত রাখলেন, এরপর বললেন, হে সা'দ! অগ্রসর হও। আমি তো এক ব্যক্তিকে দিয়ে থাকি....। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, فَكَبَّيْنَا অর্থ উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। أَكْبَ الرَّجُلُ অনুসারে গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ কর্তার কর্ম যখন কারো প্রতি না বর্তায় তখনই এরূপ বলা হয়ে থাকে। আর যদি কর্ম কারোর উপর বর্তায়, তখন বলা হয় كَبَّهُ اللَّهُ ৷ আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, সালিহ ইবন ফায়সাল (র) যুহরী (র) থেকে বয়সে বড় ছিলেন আর তিনি ইবন 'উমর (রা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

১২৭৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يَغْنِيهِ وَلَا يَقْطُنَ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ قَيْسَالُ النَّاسِ .

১৩৯৩ ইসমাঈল ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু' লুকমা অথবা এক-দু'টি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাচনা করে বেড়ায় না।

১২৭৫ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو أَحْسَبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

১৩৯৪ 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে সকালবেলা বের হয়, (রাবী বলেন) আমার ধারণা যে, তিনি বলেছেন, পাহাড়ের দিকে, তারপর লাকড়ী সংগ্রহ করে এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং দানও করে, তা তার পক্ষে লোকের কাছে যাচনা করার চাইতে উত্তম।

৭২৬ بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ .

৯৩৬. পরিচ্ছেদ ৪ : খেজুরের পরিমাণ আন্দাজ করা

১২৭৫ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ

বুখারী শরীফ (৩) — ৭



قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَنَهَبُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَيِّبٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِحَرِّهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيثُكَ قَالَتْ عَشْرَةٌ أَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ إِنْ بَكَارِ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كُلُّ بَسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَقِيقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ حَقِيقَةً . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دَارٍ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ .

**১৩৯৫** সাহল ইবন বাক্কার (র)... আবু হুমাইদ সা'য়ীদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ

-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে শরীক হয়েছি। যখন তিনি ওয়াদিল-কুরা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন এক মহিলা তার নিজের বাগানে উপস্থিত ছিল। নবী ﷺ সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা এই বাগানের ফলগুলোর পরিমাণ আন্দাজ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দশ ওসাক পরিমাণ আন্দাজ করলেন। তারপর মহিলাকে বললেন : উৎপন্ন ফলের হিসাব রেখো। আমরা তাবুক পৌঁছলে, তিনি বললেন : সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় হতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে তায় নামক পর্বতে নিক্ষেপ করল। আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নবী ﷺ-এর জন্য একটি সাদা খচ্চর ও চাদর হাদিয়া দিলেন। আর নবী ﷺ তাকে সেখানকার শাসনকর্তারূপে বহাল থাকার লিখিত নির্দেশ দিলেন। (ফেরার পথে) ওয়াদিল কুরা পৌঁছে সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল হয়েছে? মহিলা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমিত পরিমাণ, দশ ওসাকই হয়েছে। নবী ﷺ বললেন : আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে ইচ্ছুক। তোমাদের কেউ আমার সাথে দ্রুত যেতে চাইলে জলদী কর। ইবন বাক্কার (র) এমন একটি বাক্য বললেন, যার অর্থ, যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বললেন : ইহা ত্বাবা (মদীনার অপর নাম)। এরপর যখন তিনি উহুদ পর্বত দেখতে পেলেন তখন বললেন : এই পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। আনসারদের সর্বোত্তম গোত্রটি সম্পর্কে আমি তোমাদের খবর দিব কি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : বনু নাজ্জার গোত্র, তারপর বনু আবদুল আশহাল গোত্র, এরপর বনু সা'য়ীদা গোত্র অথবা বনু হারিস

ইবন খায়রাজ গোত্র। আনসারদের সকল গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, যে বাগান দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত তাকে বলা হয় حَدِيقَةٌ এবং যা দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত নয় তাকে حَدِيقَةٌ বলা হয় না। সাহল ইবন বাক্কর (র) সুলায়মান ইবন বিলাল সূত্রে 'আমর (র) থেকে বর্ণনা করেন : এরপর বনু হারিস ইবন খায়রাজ গোত্র, এরপর বনু সায়িদা গোত্র। এবং সুলায়মান (র)... নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।

## ১২৭. بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.

৯৩৭. পরিচ্ছেদ : বৃষ্টির পানি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর 'উশর।  
'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) মধুর ওপর (উশর) ওয়াজিব মনে করেননি

۱۳۹۲ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَنْرِيَا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتْ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسِّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ ، وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأَخَذَ يَقُولُ بِلَالٍ، وَتَرَكَ قَوْلَ الْفَضْلِ .

১৩৯৬ সা'ঈদ ইবন আবু মারযাম (র)... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ছাড়া উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর 'উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ 'উশর। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এই হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, প্রথম হাদীস অর্থাৎ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'উশর বা অর্ধ 'উশর-এর ক্ষেত্র নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি। আর এই হাদীসে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে। রাবী নির্ভরযোগ্য হলে তাঁর বর্ণনায় অন্য সূত্রের বর্ণনা অপেক্ষা বর্ধিত অংশ থাকলে গ্রহণযোগ্য হয় এবং এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা অস্পষ্ট বর্ণনার ফয়সালাকারী হয়। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফায়ল ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ কা'বাগৃহে সালাত আদায় করেন নি। বিলাল (রা) বলেন, সালাত আদায় করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিলাল (রা)-এর বর্ণনা গৃহীত হয়েছে আর ফায়ল (রা)-এর বর্ণনা গৃহীত হয়নি।

### ৯২৮. بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

৯৩৮. পরিচ্ছেদ : পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই

১৩৯৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسَةِ الْذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خُمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ .

১৩৯৭ মুসাদ্দাদ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও যাকাত নেই।

### ৯২৯. بَابُ اخْتِذِ صَدَقَةَ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يَتْرَكَ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ :

৯৩৯. পরিচ্ছেদ : খেজুর সংগ্রহের সময় যাকাত দিতে হবে এবং শিশুকে যাকাতের খেজুর নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে কি?

১৩৯৮ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ .

১৩৯৮ 'উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন হাসান আসাদী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (সাদকার) খেজুর আনা হতো। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খেজুর স্তুপ হয়ে গেল। হাসান ও হুসাইন (রা) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ থেকে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মদের বংশধর (বনু হাশিম) সাদকা খায় না।

৯৩০. بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجِبَ فِيهِ الْعُسْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَتَّبِعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخْصُ مِنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ .

৯৪০. পরিচ্ছেদ : এমন ফল বা খেজুর গাছ, অথবা (ফসল) সহ জমি, কিংবা শুধু (জমির) ফসল বিক্রয় করা, যেগুলোর উপর যাকাত বা ‘উশর ফরয হয়েছে, আর ঐ যাকাত বা ‘উশর অন্য ফল বা ফসল দ্বারা আদায় করা বা এমন ফল বিক্রয় করা যেগুলোর উপর সাদকা ফরয হয়নি। নবী ﷺ এর উক্তি : ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করবে না, কাজেই ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পর কাকেও বিক্রি করতে নিষেধ করেন নি এবং কার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে আর কার উপর ওয়াজিব হবে না, তা নির্দিষ্ট করেন নি।

১৩৭৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاقَتُهُ .

১৩৯৯ হাজ্জাজ (র)... ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খেজুর ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যখন তাঁকে ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন : ফল নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হওয়া।

১৬০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا .

১৪০০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফল ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

১৬০১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ .

১৪০১ কুতায়বা (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রং ধরার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এর অর্থ লালচে হওয়া।

৯৬১ بَابُ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةً غَيْرَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ .

৯৪১. পরিচ্ছেদ : নিজের সাদকাকৃত বস্তু কেনা যায় কি? অন্যের সাদকাকৃত বস্তু ক্রয় করতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী ﷺ বিশেষভাবে সাদকা প্রদানকারীকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যকে নিষেধ করেন নি।

১৬০২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً .

**১৪০২** ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে, 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর একটি ঘোড়া সাদকা করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় করা হচ্ছে জেনে তিনি নিজেই তা ক্রয় করার ইচ্ছায় নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর মত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন : তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না। সে নির্দেশের কারণে ইবন 'উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল নিজের দেওয়া সাদকার বস্তু কিনে ফেললে সেটি সাদকা না করে ছাড়তেন না।

**১৪.৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِيهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَبْلِهِ .

**১৪০৩** 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য) দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সাদকা ফিরিয়ে নেয় সে যেন আপন বমি পুনঃ গলাধঃকরণ করে।

٩٤٢ بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ .

৯৪২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-ও তাঁর বংশধরদের সাদকা দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা

**১৪.৪** حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتُ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ .

**১৪০৪** আদম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইবন 'আলী (রা) সাদকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবী ﷺ তা ফেলে দেওয়ার জন্য কাখ কাখ (ওয়াক ওয়াক) বললেন। তারপর বললেন : তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকা খাই না!

## ১৬৩. بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْدَاعِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৪৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের আযাদকৃত দাস-দাসীদেরকে সাদকা দেওয়া

[১৬০] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَّا اتَّخَفَعْتُمْ بِجُلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا .

[১৬০৫] সা'দ ইবন 'উফাইর (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) কর্তৃক আযাদকৃত জনৈক দাসীকে সাদকা স্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবী ﷺ বললেন : তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বললেন : এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা কেবল খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

[১৬০২] حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعَتِيقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَئِنْهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

[১৬০৬] আদম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বারীরা নামী দাসীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কিনতে চাইলেন, তার মালিকরা বারীরার “ওয়ালা” (অভিভাবকত্বের অধিকার)-এর শর্ত আরোপ করতে চাইল। 'আয়িশা (রা) (বিষয়টি সম্পর্কে) নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তাকে ক্রয় কর। কারণ যে (তাকে) আযাদ করবে “ওয়ালা” তারই। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একটু গোশত হাযির করা হলো। আমি বললাম : এ বারীরাকে সাদকা স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এ বারীরার জন্য সাদকা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

## ১৬৪. بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ .

৯৪৪. পরিচ্ছেদ : সাদকার প্রকৃতি পরিবর্তন হলে

[১৬০৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ

الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا .

[১৪০৭] 'আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)... উম্মে 'আতিয়া আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ 'আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন : তোমাদের কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন : না, তবে আপনি সাদকা স্বরূপ নুসায়বাকে বকরীর যে গোশত পাঠিয়েছিলেন, সে তার কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল (তা ছাড়া কিছু নেই)। তখন নবী (সা) বললেন : সাদকা তার যথাস্থানে পৌছেছে।

[১৪০৮] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

[১৪০৮] ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা)-কে সাদকাকৃত গোশতের কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হল। তিনি বললেন, তা বারীরার জন্য সাদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। আবু দাউদ (র) বলেন যে, শু'বা (র) কাতাদা (র) সূত্রে আনাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

## ৯৪৫. بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتَرْدُ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

৯৪৫. পরিচ্ছেদ : ধনীদের থেকে সাদকা গ্রহণ করা এবং যে কোন স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা

[১৪০৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْكَ سَتَاتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْنِيائِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

**১৪০৯** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন : তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদকা (যাকাত) ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদেব নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের উত্তম মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে এবং ময়লূমের বদদু'আকে ভয় করবে। কেননা, তার (বদদু'আ) এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

**৯৬৬** **بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ**

৯৪৬. পরিচ্ছেদ : সাদকাদাতার জন্য ইমামের কল্যাণ কামিনা ও দু'আ এবং মহান আল্লাহর বাণী : তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন, আপনার দু'আ তাদের জন্য চিন্তা স্বস্তিকর। (৯ : ১০৩)

**১৪১০** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَآتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

**১৪১০** হাফস ইবন 'উমর (র)... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন যখন নবী ﷺ-এর নিকট নিজেদের সাদকা নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন : আল্লাহ! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একবার আমার পিতা সাদকা নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আবু আওফা'র বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

**৯৬৭** **بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمْسُ وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ**



النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَن يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَتَنَقَّرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَمْلِهِ حَطْبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

৯৪৭ পরিচ্ছেদ : সাগর থেকে সংগৃহীত সম্পদ। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আব্বার রিকায়<sup>১</sup> নয়, বরং তা এমন বস্তু সাগর যা তীরে নিক্ষেপ করে। হাসান (র) বলেন, আব্বার ও মতীর ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। অথচ নবী ﷺ রিকায়ের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করেছেন। আর যা পানিতে পাওয়া যায় তা রিকায় নয়। লাইস (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার (কজ্জ) চাইলে, সে তাকে তা দিল। সে সাগরপথে যাত্রা করল কিন্তু কোন নৌযান পেল না। তখন একটি কাঠের টুকরা নিয়ে তা ছিদ্র করে এক হাজার দীনার তাতে ভরে তা সাগরে নিক্ষেপ করল। ঋণদাতা সাগর তীরে পৌঁছে একটি কাঠ (ভেসে আসতে) দেখে তার পরিবারের জন্য লাকড়ি হিসাবে নিয়ে আসল। তারপর (রাবী) পুরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। (সবশেষে রয়েছে) কাঠ চেরাই করার পর সে তার প্রাপ্য মাল পেয়ে গেল।

৯৪৮ باب في الرِّكَازِ الْخُمْسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ جَبَّارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خُمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَبَيْنَ الْخُمْسِ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السَّلَامِ فَبَيْنَ الرِّكَازِ وَالْخُمْسِ وَقَدْ وَجَدْتُ لِقَعَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرَفْتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَبَيْنَ الْخُمْسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرَكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ شَيْءٌ وَرَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرَكَزَتْ ثُمَّ نَاقَصَتْ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمْسَ

৯৪৮. পরিচ্ছেদ : রিকায়ে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। ইমাম মালিক ও ইবন ইদরীস (র) (ইমাম শাফি'রী) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদই রিকায়। তার অল্প ও অধিক পরিমাণে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর মা'দিন<sup>২</sup> রিকায় নয়। নবী ﷺ বলেছেন : মা'দিনে (খননের ঘটনায়) নিসাব নেই, রিকায়ের এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) মা'দিন-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতেন। হাসান (র) বলেন, যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত ভূমির রিকায়ে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব এবং সন্ধিকৃত ভূমির রিকায়ের যাকাত ওয়াজিব। শত্রুর ভূমিতে লুকতা<sup>৩</sup> পাওয়া গেলে লোকদের মধ্যে তা ঘোষণা

১. রিকায় : ভূগর্ভে প্রাপ্ত বা প্রোথিত সম্পদ।

২. মা'দিন : খনিজদ্রব্য।

৩. লুকতা : পড়ে থাকা বস্তু।

করবে। বস্তুটি শত্রুর হলে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র)] বলেন : মা'দিন রিকায়ই, (তার প্রকারবিশেষ মাত্র) জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদের ন্যায়। তাঁর যুক্তি হলো : **أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ** তখন বলা হয়, যখন খনি থেকে কিছু উত্তোলন করা হয়। তাঁকে বলা যায়, কাউকে কিছু দান করলে এবং এতে সে এ দিয়ে প্রচুর লাভবান হলে অথবা কারো প্রচুর ফল উৎপাদিত হলে বলা হয় **أَرْكَزَتْ** এরপর তিনি নিজেই স্ব-বিরোধী কথা বলেন। তিনি বলেন : মা'দিন থেকে উত্তোলিত সম্পদ গোপন রাখায় ও এক-পঞ্চমাংশ না দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

**১৪১১** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَبَّارٌ وَالْبِئْرُ جَبَّارٌ وَالْمَعْدِنُ جَبَّارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

**১৪১১** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চতুর্ভুজ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকায়ে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

**১৪১১** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْأِمَامِ

৯৪৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এবং যে সব কর্মচারী যাকাত উসূল করে (৯ : ৬০) এবং যাকাত উসূলকারীর ইমামের নিকট হিসাব প্রদান

**১৪১২** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَغْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ.

**১৪১২** ইউসুফ ইবন মুসা (রা)... আবু হুমাইদ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আস্দ গোত্রের ইবন লুত্বিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু সলাইম গোত্রের যাকাত উসূল করার কাজে নিয়োগ করেন। তিনি ফিরে আসলে তার নিকট থেকে নবী ﷺ হিসাব নিলেন।

**১৪১৩** بَابُ اسْتِغْمَالِ إِبْلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَانِهَا لِابْنِ السَّبِيلِ

৯৫০. পরিচ্ছেদ : যাকাতের উট ও তার দুধ মুসাফিরের জন্য ব্যবহার করা

**১৪১৩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ

اجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا ابِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَأْفَوْا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ ، تَابِعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ .

[১৪১৩] মুসাদ্দাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যাকাতের উটের কাছে গিয়ে উটের দুধ পান করার ও পেশাব (ব্যবহার করার) অনুমতি প্রদান করেন। তারা রাখালকে (নির্মমভাবে) হত্যা করে এবং উট হাঁকিয়ে নিয়ে (পালিয়ে) যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে লোক প্রেরণ করেন, তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাদের হাত পা কেটে দেন এবং তাদের চোখে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করেন আর তাদেরকে হাররা নামক উত্তপ্ত স্থানে ফেলে রাখেন। তারা (যন্ত্রণায়) পাথর কামড়ে ধরে ছিল। আবু কিলাবা, সাবিত ও হুমাইদ (র) আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (র)-এর অনুসরণ করেন।

## ৯০১. بَابُ وَسَمِ الْإِمَامِ ابِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

৯৫১. পরিচ্ছেদ : ইমাম নিজ হাতে যাকাতের উটে চিহ্ন দেওয়া

[১৪১৬] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحِنِّكَ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمِ يَسِمُ ابِلَ الصَّدَقَةِ .

[১৪১৮] ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন আবু তালহাকে সাথে নিয়ে আমি একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁকে তাহ্নীক<sup>১</sup> করানোর উদ্দেশ্যে গেলাম। তখন আমি তাঁকে নিজ হাতে একটি শলাকা দিয়ে যাকাতের উটের গায়ে চিহ্ন লাগাতে দেখলাম।

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ৯০২. بَابُ فَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءُ ابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

৯৫২. পরিচ্ছেদ : সাদকাতুল ফিতর ফরয। আবুল ‘আলীয়া ‘আতা ও ইবন সীরীন (র)-এর অভিমত হলো সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয

[১৪১৯] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا

১. খেজুর বা মধু জাতীয় কিছু চিবিয়ে বরকতের জন্য সদ্যজাত শিশুর মুখে প্রদান করা।

مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

**১৪১৫** ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাকান (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

### ৯০২. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৯৫৩. পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের গোলাম ও অন্যান্যের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা

**১৪১২** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

**১৪১৬** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুসলিমদের প্রত্যেক আযাদ, গোলাম পুরুষ ও নারীর পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর অথবা যব-এর এক সা' পরিমাণ আদায় করা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয করেছেন।

### ৯০৪. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

৯৫৪. পরিচ্ছেদ : সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ যব

**১৪১৭** حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

**১৪১৭** কাবীসা ইব্ন 'উকবা (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ যব দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

### ৯০৫. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

৯৫৫. পরিচ্ছেদ : সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খাদ্য

**১৪১৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَمَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نَخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

**১৪১৮** 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

### ১৫৬. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

৯৫৬. পরিচ্ছেদ : সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খেজুর

**১৪১৯** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْكَوْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ

الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مَدِينٍ مِنْ حِنْطَةٍ .

**১৪১৯** আহমদ ইবন ইউনুস (র)... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব দিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তারপর লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু' মুদ (অর্ধ সা') গম আদায় করতে থাকে।

### ১৫৭. بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

৯৫৭. পরিচ্ছেদ : (সাদকাতুল ফিতর) এক সা' পরিমাণ কিসমিস

**১৪২০** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيزٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ

حَدَّثَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمَرَاءُ قَالَ أَرَى مَدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مَدِينٍ .

**১৪২০** 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে এক সা' খাদ্যদ্রব্য বা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব বা এক সা' কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মু'আবিয়া (রা)-র যুগে যখন গম আমদানী হল তখন তিনি বললেন, এক মুদ গম (পূর্বোক্তগুলোর) দু' মুদ-এর সমপরিমাণ বলে আমার মনে হয়।

### ১৫৮. بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

৯৫৮. পরিচ্ছেদ : ঈদের সালাতের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করা

১৪২১ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

১৪২১ আদম (র).... (আবদুল্লাহ) ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ লোকদেরকে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন।

১৪২২ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرَجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ .

১৪২২ মু'আয ইবন ফাযালা (রা).... আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য সাদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করতাম। আবু সা'ঈদ (রা) বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।

৯৫৯ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

৯৫৯. পরিচ্ছেদ : আযাদ গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। যুহরী (র) বলেন, (বাণিজ্যপণ্য হিসেবে) ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করা গোলামের যাকাত দিতে হবে এবং তাদের সাদকাতুল ফিতরও দিতে হবে

১৪২৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعَوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى أَنْ كَانَ يُعْطَى عَنْ بَنِي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنَى يَعْزِي بَنَى نَافِعٍ قَالَ كَانُوا يُعْطُونَ لِجَمْعٍ لَا لِلْفُقَرَاءِ .

১৪২৩ আবু নু'মান (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা,

আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর অথবা (বলেছেন) সাদকা-ই-রামাযান হিসাবে এক সা' খেজুর বা এক এক সা' যব আদায় করা ফরয করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা' গমকে এক সা' খেজুরের সম মান দিতে লাগল। (রাবী নাফি' বলেন) ইবন 'উমর (রা) খেজুর (সাদকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে 'উমর (রা) প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু' দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন। আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমার সন্তান অর্থাৎ নাফি' (র)-এর সন্তান। তিনি আরও বলেন, সাদকার মাল একত্রিত করার জন্য দিতেন, ফকীরদের দেওয়ার জন্য নয়।

১৬. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. قَالَ أَبُو عَمْرٍو دَرَّأَى عُمَرُو عَلَى وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَطَاوُسَ وَعَطَاءَ وَابْنَ سِيرِينَ أَنَّ يَزِيدَ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يَزِيدُ مَالَ الْمَجْنُونِ

৯৬০. পরিচ্ছেদ : অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আবু 'আমর (র) বলেন, 'উমর, 'আলী, ইবন 'উমর, জাবির, 'আয়িশা (রা) তাউস, 'আতা ও ইবন সীরীন (র) ইয়াতীমের মাল থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুহরী (র) বলেন, পাগলের মাল থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা হবে

১৬২৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ .

১৪২৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, আযাদ ও গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর সাদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।





كِتَابُ الْمَنَاسِكِ  
অধ্যায় : হজ্জ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

## كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

### অধ্যায় : হজ্জ

٩٦١ بَابُ وَجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

৯৬১. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ফরয হওয়া ও এর ফযীলত

মহান আল্লাহর বাণী : এবং মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (৩ : ৯৭)

١٤٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْتَظِرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَنْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ .

১৪২৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফযল ইবন আব্বাস (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল (রা) সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হজ্জ আমার বয়োবৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন : হাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি হজ্জাতুল বিদা'র সময়ের।

٩٦٢ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ فَجَا

الطَّرِيقِ الْوَاسِعَةِ

৯৬২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটগুলোর পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোয় উপস্থিত হতে পারে। (২২ : ২৭) فَجَاجًا অর্থ হলো প্রশস্ত পথ।

[১৪২২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .

[১৪২৩] আহমদ ইবন 'ঈসা (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফা নামক স্থানে তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করেন, বাহনটি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকেন।

[১৪২৭] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْوَزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى .

[১৪২৭] ইব্রাহীম ইবন মূসা (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া পাঠ যুল-হুলাইফা থেকে শুরু হত যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতো। হাদীসটি আনাস ও ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবন মূসা (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি।

১৬৩. পরিচ্ছেদ : উটের হাওদায় আরোহণ করে হজ্জ গমন  
 আবান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'আয়িশা (রা)-এর সাথে তাঁর

ভাই ‘আবদুর রাহমান (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ‘আয়িশাকে “তান-ঈম” নামক স্থান থেকে ছোট্ট একটি হাওদায় বসিয়ে ‘উমরা করতে নিয়ে যান। ‘উমর (রা) বলেন, তোমরা হজ্জে (গমনের উদ্দেশ্যে) উটের পিঠে হাওদা মজবুত করে বাঁধ (সফর কর)। কেননা, হজ্জও এক প্রকারের জিহাদ। মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র)... সুমামা ইবন ‘আবদুল্লাহ ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) হাওদায় আরোহণ অবস্থায় হজ্জে গমন করেছেন অথচ তিনি কৃপণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আরো বলেন, নবী ﷺ হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন করেন এবং সেই উটটিই তাঁর মালের বাহন ছিল।

১৪২৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَيُّمُنُ بْنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرْتُ وَلَمْ اعْتَمِرْ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَاعْمُرْهَا مِنَ التَّعْنِيمِ فَاحْقَبْهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرْتُ .

১৪২৮ ‘আমর ইবন ‘আলী (র) .... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা ‘উমরা করলেন, আর আমি ‘উমরা করতে পারলাম না! নবী ﷺ বললেন : হে ‘আবদুর রাহমান! তোমার বোন (‘আয়িশা)-কে সাথে করে নিয়ে তান-ঈম থেকে গিয়ে ‘উমরা করিয়ে নিয়ে এসো। তিনি ‘আয়িশাকে উটের পিঠে ছোট্ট একটি হাওদার পশাড্ডাগে বসিয়ে দেন এবং তিনি ‘উমরা সমাপন করেন।

## ১১৬. بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

৯৬৪. পরিচ্ছেদ : হজ্জে মাবরুর (মাকবুল হজ্জ)-এর ফযীলত

১৪২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

১৪২৯ ‘আবদুল ‘আযীয ইবন ‘আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : হজ্জ-ই-মাবরুর (মাকবুল হজ্জ)।

১৪৩০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا

لَكُنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

**১৪৩০** 'আবদুর রাহমান ইবন মুবারক (র)... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন : না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আমল হলো, হজ্জে মাবরুর।

**১৪৩১** حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

**১৪৩১** আদম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

১৬০. بَابُ فَرَضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৯৬৫. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও 'উমরার মীকাত নির্ধারণ

**১৪৩২** حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسَرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ .

**১৪৩২** মালিক ইবন ইসমাঈল (র)... যায়দ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-এর কাছে তাঁর অবস্থান স্থলে যান, তখন তাঁর জন্য তাঁবু ও চাদওয়া টানানো হয়েছিল। [যায়দ (রা) বলেন] আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ স্থান থেকে 'উমরার ইহরাম বাঁধা জাযিয় হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদবাসীদের জন্য কারন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইফা ও সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা (ইহরামের মীকাত) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১৬৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

৯৬৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয় (২ : ১৯৭)

**১৪৩৩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا .

**১৪৩৩** ইয়াহুইয়া ইব্ন বিশ্র (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীগণ হজ্জে গমনকালে পাথেয় সংগে নিয়ে যেতো না এবং তারা বলছিল, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কায় উপনীত হয়ে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচনা করে বেড়াতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ অবতীর্ণ করেন : তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হাদীসটি ইব্ন উয়ায়না (র) আমর (র) সূত্রে ইকরিমা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

### ৭৬৭. بَابُ مُهْلِ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৯৬৭. পরিচ্ছেদ : মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান

**১৪৩৪** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَا هَلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَا هَلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَا هَلِ الْيَمَنُ يَلْمَمُ مِنْ لَهْنٍ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ نَوْنُ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

**১৪৩৪** মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহুফা, নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হজ্জ ও 'উমরা নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে (সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমন কি মক্কাবাসী মক্কা থেকেই (হজ্জের) ইহরাম বাঁধবে।

### ৭৬৮. بَابُ مَيْقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يَهْلُوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

৯৬৮. পরিচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের মীকাত ও তারা যুল-হুলায়ফা পৌঁছার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে না

**১৪৩৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَيَلْعَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ .

[১৪৩৫] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ জুহফা থেকে ও নজদবাসীগণ কারন থেকে ইহরাম বাঁধবে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (অন্যের মাধ্যমে) জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

## ৭৬৯. بَابُ مُهْلِ أَهْلِ الشَّامِ

৯৬৯. পরিচ্ছেদ : সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

[১৪৩৬] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمَّمُ فَهَنٌ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا .

[১৪৩৬] মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরার নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

## ৭৭০. بَابُ مُهْلِ أَهْلِ نَجْدٍ

৯৭০. পরিচ্ছেদ : নজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

[১৪৩৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَفْظَنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مُهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهْلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَهْلُ نَجْدٍ قَرْنَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ وَمُهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمَّمُ .

[১৪৩৭] 'আলী ও আহমদ (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মীকাতের সীমা নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মীকাত হলো যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত মাহয়া'আ য়ার অপর নাম জুহফা এবং নাজদবাসীদের মীকাত হলো কারন। ইবন 'উমর (রা) বলেন, আমি শুনি, তবে লোকেরা বলে যে, নবী ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীর মীকাত হলো ইয়ালামলাম।

## ৭৭১. بَابُ مُهَلٍّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

৯৭১. পরিচ্ছেদ : মীকাতের ভিতরের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

۱۴۳۸ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَالْأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَالْأَهْلَ الْيَمَنَ يَلْمَلَمَ وَالْأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنًا فَهَنٌ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا .

১৪৩৮. কুতায়বা (রা)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেন যুল-হলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম ও নাজদবাসীদের জন্য কারন। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরার নিয়তকারী সে স্থানের অধিবাসী এবং সে সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান। আর যে মীকাতের ভিতরের অধিবাসী সে নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

## ৭৭২. بَابُ مُهَلٍّ أَهْلَ الْيَمَنِ .

৯৭২. পরিচ্ছেদ : ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

۱۴۳۹ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَالْأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَالْأَهْلَ الْمَنَازِلَ وَالْأَهْلَ الْيَمَنَ يَلْمَلَمَ هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪৩৯ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উক্ত মীকাতসমূহ হজ্জ ও 'উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সে স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোন অঞ্চলের লোক ঐ সীমা দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও। এ ছাড়াও যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা যেখান থেকে সফর শুরু করবে সেখান থেকেই (ইহরাম আরম্ভ করবে) এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই (ইহরাম বাঁধবে)।

## ৭৭৩. بَابُ ذَاتِ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ

৯৭৩. পরিচ্ছেদ : যাতু 'ইরক ইরাকবাসীদের মীকাত

বুখারী শরীফ (৩)—১০



১৪৬০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ الْمَصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا لَاهِلَ نَجْدٍ قَرْنَا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّثَهُمْ ذَاتَ عَرَقٍ.

১৪৬০ ‘আলী ইবন মুসলিম (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ শহর দু’টি (কুফা ও বসরা) বিজিত হলো, তখন সে স্থানের লোকগণ ‘উমর (রা)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আমীরুল মু‘মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদবাসীগণের জন্য (মীকাত হিসাবে) সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন কারন, কিন্তু তা আমাদের পথ থেকে দূরে। কাজেই আমরা কারন-সীমায় অতিক্রম করতে চাইলে তা হবে আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ‘উমর (রা) বললেন, তা’ হলে তোমরা লক্ষ্য কর তোমাদের পথে কারন-এর সম দূরত্ব-রেখা কোন্ স্থানটি? তারপর তিনি যাতু‘ইরক মীকাতরূপে নির্ধারণ করেছেন।

## ১৭৬. بَابُ الصَّلَاةِ بِذِي الْحَلِيفَةِ

৯৭৪. পরিচ্ছেদ : যুল-হুলায়ফায় সালাত

১৪৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحَلِيفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

১৪৬১ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার বাত্হা নামক উপত্যকায় উট বসিয়ে সালাত আদায় করেন। (রাবী নাফি’ বলেন) ইবন ‘উমর (রা)-ও তাই করতেন।

## ১৭৫. بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

৯৭৫. পরিচ্ছেদ : (হজ্জের সফরে) “শাজারা”-এর রাস্তা দিয়ে নবী ﷺ-এর গমন

১৪৬২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَّرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعْرَسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحَلِيفَةِ بَيْنَ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

[১৪৪২] ইবরাহীম ইব্ন মুন্যির (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হজ্জের সফরে) শাজারা নামক পথ দিয়ে গমন করতেন এবং মু‘আররাস নামক পথ দিয়ে (মদীনায়ে) প্রবেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার দিকে সফর করতেন, মসজিদুশ-শাজারায় সালাত আদায় করতেন ও ফিরার পথে যুল-হুলাইফা’র বাতনুল-ওয়াদীতে সালাত আদায় করতেন এবং সেখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

### ৭৭৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

৯৭৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : ‘আকীক বরকতময় উপত্যকা

[১৪৪৩] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَيَشْرُ بْنُ بَكْرٍ السَّيِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ أَتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ .

[১৪৪৩] হুমায়দী (র)... ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আকীক উপত্যকায় অবস্থানকালে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার নিকট এসে বললেন, আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, (আমার এ ইহরাম) হজ্জের সাথে ‘উমরারও।

[১৪৪৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَرَى وَهُوَ فِي مَعْرَسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَيْطُنَ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَيْطَحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمَنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْبِغُ يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْطُنَ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ .

[১৪৪৪] মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যুল-হুলাইফার (‘আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। [রাবী মূসা ইব্ন ‘উকবা (র) বলেন] সালিম (র) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসাবার স্থানটির সন্ধান চালান, যেখানে ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) উট বসিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত যাপনের স্থানটি সন্ধান করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদের ও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

## ৭৭৭. بَابُ غَسْلِ الْخُلُقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثَّيَابِ

৯৭৭. পরিচ্ছেদ : (ইহরামের) কাপড়ে খালুক লেগে থাকলে তিনবার ধোওয়া

১৬৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِطَيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَمَ بِهِ فَادْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ آيَنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأَتَيْتُ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطَّيِّبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمَرِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمْ \*

১৪৪৫ মুহাম্মদ ... সাফওয়ান ইবন ই'য়ালা (র) থেকে বর্ণিত যে, ই'য়ালা (রা) 'উমর (রা)-কে বললেন, নবী ﷺ-এর উপর ওহী অবতরণ মুহূর্তটি আমাকে দেখাবেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ "জি'রানা" নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সংগে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরে 'উমরার ইহরাম বাঁধলে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর তাঁর নিকট ওহী আসল। 'উমর (রা) ই'য়ালা (রা)-কে ইংগিত করায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন একখণ্ড কাপড় দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করা হয়েছিল, ই'য়ালা (রা) মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখতে পেলেন, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল লাল বর্ণ, তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করছেন। এরপর সে অবস্থা দূর হলো। তিনি বললেন : 'উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারীকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন : তোমার শরীরের সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল ও জুকাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা করে থাক 'উমরাতেও তাই কর। (রাবী ইবন জুরাইজ বলেন) আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি কি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই।

৭৭৮. بَابُ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْأَحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَيَدْهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَشْمُ الْمُحْرِمُ الرِّيحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهَمِيَانِ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالثَّبَّانِ بَأْسًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَعْنِي لِلَّذِينَ يَرَحُلُونَ هَوْدَجَهَا .

৯৭৮. পরিচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধাকালে সুগন্ধি ব্যবহার ও কি প্রকার কাপড় পরে ইহরাম বাঁধবে এবং চুল দাঁড়ি আঁচড়াবে ও তেল লাগাবে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি ফুলের ছাত্র

নিতে পারবে। আয়নায় চেহারা দেখতে পারবে এবং তৈল ও ঘি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা করতে পারবে। ‘আতা (র) বলেন, আংটি পরতে পারবে, (কোমরে) থলে বাঁধতে পারবে। ইব্ন ‘উমর (রা) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পেটের উপর কাপড় কষে তাওয়াফ করেছেন। জাংগিয়া পরার ব্যাপারে ‘আয়িশা (রা)-র আপত্তি ছিল না। [আবু ‘আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন], ‘আয়িশা (রা)-র অনুমতির অর্থ হলো, যারা উটের পিঠে এর হাওদা বাধে

۱৪৬۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدُهِنَّ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِابْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَاتَبَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِّصَ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ .

১৪৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন ‘উমর (রা) (ইহরাম বাঁধা অবস্থায়) যায়তুন তেল ব্যবহার করতেন। (রাবী মানসূর বলেন) এ বিষয় আমি ইব্রাহীম (র)-এর নিকট পেশ করলে তিনি বললেন, তাঁর কথায় তোমার কি দরকার! আমাকে তো আস্ওয়াদ (র) ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিথিতে যে সুগন্ধি তেল চকচক করছিল তা যেন আজও আমি দেখতে পাচ্ছি।

۱৪৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

১৪৪৭ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধার সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খোলার সময়ও।

৭৭৭ بَابُ مَنْ أَهْلُ مَلَبَدَا

৯৭৯. পরিচ্ছেদ : যে চূলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহরাম বাঁধে

۱৪৬৮ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مَلَبَدَا .

১৪৪৮ আস্বাগ (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চূলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

## ৭৮০. بَابُ الْأَمَلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحَلِيفَةِ

৯৮০. পরিচ্ছেদ : যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধা

[১৪৪৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحَلِيفَةِ .

[১৪৪৯] ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ ও ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকট থেকে ইহরাম বেঁধেছেন।

## ৭৮১. بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

৯৮১. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে প্রকার কাপড় পরবে না

[১৪৫০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ وَلْيَقُطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَغْدُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَلَا يَتَرَجَّلُ وَلَا يَحْكُ جَسَدَهُ وَيَلْقَى الْقَمْلَ مِنْ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الْأَرْضِ .

[১৪৫০] ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকারের কাপড় পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখনুর নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়) পরবে। তোমরা জামরান বা ওয়ারস (এক প্রকার খুশবু) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। আবু ‘আবদুল্লাহ (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারবে। চুল আঁচড়াবে না, শরীর চুলকাবে না। মাথা ও শরীর থেকে উকুন যমীনে ফেলে দিবে।

## ৭৮২. بَابُ الرُّكُوبِ وَالْإِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

৯৮২. পরিচ্ছেদ : হজ্জের সফরে বাহনে একাকী আরোহণ করা ও অপরের সাথে আরোহণ করা

[১৪৫১] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُرْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرَدَفَ الْفُضْلَ إِلَى مَنَى قَالَ فَكَلَاهُمَا قَالَا لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعُقْبَةَ .

[১৪৫১] 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত একই বাহনে নবী ﷺ-এর পিছনে উসামা ইবন যায়দ (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযল ইবন 'আব্বাস (রা)-কে তাঁর পিছনে আরোহণ করান। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, নবী (সা) জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

৯৮২ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأَزْدِيَّةِ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابُ الْمُعْصِفَةُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لَا تَلْتُمُ وَلَا تَتَبَرَّقُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا بِوَدَسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرَى الْمُعْصِفَ طَيِّبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةَ بَاسًا بِالْحُلِيِّ وَالْثَوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُودِدِ وَالْخَفِّ لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْرَاهِيمُ لَا بَاسَ أَنْ يُبَدَّلَ ثِيَابُهُ

৯৮৩. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকার কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরবে। 'আয়িশা (রা) ইহরাম অবস্থায় কুসুমী রঙে রঞ্জিত কাপড় পরেন এবং তিনি বলেন, নারীগণ ঠোট ও মুখমণ্ডল আবৃত করবে না। ওয়ারস ও জাফরান রঙে রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না। জাবির (রা) বলেন, আমি উসফুরী (কুসুমী) রংকে সুগন্ধি মনে করি না। 'আয়িশা (রা) (ইহরাম অবস্থায়) নারীদের জন্য অলঙ্কার পরা এবং কাল ও গোলাপী রং-এর কাপড় ও মোজা পরা দৃশ্যীয় মনে করেন নি। ইবরাহীম (নাখ্'রী) (র) বলেন, (ইহরাম অবস্থায়) পরনের কাপড় পরিবর্তন করায় কোন দোষ নেই

[১৪৫২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبَسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأَزْرِ أَنْ تَلْبَسَ إِلَّا الْمَرْغَفَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَاصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أُسْتَوِيَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقُلَّدَ بَدْنَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لَارْبَعٍ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بَدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُّونَ وَهُوَ مَهْلٌ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَقْصِرُوا مِنْ رُؤُسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ

لَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلْدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ أُمْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطَّيِّبُ وَالنَّيَّابُ .

**১৪৫২** মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাদর পরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মদীনা থেকে রওয়ানা হন। তিনি কোন প্রকার চাদর বা লুঙ্গি পরতে নিষেধ করেন নি, তবে শরীরের চামড়া রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে এরূপ জাফরানী রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। যুল-হুলাইফা থেকে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তালবিয়া পাঠ করেন এবং কুরবানীর উটের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেন, তখন যুলকা'দা মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট ছিল। যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম কা'বাঘরের তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেন। তাঁর কুরবানীর উটের গলায় মালা পরিয়েছেন বলে তিনি ইহরাম খুলেন নি। তারপর মক্কার উঁচু ভূমিতে হাজুন নামক স্থানের নিকটে অবস্থান করেন, তখন তিনি হজ্জের ইহরামের অবস্থায় ছিলেন। (প্রথমবার) তাওয়াফ করার পর 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে আর কা'বার নিকটবর্তী হন নি। অবশ্য তিনি সাহাবাগণকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী সম্পাদনা করে মাথার চুল ছেটে হালাল হতে নির্দেশ দেন। কেননা যাদের সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই, এ বিধানটি কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে তার জন্য স্ত্রী-সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ও যে কোন ধরনের কাপড় পরা বৈধ।

**৯৮৪** **بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

৯৮৪. পরিচ্ছেদ : ভোর পর্যন্ত যুল-হুলাইফায় রাত যাপন করা ইব্ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয় বর্ণনা করেছেন

**১৪৫৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهْلٌ .

**১৪৫৩** 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় চার রাক'আত ও যুল-হুলাইফায় পৌঁছে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তারপর ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করেন। এর পর যখন তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করেন এবং তা তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

**১৪৫৪** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ وَاحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ .

**১৪৫৪** কুতাইবা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনায যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেন এবং যুল-হুলাইফায় পৌঁছে আসরের সালাত দু' রাক'আত আদায় করেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করেন।

## ১৪৫৫. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَمَلِ

৯৮৫. পরিচ্ছেদ : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা

**১৪৫৫** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

**১৪৫৫** সুলাইমান ইবন হারব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত মদীনায চার রাক'আত আদায় করলেন এবং 'আসরের সালাত যুল-হুলাইফায় দু' রাক'আত আদায় করেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁরা সকলে উচ্চস্বরে হজ্জ ও 'উমরার তালবিয়া পাঠ করছেন।

## ১৪৫৬. بَابُ التَّيْبَةِ

৯৮৬. পরিচ্ছেদ : তালবিয়া-এর শব্দসমূহ

**১৪৫৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ .

**১৪৫৬** 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া নিম্নরূপ : আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।

**১৪৫৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

**১৪৫৭** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কিভাবে তালবিয়া



পাঠ করতেন তা আমি ভালরূপে অবগত (তাঁর তালবিয়া ছিল :) আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির, সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনারই। আবু মু'আবিয়া (র) আ'মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সফিয়া (র)-র অনুসরণ করেছেন। শু'বা (র)... আবু 'আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আযিশা (রা) থেকে শুনেছি।

#### ৯৮৭. بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْهَلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

৯৮৭. পরিচ্ছেদ : তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে সাওয়াযীতে আরোহণকালে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা

১৪৫৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمْدُ اللَّهِ وَسَبْحٌ وَكَبَّرٌ ثُمَّ أَهْلُ بَحَجٍّ وَعُمْرَةٌ وَأَهْلُ النَّاسِ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ .

১৪৫৮ মুসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মদীনায যুহরের সালাত আদায় করেন চার রাক'আত এবং যুল-হুলাইফায় (পৌছে) 'আসরের সালাত আদায় করলেন দু' রাক'আত। এরপর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত কাটালেন। সকালে সাওয়াযীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলেন। তখন তিনি আল্লাহর হামদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ ও 'উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন। সাহাবীগণও উভয়ের তালবিয়া পাঠ করলেন। যখন আমরা (মক্কার উপকণ্ঠে) পৌছলাম তখন তিনি সাহাবীগণকে ('উমরা শেষ করে) হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। অবশেষে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে তাঁরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাবী বলেন, নবী ﷺ নিজ হাতে কিছুসংখ্যক দাঁড়ানো উট নহর (যবেহ) করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায সাদা কাল মিশ্রিত রং-এর দু'টি মেষ যবেহ করেছিলেন। আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, কোন কোন রাবী হাদীসটি আইয্যুব (র) সূত্রে জনৈক রাবীর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

#### ৯৮৮. بَابُ مَنْ أَهْلٌ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

৯৮৮. পরিচ্ছেদ : সাওয়াযী আরোহীকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ করা

১৪৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً .

১৪৫৮ আবু 'আসিম (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কে নিয়ে তাঁর সাওয়ারী সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

৯৮৯ بَابُ الْأَهْلَالِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرَحَلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يَلْبَسِي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَذَعَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ ، تَابَعَهُ اسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْفَسْلِ

৯৮৯. পরিশ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করা।

আবু মা'মার (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) যুল-হুলাইফায় ফজরের সালাত শেষ করে সাওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন, প্রস্তুত হলে আরোহণ করতেন। সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সোজা কিবলামুখী হয়ে হারাম শরীফের সীমারেখায় পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। এরপর বিরতি দিয়ে যু-তুওয়া নামক স্থানে পৌছে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং তারপর ফজরের সালাত আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করে ছিলেন। ইসমা'ঈল (র) আইয়্যুব (রা) থেকে গোসল সম্পর্কে বর্ণনায় 'আবদুল ওয়ারিস (র)-র অনুসরণ করেছেন

১৪৬০ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا رَأَى الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ هُنَّ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৬০ সুলায়মান ইবন দাউদ আবু রবী' (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) মক্কা গমনের ইচ্ছা করলে দেহে সুগন্ধিহীন তেল লাগাতেন। তারপর যুল-হুলাইফা'র মসজিদে পৌছে সালাত আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। তাঁকে নিয়ে সাওয়ারী সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি ইহ্রাম বাঁধতেন। এরপর তিনি (ইবন 'উমর রা) বলতেন, আমি নবী ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

৯৯০. পরিশ্ছেদ : নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা

৯৯০. পরিশ্ছেদ : নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা

১৪২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَا مَوْسَى كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يَلْبِي .

১৪৬১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবন 'আব্বাস (রা)-এর নিকটে ছিলাম, লোকেরা দাজ্জালের আলোচনা করে বলল যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তার দু' চোখের মাঝে (কপালে) কা-ফি-র লেখা থাকবে। রাবী বলেন, ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন, এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। অবশ্য তিনি বলেছেন : আমি যেন দেখছি মূসা ('আ) নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১১১ بَابُ كَيْفَ تَهْلُ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ أَهْلُ تَكْلَمُ بِهِ وَاسْتَهْلَلْنَا وَاهْلَلْنَا الْهِلَالَ كُلَّهُ مِنَ الظُّهُورِ وَاسْتَهْلَلُ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ ، وَمَا أَهْلُ لِفَيْزِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ

৯৯১. পরিচ্ছেদ : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাগণ কিরূপে ইহরাম বাঁধবে? অর্থ কথা বলা  
 استهلا المطر অর্থ মেঘ  
 কথা বলা প্রকাশ পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত এবং استهلا অর্থ মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়া  
 وَمَا أَهْلُ لِفَيْزِ اللَّهِ بِهِ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়। এ অর্থ استهلا الصبي (সদ্যজাত শিশুর আওয়াজ) অর্থ থেকে গৃহীত

১৪২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّغَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَاهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّغْنِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّغَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَأَنَامُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

১৪৬২ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ-এর সাথে বের হয়ে 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধি। নবী ﷺ

১১২. **بَابُ مَنْ أَهْلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ** قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
৯৯২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর জীবনকালে তাঁর ইহরামের অনুরূপ যিনি ইহরাম বেঁধেছেন, ইবন  
'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কিত বর্ণনা করেছেন

١٤٦٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَيَذْكُرَ قَوْلَ سَرَاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتُ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَّلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمُكْتُ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ.

১৪৬৩ মক্কী ইবন ইব্রাহীম (র)... জারির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'আলী (রা)-কে ইহ্রাম বহাল রাখার আদেশ দিলেন, এর পর জাবির (রা) সুরাকা (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইবন বকর (র) ইবন জুরাইজ (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; নবী ﷺ 'আলী (রা)-কে বললেন : হে 'আলী! তুমি কোন্ প্রকার ইহ্রাম বেঁধেছ? 'আলী (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর ইহ্রামের অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে কুরবানীর পশু প্রেরণ কর এবং ইহ্রাম অবস্থায় যেভাবে আছ সে ভাবেই থাক। .

**[١٤٦٤]** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهَدَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ  
 مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ  
 بِمَا أَهْلُتَ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ .

**১৪৬৪** হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল হুযালী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে এসে নবী ~~সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম~~-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন : তুমি কী প্রকার ইহরাম

বেঁধেছ? ‘আলী (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার সংগে কুরবানীর পশু না হলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।

১৬৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَكْتَ أَهْلَكَ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَاحْلَلْتُ فَاتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ : وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيِ .

১৪৬৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... আবু মূসা (আশ‘আরী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ইয়ামানে আমার গোত্রের নিকট পাঠিয়েছিলেন; তিনি (হজ্জ-এর সফরে) বাত্‌হা নামক স্থানে অবস্থানকালে আমি (ফিরে এসে) তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কোন্ প্রকার ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর ইহ্রামের অনুরূপ আমি ইহ্রাম বেঁধেছি। তিনি বললেন : তোমার সংগে কুরবানীর পশু আছে কি? আমি বললাম, নেই। তিনি আমাকে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে আদেশ করলেন। আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সা‘য়ী করলাম। পরে তিনি আদেশ করলে আমি হালাল হয়ে গেলাম। তারপর আমি আমার গোত্রীয় এক মহিলার নিকট আসলাম। সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে দিল অথবা বলেছেন, আমার মাথা ধুয়ে দিল। এরপর ‘উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে এক উপলক্ষে আসলেন। (আমরা তাঁকে বিষয়টি জানালে) তিনি বললেন : কুরআনের নির্দেশ পালন কর। কুরআন তো আমাদেরকে হজ্জ ও ‘উমরা পৃথক পৃথকভাবে যথাসময়ে পূর্ণরূপে আদায় করার নির্দেশ দান করে। আল্লাহ বলেন : “তোমরা হজ্জ ও ‘উমরা আল্লাহ’র উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর” (২ : ১৯৬)। আর যদি আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করি, তিনি তো কুরবানীর পশু যবেহ করার আগে হালাল হননি।

৯৯৩ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، يَسْتَلْزِمُكَ عَنْ الْأَهْلِ قُلُوبُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ السَّنَةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كِرْمَانَ

৯৯৩. পরিশ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। তারপর যে কেউ এ

মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সন্তোষ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়।” (২ : ১৯৭) এবং (তাঁর বাণী :) “নতুন চাঁদ সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, বলুন, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।” (২ : ১৮৯) ইব্ন ‘উমর (রা) বলেন, হজ্জ-এর মাসগুলো হল : শাওয়াল, যিলকদ, এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, সুন্নাত হল, হজ্জের মাসগুলোতেই যেন হজ্জের ইহরাম বাঁধা হয়। কিরমান ও খুরাসান থেকে ইহরাম বেঁধে বের হওয়া ‘উসমান (রা) অপছন্দ করেন

১৬৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَلِيَالِي الْحَجِّ وَحَرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرْفٍ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدًى فَاحْبَبْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدًى فَلَا قَالَتْ فَلَاخِذْ بِهَا وَالسَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدًى فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا هِنْتَاهُ ، قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ ، قُلْتُ لَا أَصَلَى قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَ فَكُونِي فِي حَجَّتِكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرِزُكَكِهَا ، قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ مَنًى فَطَهَّرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مَنًى فَأَفْضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَخْرُجْ بِأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهْلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرَغَا ثُمَّ اتَّيَا هَاهُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمْ حَتَّى تَأْتِيَانِي قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَتْ وَفَرَّغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ هَلْ فَرَّغْتُمْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاذَنْ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَجَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَضِيرُ مِنْ ضَارٍ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارٌ يَضُورُ ضُورًا وَضَرَّ يَضُرُّ وَضَرًا .

১৪৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ-এর মাসে, হজ্জ-এর দিনগুলোতে, হজ্জ-এর মৌসুমে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে (হজ্জে) বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। ‘আয়িশা (রা) বলেন, নবী (সা) তাঁর সাহাবাগণের কাছে বেরিয়ে ঘোষণা করলেন : যার সাথে কুরবানীর পশু নেই এবং সে এ ইহরাম ‘উমরার ইহরামে পরিণত করতে আগ্রহী, সে তা করতে পারবে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে তা পারবে না। ‘আয়িশা (রা) বলেন, কয়েকজন সাহাবী ‘উমরা করলেন, আর কয়েকজন তা করলেন না। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর কয়েকজন সাহাবী (দীর্ঘ ইহরাম

রাখতে) সক্ষম ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কুরবানীর পশুও ছিল। তাই তাঁরা (শুধু) ‘উমরা করতে (ও পরে হালাল হয়ে যেতে) সক্ষম হলেন না। তিনি আরো বলেন, আমি কাঁদছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ওহে কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি সাহাবাদের যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি, কিন্তু আমার পক্ষে ‘উমরা করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারছি না (আমি ঋতুবতী)। তিনি বললেন : এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি আদম-সন্তানের এক মহিলা। সকল নারীর জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তোমার জন্যেও তাই নির্ধারণ করেছেন। কাজেই তুমি হজ্জ-এর ইহ্রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ তোমাকে ‘উমরা করার সুযোগও দিতে পারেন। তিনি বলেন, আমরা হজ্জ-এর জন্য বের হয়ে মিনায় পৌঁছলাম। সে সময় আমি পবিত্র হলাম। পরে মিনা থেকে ফিরে (বায়তুল্লাহ পৌঁছে) তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করি। ‘আয়িশা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে সর্বশেষ দলে বের হলাম। তিনি মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করেন, আমি তাঁর সাথে অবতরণ করলাম। এখানে এসে নবী ﷺ ‘আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে ডেকে বললেন : তোমার বোন (‘আয়িশা)-কে নিয়ে হরম সীমারেখা হতে বেরিয়ে যাও। সেখান থেকে সে উমরার ইহ্রাম বেঁধে মক্কা থেকে ‘উমরা সমাধা করলে তাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। আমি তোমাদের আগমণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকব। ‘আয়িশা (রা) বলেন, আমরা বের হয়ে গেলাম এবং আমি ও আমার ভাই তাওয়াফ সমাধা করে ফিরে এসে প্রভাত হওয়ার আগেই নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন : কাজ সমাধা করেছ কি? আমি বললাম জী-হাঁ। তখন তিনি রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। সকলেই মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন। আবু ‘আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, يَضِيرُ - ضَيْرًا - ضَيْرًا (ক্ষতিকর) শব্দ হতে উদ্গত। এমনই ভাবে يَضُرُّ - ضَرًّا - ضَرًّا একই অর্থ বোঝায়।

৯৯৪. **بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَنَسَخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى**

৯৯৪. পরিচ্ছেদ : তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হজ্জ করা এবং যার সাথে কুরবানীর পশু নেই তার জন্য হজ্জের ইহ্রাম ছেড়ে দেওয়া

۱۴۶۷ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ فَحَلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْقَنْ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحَضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، قَالَ وَمَا طُفْتُ لَيْلَى قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا: قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى السَّتْنَعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ، قَالَ عَقَرَى حَلَفَى أَوْ مَا طُفْتُ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى، قَالَ لَا بَأْسَ أَنْفِرِي، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَقِينِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا وَأَنَا مُصْعِدَةٌ

وَهُوَ مُنْهَبٌ مِنْهَا .

[১৪৬৭] 'উসমান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম এবং একে হজ্জের সফর বলেই আমরা জানতাম। আমরা যখন (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম তখন নবী ﷺ নির্দেশ দিলেন : যারা কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে আসেনি তারা যেন ইহরাম ছেড়ে দেয়। তাই যিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তিনি ইহরাম ছেড়ে দেন। আর নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ তাঁরা ইহরাম ছেড়ে দিলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়েছিলাম বিধায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারিনি। (ফিরতি পথে) মুহাসসাব নামক স্থানে রাত যাপনকালে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকলেই 'উমরা ও হজ্জ উভয়টি সমাধা করে ফিরছে আর আমি কেবল হজ্জ করে ফিরছি। তিনি বললেন : আমরা মক্কা পৌঁছেলে তুমি কি সে দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, জী-না। তিনি বললেন, তোমার ভাই-এর সাথে তান্'ঈম চলে যাও, সেখান থেকে 'উমরার ইহরাম বাঁধবে। তারপর অমুক স্থানে তোমার সাথে সাক্ষাত ঘটবে। সাফিয়া (রা) বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে রাখার কারণ হয়ে যাচ্ছি। নবী ﷺ বললেন : কি বললে! তুমি কি কুরবানীর দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি! আমি বললাম, হাঁ করেছি। তিনি বললেন : তবে কোন অসুবিধা নেই, তুমি চল। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর সাথে এমতাবস্থায় আমার সাক্ষাত হলো যখন তিনি মক্কা ছেড়ে উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি মক্কার দিকে অবতরণ করছি। অথবা 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি উঠছি ও তিনি অবতরণ করছেন।

[১৬৭৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَعْمُرَةَ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَحْجَةَ وَعُمَرَةُ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بِالْحَجِّ وَأَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ .

[১৪৬৮] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জাতুল বিদার বছর আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ কেবল 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আর কেউ হজ্জ ও 'উমরা উভয়টির ইহরাম বাঁধলেন। আর কেউ শুধু হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধলেন। যারা কেবল হজ্জ বা এক সংগে হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদের একজনও কুরবানী দিনের পূর্বে ইহরাম খোলেন নি।

[১৬৭৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ بِعُمْرَةَ وَحَجَّةً ، قَالَ مَا كُنْتُ لَادَعُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ .



[১৪৬৯] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উসমান ও 'আলী (রা)-কে (উসফান নামক স্থানে) দেখেছি, 'উসমান (রা) তামাতু' ও হজ্জ ও 'উমরা একত্রে আদায় করতে নিষেধ করতেন। 'আলী (রা) এ অবস্থা দেখে হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম একত্রে বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন-لَبَّيْكَ لَعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (হে আল্লাহ! আমি 'উমরা ও হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে হাযির হলাম) এবং বললেন, কারো কথায় আমি নবী ﷺ-এর সুনাত বর্জন করতে পারব না।

[১৪৭০] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحْرَمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبِيرُ وَعَقَا الْأَثَرُ وَأَنْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مِهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلُّ كُلِّهِ .

[১৪৭০] মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জ-এর মাসগুলোতে 'উমরা করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপের কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের স্থলে সফর মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, উটের পিঠের যখম ভাল হলে, রাস্তার মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিক্রান্ত হলে 'উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি 'উমরা করতে পারবে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে (যিলহজ্জ মাসের) চার তারিখ সকালে (মক্কায়) উপনীত হন। তখন তিনি তাঁদের এই ইহরামকে 'উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। তাঁরা এ কাজকে কঠিন মনে করলেন ('উমরা শেষ করে) তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল? তিনি বললেন : সবকিছু হালাল (ইহরামের পূর্বে যা হালাল ছিল তার সব কিছু এখন হালাল)।

[১৪৭১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ .

[১৪৭১] মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে (ইহরাম ভঙ্গ করে) হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

[১৪৭২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلِّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .

[১৪৭২] ইসমাঈল ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের কি হল, তারা 'উমরা শেষ করে হালাল হয়ে গেল, অথচ আপনি আপনার

‘উমরা থেকে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন : আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা ঝুলিয়েছি। কাজেই কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারি না।

১৪৭৩ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبْعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَفَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي وَاجْعَلْ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي ، قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ .

১৪৭৩ আদম (র)... আবু জামরা নাসর ইবন ‘ইমরান যুবা’য়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তামাতু হজ্জ করতে ইচ্ছা করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইবন ‘আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হজ্জ ও মাকবুল ‘উমরা। ইবন ‘আব্বাস (রা)-এর নিকট স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, তা নবী ﷺ-এর সুনাত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব। রাবী শু’বা (র) বলেন, আমি (আবু জামরাকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্যে।

১৪৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقِ الْبُذْنِ مَعَهُ وَقَدْ أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُوا مِنْ أَحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمِعْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سَفْتُ الْهُدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْيُ مَحَلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلَّا هَذَا .

১৪৭৪ আবু নু’আইম (র)... আবু শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি ‘উমরার ইহ্রাম বেঁধে হজ্জে তামাতু’র নিয়্যতে তারবিয়া দিবস (আট তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মক্কায় প্রবেশ করলাম, মক্কাবাসী কিছু লোক আমাকে বললেন, এখন তোমার হজ্জের কাজ মক্কা থেকে শুরু হবে। আমি বিষয়টি জানার জন্য ‘আতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন, যখন নবী ﷺ কুরবানীর উট সংগে নিয়ে হজ্জে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ্জ-এর নিয়্যতে শুধু

হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। কিন্তু নবী ﷺ (মক্কায় পৌঁছে) তাদেরকে বললেন : বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাধা করে তোমরা ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছোট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে নিবে, আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছে তা তামাত্তু হজ্জের 'উমরা বানিয়ে নিবে। সাহাবীগণ বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিরূপে 'উমরার ইহরাম বানাব? আমরা হজ্জ-এর নাম নিয়ে ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করেছি তাই কর। কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে যা করতে বলছি, আমিও সেরূপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের কারণে) নিষিদ্ধ কাজ (আমার জন্য) হালাল নয়। সাহাবীগণ সেরূপ পশু যবেহ করলেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আবু শিহাব (র) থেকে মারফু' বর্ণনা মাত্র এই একটিই পাওয়া যায়।

۱۴۷۵ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيُّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُنْعَةِ فَقَالَ عَلِيُّ مَا تَرِيدُ إِلَيَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنِي عَنْكَ قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ أَهْلًا بِهِمَا جَمِيعًا .

১৪৭৫ কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান নামক স্থানে অবস্থানকালে 'আলী ও 'উসমান (রা)-এর মধ্যে হজ্জ তামাত্তু' করা সম্পর্কে পরস্পরে দ্বিমত সৃষ্টি হয়। 'আলী (রা) 'উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেছেন, আপনি কি তা থেকে বারণ করতে চান? 'উসমান (রা) বললেন, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন। 'আলী (রা) এ অবস্থা দেখে তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধেন।

## ৯৯৫. ১১০. بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَاءُ

৯৯৫. পরিচ্ছেদ : হজ্জ-এর নাম উল্লেখ করে যে তালবিয়া পাঠ করে

۱۴۷۳ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْنَا هَا عُمَرَةَ .

১৪৭৬ মুসাদ্দাদ (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে (মক্কায়) উপনীত হলাম। এরপর নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা হজ্জকে 'উমরায় পরিণত করলাম।

## ৯৯৬. بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৯৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর যুগে হজ্জ তামাত্ত

[১৪৭৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بَرَأَيْهِ مَا شَاءَ .

[১৪৭৭] মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে হজ্জ তামাত্ত করেছি, কুরআনেও তার বিধান নাযিল হয়েছে অথচ এক ব্যক্তি তার ইচ্ছামত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৯৯৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبُرَاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهْلُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَأَهْلُنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمَرَةَ الْأَمْنِ قُلْدَ الْهَدْيِ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَآتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ مَنْ قُلْدَ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ثُمَّ أَمَرْنَا عَشِيَةَ التَّروِيَةِ أَنْ نُهْلَ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكَ جِئْنَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَصْوَارِكُمْ، الشَّاءُ تَجْزِي نَجْمَعُوا نُسْكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمَرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنُّ نَبِيِّهِ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفْثُ الْجَمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ

৯৯৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তা (হজ্জ তামাত্ত) তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের (হারমের সীমার) মধ্যে বাস করে না (২ : ১৯৬)। আবু কামিল ফুযাইল ইব্ন হুসায়ন (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হজ্জ তামাত্ত সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, বিদায় হজ্জের বছর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ, নবী-সহধর্মীগণ ইহরাম বাঁধলেন, আর আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা হজ্জ-এর ইহরামকে 'উমরায় পরিণত কর। তবে যারা

কুরবানীর পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, তাদের কথা ব্যতিক্রম (তারা ইহ্রাম ভঙ্গ করতে পারবে না)। আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী করলাম। এরপর স্ত্রী-সহবাস করলাম এবং কাপড়-চোপড় পরিধান করলাম। নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, পশু কুরবানীর স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারে না। এরপর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ বিকালে আমাদেরকে হজ্জ-এর ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দেন। যখন আমরা হজ্জ-এর সকল কার্য শেষ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সা'য়ী করে অবসর হলাম, তখন আমাদের হজ্জ পূর্ণ হল এবং আমাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হলো। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : যার পক্ষে সম্ভব সে একটি কুরবানী করবে, আর যার পক্ষে সম্ভব নয় সে হজ্জ চলাকালে তিনটি সাওম পালন করবে এবং ফিরে এসে সাত দিন অর্থাৎ নিজ দেশে ফিরে (২ : ১৯৮) একটি বকরীই দম হিসাবে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। একই বছরে সাহাবীগণ হজ্জ ও 'উমরা একসাথে আদায় করলেন। আল্লাহ তাঁর কুরআনে এ বিধান নাযিল করেছেন এবং নবী ﷺ এ তরীকা জারী করেছেন আর মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য তা বৈধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন : (হজ্জ তামাত্তু) তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের (হরমের সীমায়) মধ্যে বাস করে না। আল্লাহ তাঁর কুরআনে হজ্জের যে মাসগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো : শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ। যারা এ মাসগুলোতে তামাত্তু হজ্জ করবে তাদের অবশ্য দম দিতে হবে অথবা সাওম পালন করতে হবে। رَفَتْ اَرْثُ سْتْرِي سَهْوَابِ، فَسُوْقُ اَرْثُ شُوْنَاهِ، جِدَالُ اَرْثُ بِيْبَادِ

### ১১৮. ۹۹۸ بَابُ الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

১১৮. পরিচ্ছেদ : মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করা

۱৬৭৮ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْحَرَمَ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طَوًى ثُمَّ يُصَلِّيُ بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

১৪৭৮ ইয়া'কুব ইবন ইব্রাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) হারামের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। তারপর যী-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর সেখানে ফজরের সালাত আদায় করতেন ও গোসল করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

## ১১১. بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا وَلَيْلًا

১১১. পরিচ্ছেদ : দিনে ও রাতে মক্কায় প্রবেশ করা

১৪৭৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ .

১৪৭৯ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ভোর পর্যন্ত যী-তুয়ায় রাত যাপন করেন, তারপর মক্কায় প্রবেশ করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইব্ন 'উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

## ১০০. بَابُ مِنْ آيِنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

১০০০. পরিচ্ছেদ : কোন্ দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে

১৪৮০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى .

১৪৮০ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সানিয়া 'উলয়া (হরমের উত্তর-পূর্বদিকে কাদা নামক স্থান দিয়ে) মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়া সুফলা (হরমের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কুদা নামক স্থান) দিয়ে বের হতেন।

## ১০০. بَابُ مِنْ آيِنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

১০০১. পরিচ্ছেদ : কোন্ দিক দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে

১৪৮১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مَسْرُودٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى .

১৪৮১ মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ বাসরী (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাত্‌হায় অবস্থিত সানিয়া 'উলয়ার কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সানিয়া সুফলার দিক দিয়ে বের হন।

১৪৮২ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

১৪৮২ হুমাইদী (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন এর উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নীচু স্থান দিয়ে ফিরার পথে বের হন।

১৪৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدَى مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ .

১৪৮৩ মাহমুদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-র পথে (মক্কায়) প্রবেশ করেন এবং বের হন কুদা-র পথে যা মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থিত।

১৪৮৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَامُ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَى وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَى وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ .

১৪৮৪ আহমদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, (আমার পিতা) 'উরওয়া (র) কাদা ও কুদা উভয় স্থান দিয়ে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় কুদা দিয়ে প্রবেশ করতেন, কেননা তাঁর বাড়ি এ পথে অধিক নিকটবর্তী ছিল।

১৪৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ .

১৪৮৫ 'আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওহাব (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উঁচু ভূমি কাদা দিয়ে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। [রাবী হিশাম (র) বলেন] 'উরওয়া (র) অধিকাংশ সময় কুদা-র পথে প্রবেশ করতেন, কেননা তাঁর বাড়ি এ পথের অধিক নিকটবর্তী ছিল।

১৪৮৬ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَى أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَدَاءٌ وَكُدَى مَوْضِعَانِ .

১৪৮৬ মুসা (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-র পথে মক্কায় প্রবেশ করেন। [রাবী হিশাম (র) বলেন] 'উরওয়া উভয় পথেই প্রবেশ করতেন, তবে কুদা-র পথে তাঁর বাড়ি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সে পথেই অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, কাদা ও কুদা দু'টি স্থানের নাম।

১০০২ بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبَيِّنَاتِهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلَّى وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْنَتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعُكْفَيْنِ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ\*

১০০২. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও তার ঘরবাড়ির ফযীলত এবং মহান আল্লাহর বাণী : এবং সেই সময়কে স্মরণ করুন যখন কা'বায়রকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়বার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করুন আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন। তিনি বললেন, যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম! স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিলেন তখন তারা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত উদ্ভব করুন। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন, আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২ : ১২৫-১২৮)

١٤٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْنِي إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

[১৪৮৭] 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের সময় নবী ﷺ ও 'আব্বাস (রা) পাথর বহন করছিলেন। 'আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে বুখারী শরীফ (৩)—১৩



বললেন, তোমার লুপ্তিটি কাঁধের ওপর দিয়ে নাও। তিনি তা করলে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তখন তিনি বললেন : আমার লুপ্তি দাও এবং তা বেঁধে নিলেন।

۱৪৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا حَدَّثَانِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

১৪৮৮ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (রা)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি কি জান না! তোমার সম্প্রদায় যখন কা’বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিল তখন ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক কা’বাঘরের মূল ভিত্তি থেকে তা সংকুচিত করেছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি একে ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন : যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্য আমি তা করতাম। ‘আবদুল্লাহ (ইব্ন ‘উমর) (রা) বলেন, যদি ‘আয়িশা (রা) নিশ্চিতরূপে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় যে, বায়তুল্লাহ হাতীমের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর নির্মিত না হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ (তওয়াফের সময়) হাতীম সংলগ্ন দু’টি কোণ স্পর্শ করতেন না।

۱৪৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ، قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ، قَالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَصَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوا مِنْ شَأْوٍ وَيَمْنَعُوا مَنْ شَأَوْهُ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَخَافَ أَنْ تُنْكَرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنَّ الصِّقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ.

১৪৮৯ মুসাদ্দাদ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম, তা’হলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন : তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা’বা নির্মাণের) সময় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা’বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : তোমার কওম তা এ জন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ঢুকতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছা নিষেধ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের

নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভাল মনে করবে না, তা হলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।

১৬৭০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا خِدَائَةُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ قَرِيشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَعْنِي أَبَا .

১৪৯০ 'উবাইদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : যদি তোমার গোত্রের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্যই কা'বাঘর ভেঙ্গে ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর তা পুনঃনির্মাণ করতাম। কেননা কুরায়শগণ এর ভিত্তি সংকুচিত করে দিয়েছে। আর আমি আরো একটি দরজা করে দিতাম। আবু মু'আবিয়া (র) বলেন, হিশাম (র) বলেছেন : خَلْفًا অর্থ দরজা।

১৬৭১. حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَالزَّفَنَةَ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَلَبَّغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ أُرِيكَهُ الْآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَيَّ مَكَانٍ فَقَالَ هَاهُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَزْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْحَوْهَا .

১৪৯১ বায়ান ইব্ন 'আমর... 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন : হে 'আযিশা! যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত তা হলে আমি কা'বা ঘর সম্পর্কে নির্দেশ দিতাম এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হত। তারপর বাদ দেওয়া অংশটুকু আমি ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তা ভূমি বরাবর করে দিতাম ও পূর্ব-পশ্চিমে এর দু'টি দরজা করে দিতাম। এভাবে কা'বাকে ইব্রাহীম (আ) নির্মিত ভিত্তিতে সম্পন্ন করতাম। (বর্ণনাকারী বলেন), রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি কা'বাঘর ভাঙ্গতে ('আবদুল্লাহ) ইব্ন যুবাইর (র)-কে অনুপ্রাণিত করেছে। (রাবী) ইয়াযীদ বলেন, আমি ইব্ন যুবাইর (রা)-কে দেখেছি তিনি যখন কা'বা ঘর ভেঙ্গে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বাদ দেওয়া অংশটুকু (হাতীম) তার সাথে সংযোজিত করেন এবং ইব্রাহীম (আ)-এর নির্মিত ভিত্তির পাথরগুলো উটের কুঁজোর ন্যায় আমি দেখতে পেয়েছি। (রাবী) জরীর (র) বলেন, আমি তাকে (ইয়াযীদকে) বললাম, কোথায় সেই ভিত্তিমূলের স্থান? তিনি বললেন, এখনই আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব। আমি তাঁর সাথে বাদ দেওয়া দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলাম। তখন তিনি

একটি স্থানের দিকে ইংগিত করে বললেন, এইখানে। জরীর (র) বলেন, দেওয়াল বেষ্টিত স্থানটুকু পরিমাপ করে দেখলাম ছয় হাত বা তার কাছাকাছি।

১০০৩. **بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ جَلُّ ذِكْرُهُ: أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ تُعْمَرُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \***

১০০৩. পরিচ্ছেদ : হারামের ফযীলত ও মহান আল্লাহর বাণী : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রম্বের 'ইবাদত করতে। যিনি একে করেছেন সম্মানিত, সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (২৭ : ৯১) এবং তাঁর বাণী : আমি কি তাদের এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব রকম ফলমূল আমদানি হয় আমার দেওয়া রিয়ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (২৬ : ৫৭)

১৪৭২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا .

১৪৯২ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ (মক্কা) শহরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, এর একটি কাঁটাও কর্তন করা যাবে না, এতে বিচরণকারী শিকারকে তাড়া করা যাবে না, এখানে মু'আরিফ<sup>১</sup> ব্যতীত পড়ে থাকা কোন বস্তু কেউ তুলে নিবে না।

১০০৪. **بَابُ تَوْرِيثِ نَوْرٍ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْهَادِ يَظْلَمْ نُذْقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَادِي الطَّارِي مَعْكُوفًا مَحْبُوسًا**

১০০৪. পরিচ্ছেদ : কাউকে মক্কায় অবস্থিত বাড়ির (ও যমীনের) উত্তরাধিকার বানান, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং বিশেষভাবে মসজিদুল হারামে সকল মানুষের সমঅধিকার ও এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণী : যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর রাস্তা থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে যা আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি। আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে তাতে পাপ কার্যের, তাকে আমি আত্মদান করা বর্মমুদ শাস্তির

১. মু'আরিফ : পড়ে থাকা বস্তু সংগ্রহ করে মালিকদের নিকট তা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে যে ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়।

(২২ : ২৫) ইমাম বুখারী (র) বলেন, **الطَّارِي** (আগন্তুক) ও **مَعْكُوفًا** অর্থ হলো **مَحْبُوسًا** (আবদ্ধ)

১৬৭৭ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آيِنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهْلَ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَ مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الْآيَةِ .

১৪৯৩ আসবাগ (র)... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মক্কায় অবস্থিত আপনার বাড়ির কোন স্থানে অবস্থান করবেন? তিনি **عَقِيلٌ** বললেন : 'আকীল কি কোনো সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গেছে? 'আকীল এবং তালিব আবু তালিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, জাফর ও 'আলী (রা) হন নি'। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলমান। 'আকীল ও তালিব ছিল কাফির। এ জন্যই 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলতেন, মু'মিন কাফির-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। ইবন শিহাব (যুহরী) (র) বলেন, (পূর্ববর্তীগণ নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতে উক্ত বিলায়াতকে উত্তরাধিকার বলে) এই তাফসীর করতেন। আল্লাহ বলেন : যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের ওলী (উত্তরাধিকারী) হবে (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। (৮ : ৭২)।

১০০৫ **بَابُ نَزُولِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نُسِبَتِ الدُّوْرُ إِلَى عَقِيلٍ وَتَوْرَثَ الدُّوْرُ وَتَبَاعُ وَتَشْتَرَى**

১০০৫. পরিচ্ছেদ : নবী **ﷺ**-এর মক্কায় অবতরণ আবু 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, (মক্কার কোন কোন) ঘরবাড়ি 'আকীলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং ঘরবাড়িগুলোর উত্তরাধিকার হওয়া যায় আর তা বেচাকেনা করা যায়

১৬৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنَزَلْنَا غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ .

১৪৯৪ আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** (মিনা থেকে ফিরে) যখন মক্কা প্রবেশের ইচ্ছা করলেন তখন বললেন : আগামীকাল খায়ফ বনী কেনানায় (মুহাসসাবে)

ইনশাআল্লাহ আমাদের অবস্থানস্থল হবে যেখানে তারা (বনু খায়ফ ও কুরায়শগণ) কুফরীর উপর শপথ নিয়েছিল।

۱৬৭০ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى نَحْنُ نَارِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبِ وَذَلِكَ أَنْ قُرَيْشًا وَكِنَانَةُ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاجِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عَقِيلٍ وَيَحْيَى بْنِ الضُّحَّاكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

১৪৯৫ হুমাইদী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিনে মিনায় অবস্থানকালে নবী ﷺ বললেন : আমরা আগামীকাল (ইনশাআল্লাহ) খায়ফ বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীর উপরে শপথ নিয়েছিল। (রাবী বলেন) খায়ফ বনী কিনানাই হলো মুহাসসা। কুরায়শ ও কিনানা গোত্র বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিব-এর বিরুদ্ধে এই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, যে পর্যন্ত নবী ﷺ-কে তাদের হাতে সমর্পণ করবে না সে পর্যন্ত তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনা বন্ধ থাকবে। সালামা (র) 'উকাইল (র) সূত্রে এবং ইয়াহইয়া ইবন যাহ্‌হাক (র) আওয়াযী (র) সূত্রে ইবন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত এবং তাঁরা উভয়ে [সালামা ও ইয়াহইয়া (র)] বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিব বলে উল্লেখ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, বনী মুত্তালিব হওয়াই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

۱০০৬ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

১০০৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বললেন, হে আমার রব! এই (মক্কা) নগরীকে আপনি নিরাপদ করুন, আর আমাকে ও আমার সন্তানগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন হে আমার প্রতিপালক! এই সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে .... যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে... পর্যন্ত। (১৪ : ৩৫-৩৭)

۱০০৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ.... وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

১০০৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : পবিত্র কা'বাঘর ও পবিত্র মাস আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।... আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৬ : ৯৭)

১৪৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ .

১৪৭৬ 'আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

১৪৭৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَشْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرَفِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ .

১৪৭৭ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র এবং মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মুসলিমগণ 'আশুরার সাওম পালন করতেন। সে দিনই কা'বাঘর (গিলাফে) আবৃত করা হতো। তারপর আল্লাহ যখন রমযানের সাওম ফরয করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : 'আশুরার সাওম যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিবে।

১৪৭৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتَبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيُحْجَنَّ الْبَيْتُ وَلِيُعْتَمَرَ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تَابِعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحْجَّ الْبَيْتُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ قَتَادَةَ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ اللَّهِ أَبَا سَعِيدٍ .

১৪৭৮ আহমদ ইবন হাফস (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়ার পরও বায়তুল্লাহর হজ্জ ও 'উমরা পালিত হবে। আবান ও 'ইমরান (র) কাতাদা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'হাজ্জাজ ইবন হাজ্জাজের অনুসরণ করেছেন। 'আবদুর রাহমান (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। প্রথম রিওয়াযাতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। আবু 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, কাতাদা (র) রিওয়াযাতটি 'আবদুল্লাহ (র) থেকে এবং 'আবদুল্লাহ (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে শুনেছেন।

## ১০০৮. بَابُ كِسْفَةِ الْكَعْبَةِ

১০০৮. পরিচ্ছেদ : কা'বা ঘরের গিলাফ পরানো

۱৪৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحَدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ ، قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا قَالَ هُمَا الْمَرَأَانِ اقْتَدَيْ بِهُمَا .

১৪৯৯ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব এবং কাবীসা (র)... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বার সামনে আমি শায়বার সাথে কুরসীতে বসলাম। তখন তিনি বললেন, 'উমর (রা) এখানে বসেই বলেছিলেন, আমি কা'বা ঘরে রক্ষিত সোনা ও রূপা বন্টন করে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। (শায়বা বলেন) আমি বললাম, আপনার উভয় সঙ্গী [রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাকর (রা)] তো এরূপ করেন নি। তিনি বললেন, তাঁরা এমন দু' ব্যক্তিত্ব যাঁদের অনুসরণ আমি করব।

১০০৯. ۱۰۰۹ بَابُ هَذِمِ الْكَعْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَيُخَسَفُ بِهِم ۱০০৯. পরিচ্ছেদ : কা'বাঘর ধ্বংস করে দেওয়া। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : একটি সেনাদল কা'বা আক্রমণ করবে, কিন্তু তাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে

۱৫০০ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانِي بِهِ أَسْوَدُ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا .

১৫০০ 'আমর ইবন 'আলী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বাঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূল উৎপাটন করে দিচ্ছে।

১৫০১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرَبُ الْكَعْبَةُ نَوَ السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ .

১৫০১ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

১০১০. ۱۰۱۰ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

১০১০. পরিচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে আলোচনা

১৫০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْصُرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقْبِلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

[১৫০২] মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)... ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

### ১০১১. بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

১০১১. পরিচ্ছেদ : কা‘বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং কা‘বাঘরের ভিতর যে কোণে ইচ্ছা সালাত আদায় করা

[১৫০৩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينَ .

[১৫০৩] কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এবং উসামা ইব্ন যায়দ, বিলাল ও ‘উসমান ইব্ন তালহা (রা) বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন খুলে দিলেন তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা‘বার ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়ামানের দিকের দু’টি স্তম্ভের মাঝখানে।

### ১০১২. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكُفَّةِ

১০১২. পরিচ্ছেদ : কা‘বার ভিতরে সালাত আদায় করা

[১৫০৪] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكُفَّةَ مَشَى قِبَلَ الْوُجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظُّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

[১৫০৪] আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি কা‘বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেন, তখন দরজা পিছনে রেখে সোজা সম্মুখের দিকে চলে যেতেন, এতদূর অগ্রসর হতেন যে, বুখারী শরীফ (৩)—১৪



সম্মুখের দেয়ালটি মাত্র তিন হাত পরিমাণ দূরে থাকতো এবং বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে সালাত আদায় করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন। অবশ্য কা'বার ভিতরে যে কোন স্থানে সালাত আদায় করতে কোন দোষ নেই।

### ১০১২. بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ

১০১৩. পরিচ্ছেদ : কা'বার ভিতরে যে প্রবেশ করেনি।

ইবন 'উমর (রা) বছবার হজ্জ করেছেন কিন্তু কা'বা ঘরে প্রবেশ করেননি

[১০.১২] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ادْخُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا.

[১৫০৫] মুসাদ্দাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা করতে গিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন ও মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে ঐ সকল সাহাবী ছিলেন যারা তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কি না-- জনৈক ব্যক্তি আবু আওফা (রা)-এর নিকট তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, না।

### ১০১৪. بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

১০১৪. পরিচ্ছেদ : কা'বা ঘরের ভিতরে চারদিকে তাকবীর বলা

[১০.১৪] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلِهَةُ فَأَمَرَبَهَا فَأَخْرَجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَا وَاللَّهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

[১৫০৬] আবু মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন (মক্কা) এলেন, তখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা কা'বাঘরের ভিতরে মূর্তি ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং মূর্তিগুলো বের করে ফেলা হল। (এক পর্যায়ে) ইব্রাহীম ও ইসমাঈল ('আ)-এর প্রতিকৃতি বের করে আনা-হয়- তাদের উভয়ের হাতে জুয়া খেলার তীর ছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : আল্লাহ! (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তারা জানে যে, ইব্রাহীম ও ইসমাঈল ('আ) তীর দিয়ে

অংশ নির্ধারণের ভাগ্য পরীক্ষা কখনো করেন নি। এরপর নবী করীম ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরের চারদিকে তাকবীর বলেন। কিন্তু ঘরের ভিতরে সালাত আদায় করেন নি।

## ১০.১০. بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمْلِ

১০১৫. পরিচ্ছেদ : রমলের সূচনা কি ভাবে হয়

[১৫.৭] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبُ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

[১৫০৭] সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে নিয়ে মক্কা আগমণ করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াসরিব-এর (মদীনার) জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে (এ কথা শুনে) নবী করীম ﷺ সাহাবাগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে 'রমল' করতে (উভয় কাঁধ হেলেদুলে জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবাদের প্রতি দয়াবশত সব কয়টি চক্রে রমল করতে আদেশ করেন নি।

## ১০.১১. بَابُ اسْتِئْذَانِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

১০১৬. পরিচ্ছেদ : মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হজ্জের আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুষন ও স্পর্শ) করা এবং তিন চক্রে রমল করা

[১৫.৮] حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطُوفٍ مِنَ السَّبْعِ .

[১৫০৮] আসবাগ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হজ্জের আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুষন, স্পর্শ) করতে এবং সাত চকরের মধ্যে প্রথম তিন চক্রে রমল করতে দেখেছি।

## ১০.১২. بَابُ الرَّمْلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

১০১৭. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফে) রমল করা

[১৫.৯] حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا قُلَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

[১৫০৯] মুহাম্মদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হজ্জ এবং 'উমরার তাওয়াফে (প্রথম) তিন চক্রে রমল করেছেন, অবশিষ্ট চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলেছেন। লাইস (র) হাদীস বর্ণনায় সুরাইজ ইবন নু'মান (র)-এর অনুসরণ করে বলেন, কাসীর ইবন ফারকাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১৫১০] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمْتُهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَحِبُّ أَنْ نَتْرُكُهُ .

[১৫১০] সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র)... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমায় চুষন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুষন করতাম না। এরপর তিনি চুষন করলেন। পরে বললেন, আমাদের রমল করার উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা তো রমল করে মুশরিকদেরকে আমাদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলাম। আল্লাহ এখন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বললেন, যেহেতু এই (রমল) কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, তাই তা পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না।

[১৫১১] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِسِتْلَامِهِ .

[১৫১১] মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু'টি রুকন ইসতিলাম করতে দেখেছি, তখন থেকে ভীড় থাকুক বা নাই থাকুক কোন অবস্থাতেই এ দু'-এর ইসতিলাম করা বাদ দেইনি। [রাবী 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন] আমি নাফি'কে (র) জিজ্ঞাসা করলাম, ইবন 'উমর (রা) কি ঐ দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, সহজে ইস্তিলাম করার উদ্দেশ্যে তিনি (এতদূরত্বের মাঝে) স্বাভাবিকভাবে চলতেন।

## ১০১৮. بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمَحْجَنِ

১০১৮. পরিচ্ছেদ : ছড়ির মাধ্যমে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা

[১০১৮] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنِ تَابَعَهُ الدَّرَّاءُ وَرَدِي عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ .

[১০১৮] আহমদ ইবন সালিহ ও ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম ﷺ উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় ছড়ির মাধ্যমে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করেন। দারাতুল-ইয়াসিন (র) হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (র)-এর অনুসরণ করে ইবন আব্বাস-যুহরী (র) সূত্রে তার চাচা (যুহরী) (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

১০১৯. بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَا تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ بِمُحْجَرٍ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ

১০১৯. পরিচ্ছেদ : যে কেবল দুই ইয়ামানী রুকনকে ইস্তিলাম করে। মুহাম্মদ ইবন বকর (র)... আবুশ-শা'সা (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কে আছে বায়তুল্লাহর কোন অংশ (কোন রুকনের ইস্তিলাম) ছেড়ে দেয়; মু'আবিয়া (রা) (চার) রুকনের ইস্তিলাম করতেন। ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ইয়ামানী দু'রুকন-এর ইস্তিলাম করি না। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন অংশই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) সব কয়টি রুকন ইস্তিলাম করতেন।

[১০১৯] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ .

[১০১৯] আবুল ওলীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে কেবল ইয়ামানী দু'রুকনকে ইস্তিলাম করতে দেখেছি।

## ১০২০. بَابُ تَقْيِيلِ الْحَجَرِ

১০২০. পরিচ্ছেদ : হজরে আসওয়াদ চুষন করা

[১০২০] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

[১৫১৪] আহমদ ইবন সিনান (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর ইবন খাতাব (রা)-কে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি। আর তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুম্বন করতাম না।

[১৫১৫] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ وَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ زُمِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرِيرِيُّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ كُوفِيٍّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبٍ بَصْرِيٌّ .

[১৫১৫] মুসাদ্দাদ (র)... যুবাইর ইবন 'আরাবী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ইবন 'উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। সে ব্যক্তি বলল, যদি ভীড়ে আটকে যাই বা অপারগ হই তাহলে (চুম্বন করা, না করা সম্পর্কে) আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, আপনার অভিমত কি? এ কথাটি ইয়ামনে রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ফেরেরী (র) বলেন, আমি আবু জা'ফর (র)-এর কিতাবে পেয়েছি তিনি বলেছেন, আবু 'আবদুল্লাহ যুবাইর ইবন 'আদী (র) তিনি হলেন কুফী আর যুবাইর ইবন 'আরাবী (র) তিনি হলেন বসরী।

## ১০২১. بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

১০২১. পরিচ্ছেদ : হজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তার দিকে ইশারা করা

[১৫১৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشِئٍ .

[১৫১৬] মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উটের পিঠে (আরোহণ করে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছু দিয়ে তার প্রতি ইশারা করতেন।

## ১০২২. بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

১০২২. পরিচ্ছেদ : হজরে আসওয়াদ-এর কাছে তাকবীর বলা

[১৫১৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كَلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْئٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ .

[১৫১৭] মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছু দ্বারা তার দিকে ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন। ইব্রাহীম ইবন তাহমান (র) খালিদ হাযযা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় খালিদ ইবন 'আবদুল্লাহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১০২৩. **বَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا**  
১০২৩. পরিচ্ছেদ : মক্কায় উপনীত হয়ে বাড়ি ফিরার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা। তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সাফার দিকে (সা'য়ী করতে) যাওয়া

[১০১৮] حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَّافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .

[১৫১৮] আসবাগ (র)... 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযু করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। (রাবী) 'উরওয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই তাওয়াফটি 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। (তিনি আরো বলেন) তারপর আবু বকর ও 'উমর (রা) অনুরূপভাবে হজ্জ করেছেন। এরপর আমার পিতা যুবাইর (রা)-এর সাথে আমি হজ্জ করেছি তাতেও দেখেছি যে, সর্বপ্রথম তিনি তাওয়াফ করেছেন। এরপর মুহাজির, আনসার সকল সাহাবা (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আমার মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন এবং যুবাইর ও অমুক অমুক ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বেঁধেছেন, যখন তাঁরা তাওয়াফ সমাধা করেছেন, হালাল হয়ে গেছেন।

[১০১৭] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

[১৫১৯] ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায়

উপনীত হয়ে হজ্জ বা ‘উমরা উভয় অবস্থায় সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্রে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্রে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন। তাওয়াফ শেষে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সা‘য়ী করতেন।

১৫২০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫২০ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহ পৌছে প্রথম তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্রে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন। সাফা ও মারওয়ায় সা‘য়ী করার সময় উভয় টিলার মধ্যবর্তী নিচু স্থানটুকু দ্রুতগতিতে চলতেন।

১০২৪ بَابُ طَوَّافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَّافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبْعَدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يَخَالِطُهُنَّ الرِّجَالُ، قَالَ لَمْ يَكُنْ يَخَالِطُهُنَّ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تَخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ أَنْطَلِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ أَنْطَلِقِي عَنْكَ وَأَبْتَ يَخْرُجْنَ مُتَتَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطْفَنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قَمْنٌ يَدْخُلْنَ وَأَخْرَجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ أَتَى عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِدَةٌ فِي جَوْفِ بُيُوتٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُورَدًا

১০২৪. পরিচ্ছেদ ৪ পুরুষের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ করা। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] আমাকে ‘আমর ইবন ‘আলী (র)..... থেকে ইবন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে ‘আতা (র) বলেছেন, ইবন হিশাম (র) যখন মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন, তখন ‘আতা (র) তাঁকে বললেন, আপনি তাদের কি করে নিষেধ করেছেন, অথচ নবী সহধর্মিণীগণ পুরুষদের সঙ্গে তাওয়াফ করেছেন? [ইবন জুরাইজ (র) বলেন] আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তা কি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে, না পূর্বে? তিনি [‘আতা (র)] বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম, আমি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের কথাই বলছি। আমি জানতে চাইলাম পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিলে কিভাবে তাওয়াফ করতেন? তিনি বললেন, পুরুষগণ মহিলাগণের সাথে মিশে তাওয়াফ করতেন না।

‘আয়িশা (রা) বরং পুরুষদের পাশ কাটিয়ে তাওয়াফ করতেন, তাদের মাঝে মিশে যেতেন না। এক মহিলা ‘আয়িশা (রা)-কে বললেন, চলুন, হে উম্মুল মু‘মিনীন! আমরা তওয়াফ করে আসি। তিনি বললেন, “তোমার মনে চাইলে তুমি যাও” আর তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রাতের বেলা পর্দা করে বের হয়ে (সম্পূর্ণ না মিশে) পুরুষদের পাশাপাশি থেকে তওয়াফ করতেন। উম্মুল মু‘মিনীনগণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে সকল পুরুষ বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন। ‘আতা (র) বলেন, ‘উবাইদ ইব্ন ‘উমাইর এবং আমি ‘আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন “সবীর” পর্বতে অবস্থান করছিলেন। [ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন] আমি বললাম, তখন তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? ‘আতা (র) বললেন, তখন তিনি পর্দা ঝুলান তুর্কী তাঁবুতে ছিলেন, এ ছাড়া তাঁর ও আমাদের মাঝে অন্য কোন কিছু ছিল না। (অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ায়) আমি তাঁর গায়ে গোলাপী রং-এর চাদর দেখতে পেলাম।

[১৫২১] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورَ وَكِتَابَ مُسْطُورٍ .

[১৫২২] ইসমা‘ঈল (র)... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন : বাহনে আরোহণ করে মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। আমি মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা’বা ঘরের পার্শ্বে সালাত আদায় করছিলেন এবং এতে তিনি وَالطُّورَ وَكِتَابَ مُسْطُورٍ এই (সূরাটি) তিলাওয়াত করেছিলেন।

## ১০২৫. بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

১০২৫. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফ করার সময় কথা বলা

[১৫২২] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَالُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ بَيَّدَهُ .

[১৫২২] ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র)... ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে চামড়ার ফিতা বা সূতা অথবা অন্য কিছু দ্বারা আপন হাত অপর এক ব্যক্তির সাথে বেঁধে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ নিজ হাতে তার বাঁধন ছিন্ন করে দিয়ে বললেন : হাত ধরে টেনে নাও।



## ১০২৬. بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكَرُّهُ فِي الطَّوَافِ قَطْعُهُ

১০২৬. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় রজু দিয়ে কাউকে টানতে দেখলে বা অশোভনীয় কোন কিছু দেখলে তা থেকে বাধা দিবে

১০২৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ .

১০২৬ আবু 'আসিম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখতে পেলেন এ অবস্থায় যে, চাবুকের ফিতা বা অন্য কিছু দিয়ে (তাকে টেনে নেওয়া হচ্ছে)। তখন তিনি তা ছিন্ন করে দিলেন।

## ১০২৭. بَابُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

১০২৭. পরিচ্ছেদ : বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না এবং কোন মুশরিক হজ্জ করবে না

১০২৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤْذَنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

১০২৭ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন, সে হজ্জে কুরবানীর দিন [আবু বকর (রা)] আমাকে একদল লোকের সঙ্গে পাঠালেন, যারা লোকদের কাছে ঘোষণা করবে যে, এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করবে না এবং বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

১০২৮. بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فَيَمْنُ يَطُوفُ فَتَقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قَطَعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِي وَيَذْكُرُ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

১০২৮. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফ শুরু করার পর থেমে গেলে। 'আতা (র) বলেন, কেউ তাওয়াফ করার সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হলে অথবা কাউকে তার স্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া হলে সালামের পর ঐ স্থান থেকে তাওয়াফ আবার শুরু করবে যেখান থেকে তা বন্ধ হয়েছিল। ইবন 'উমর ও 'আবদুর রাহমান ইবন আবু বকর (রা) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে

১০২৭. **بَابُ طَافِ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْبُوعِهِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سَبْعٍ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنْ عَطَاءٌ يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَتِي الطَّوَافِ فَقَالَ السَّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعُونَ قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ**

১০২৯. পরিচ্ছেদ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের সাত চক্র পূর্ণ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। নافع (র) বলেন, ইবন 'উমর (রা) প্রতি সাত চক্র শেষে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। ইসমা'ঈল ইবন উমাইয়া (র) বলেন, আমি যুহরীকে বললাম, 'আতা (র) বলেন, তাওয়াফের দু' রাক'আতের ক্ষেত্রে ফরয সালাত আদায় করে নিলে তা যথেষ্ট হবে। তখন যুহরী (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অবলম্বন করাই উত্তম, যতবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাওয়াফের) সাত চক্র পূর্ণ করেছেন, ততবার তার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন

১০২৮. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَالْنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالنِّسَاءِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرُبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .**

১০২৯. কুতায়বা (র)... 'আমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উমরাকারীর জন্য সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্রে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন, তারপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন। এরপর ইবন 'উমর (রা) তিলাওয়াত করেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (রাবী) 'আমর (র) বলেন, আমি জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়।

১০৩০. **بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطْفِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ**

১০৩০. পরিচ্ছেদ : প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)-এর পর 'আরাফায় গিয়ে তথা হতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী না হওয়া (তাওয়াফ না করা)

১০৩১. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ**

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ .

[১৫২৬] মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্রে তাওয়াফ করে, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন, এরপর (প্রথম) তাওয়াফের পরে 'আরাফা থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হন নি (তাওয়াফ করেন নি)।

১০২১. পরিচ্ছেদ : ১০২১. **بَابُ مَنْ صَلَّى الطَّوَّافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ**  
১০৩১. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের দু'রাক 'আত সালাত মাসজিদুল হারামের বাইরে আদায় করা 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)] দু'রাক 'আত সালাত হারাম সীমানার বাইরে আদায় করেছেন

[১৫২৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُروَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى ابْنُ زَكَرِيَاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُروَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَارَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَارَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ لِلصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَعَلْتَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتَ .

[১৫২৭] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালাম, অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবন হারব (র)... নবী সহধর্মিণী উম্ম সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে প্রস্থান করার ইচ্ছা করলে উম্ম সালামা (রা)-ও মক্কা ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, অথচ তিনি (অসুস্থতার কারণে) তখনও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারেন নি। (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তখন তাঁকে বললেন : যখন ফজরের সালাতের ইকামত দেওয়া হবে আর লোকেরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তখন তোমার উটে আরোহণ করে তুমি তাওয়াফ আদায় করে নিবে। তিনি তাই করলেন। এরপর (তাওয়াফের) সালাত আদায় করার পূর্বেই মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

১০২২. পরিচ্ছেদ : ১০২২. **بَابُ مَنْ صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ**  
১০৩২. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের দু'রাক 'আত সালাত মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে আদায় করা

[১৫২৮] حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

[১৫২৮] আদম (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্রে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সাফার দিকে বেরিয়ে গেলেন। [ইব্ন 'উমর (রা) বলেন] মহান আল্লাহ বলেছেন : “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

১০৩৩. পরিচ্ছেদ : ফজর ও 'আসর-এর (সালাতের) পর তাওয়াফ করা। ইব্ন 'উমর (রা) সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাওয়াফের দু' রাক'আত সালাত আদায় করে দিতেন। (একবার) 'উমর (রা) ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করে বাহনে আরোহণ করেন এবং তাওয়াফের দু' রাক'আত সালাত যু-তুওয়া (নামক স্থানে) পৌছে আদায় করেন

[১৫২৭] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمَذْكَرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ اتَّيَتْ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ .

[১৫২৯] হাসান ইব্ন 'উমর বাসরী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ফজরের সালাতের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল। তারপর তারা নসীহতকারীর (নসীহত শোনার জন্য) বসে গেল। অবশেষে সূর্যোদয় হলে তারা দাঁড়িয়ে (তাওয়াফের) সালাত আদায় করল। তখন 'আয়িশা (রা) বললেন, তারা বসে রইল আর যে সময়টিতে সালাত আদায় করা মাকরুহ তখন তারা সালাতে দাঁড়িয়ে গেল!

[১৫৩০] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا .

[১৫৩০] ইব্রাহীম ইব্ন মুনিযির (র)... 'আবদুল্লাহ (ইব্ন 'উমর) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

[১৫৩১] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَفِيعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَافًا .

[১৫৩১] হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুল 'আযীয ইব্ন রুফায়'ই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

‘আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করতে এবং দু’রাক‘আত (তাওয়াফের) সালাত আদায় করতে দেখেছি। ‘আবদুল ‘আযীয (র) আরও বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে ‘আসরের সালাতের পর দু’রাক‘আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ‘আযিশা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ (‘আসরের সালাতের পরের) এই দু’রাক‘আত সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না।

## ১০২৪. بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

১০৩৪. পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা

১০৩২ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كَمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ .

১৫৩২ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখন তাঁর হাতের বস্তু (লাঠি) দিয়ে তার দিকে ইশারা করতেন ও তাকবীর বলতেন।

১০৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي اشْتَكَيْتُ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطَّوْرِ وَكِتَابٍ مُسْطُورٍ .

১৫৩৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন : তুমি সাওয়ার হয়ে লোকদের পিছন দিক দিয়ে তাওয়াফ করে নাও। তাই আমি তাওয়াফ করছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কা‘বার পাশে সালাত আদায় করছিলেন ও সূরা الطَّوْرِ وَكِتَابٍ مُسْطُورٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

## ১০২৫. بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

১০৩৫. পরিচ্ছেদ : হাজীদের পানি পান করানো

১০৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِيَأْتِيَ مِنِّي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ .

১৫৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

১৫৩৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السَّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ ااعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تَغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَغْنَى عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ .

১৫৩৫ ইসহাক ইব্ন শাহীন (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করার স্থানে এসে পানি চাইলেন, 'আব্বাস (রা) বললেন, হে ফাযল! তোমার মার নিকট যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তার নিকট থেকে পানীয় নিয়ে এস। নবী করীম ﷺ বললেন : এখান থেকেই পান করান। 'আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা এই পানিতে হাত রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এখান থেকেই দিন এবং এই পানি থেকেই পান করলেন। এরপর যমযম কূপের নিকট এলেন। লোকেরা পানি তুলে (হাজীদের) পান করাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন : তোমরা কাজ করে যাও। তোমরা নেক কাজে রত আছ। এরপর তিনি বললেন : তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এ আশঙ্কা না থাকলে আমি নিজেই নেমে (বালতির) রজ্জু এখানে নিতাম; এ বলে তিনি আপন কাঁধের প্রতি ইশারা করেন।

১০৩৬ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ فَرَجٌ سَقَفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعْتَلًى حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَعَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَفَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ جِبْرِيلُ لِحَاظِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ

১০৩৬. পরিচ্ছেদ : যমযম প্রসঙ্গ। 'আবদান (র)... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি মক্কায় অবস্থানকালে ঘরের ছাদ ফাঁক করা হল এবং জিব্রাইল ('আ) অবতরণ করলেন। এরপর তিনি আমার বক্ষ বিদারণ করলেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধুলেন এরপর ঈমান ও হিক্মতে পরিপূর্ণ একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে এলেন এবং তা আমার বুকে ঢেলে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে গেলেন এবং জিবরাঈল ('আ) এই আসমানের

তত্ত্বাবধানকারী ফিরিশ্তাকে বললেন, (দরজা) খোল। তিনি বললেন কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাইল

১৫৩৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ.

১৫৩৬ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যমযমের পানি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। (রাবী) 'আসিম বলেন, 'ইকরিমা (রা) হলফ করে বলেছেন, নবী করীম (সা) তখন উটের পিঠে আরোহী অবস্থায়ই ছিলেন।

## ১০২৭. بَابُ طَوَافِ الْقَابِزِ

১০৩৭. পরিচ্ছেদ : হজ্জে কিরানকারীর তাওয়াফ

১৫৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجًّا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَانْمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫৩৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যার সাথে হাদী-এর জানোয়ার আছে সে যেন হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে নেয়। তারপর উভয় কাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত সে হালাল হবে না। আমি মক্কায় উপনীত হয়ে ঋতুবতী হলাম। যখন আমরা হজ্জ সমাপ্ত করলাম, তখন নবী করীম (সা) 'আবদুর রাহমান (রা)-এর সঙ্গে আমাকে তান'ঈম প্রেরণ করলেন। এরপর আমি 'উমরা পালন করলাম। নবী করীম (সা) বললেন : এ হলো তোমার পূর্ববর্তী (অসমাপ্ত) 'উমরার স্থলবর্তী। ঐ হজ্জের সময় যাঁরা (কেবল) 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন, তাঁরা তাওয়াফ করে হালাল হয়ে গেলেন। এরপর তাঁরা মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন। আর যাঁরা একসাথে 'উমরা ও হজ্জের নিয়ত করেছিলেন, তাঁরা একবার তাওয়াফ করলেন।

১৫৩৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهَرَهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ

الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كَفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحِلُّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ  
كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي  
حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا .

**১৫৩৮** ইয়া'ক্বব ইব্ন ইব্রাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর ছেলে  
'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ-এর নিকট গেলেন, যখন তাঁর (হজ্জ যাত্রার) বাহন প্রস্তুত, তখন তাঁর ছেলে  
বললেন, আমার আশঙ্কা হয়— এ বছর মানুষের মধ্যে লড়াই হবে, তারা আপনাকে কা'বায় যেতে বাধা দিবে।  
কাজেই এবার নিবৃত্ত হওয়াটাই উত্তম। তখন ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার রওনা  
হয়েছিলেন, কুরায়শ কাফিররা তাঁকে বায়তুল্লাহয় যেতে বাধা দিয়েছিল। আমাকেও যদি বায়তুল্লাহয় বাধা দেওয়া  
হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছিলেন, আমিও তাই করব। কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর  
রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'উমরার সাথে হজ্জ-এর  
সংকল্প করছি। (রাবী) নাফি' (র) বলেন, তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে উভয়টির জন্য মাত্র একটি তাওয়াফ  
করলেন।

**১৫৩৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ  
الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بَيْنَهُمْ قِتَالًا وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا  
كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدًا أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى  
هَدِيًّا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصِرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ  
النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

**১৫৩৯** কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ 'আবদুল্লাহ  
ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসেন, ঐ বছর ইব্ন 'উমর (রা) হজ্জের এরাদা করেন।  
তখন তাঁকে বলা হলো, (বিবদমান দু' দল) মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে,  
আপনাকে তারা বাধা দিবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ  
রয়েছে। কাজেই এমন কিছু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী  
রেখে বলছি যে, আমি 'উমরার সংকল্প করলাম। এরপর তিনি বের হলেন এবং বায়দার উঁচু অঞ্চলে পৌছার পর  
তিনি বললেন, হজ্জ ও 'উমরার বিধান একই, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'উমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়্যাত  
করলাম এবং তিনি কুদায়দ থেকে ক্রয় করা একটি হাদী পাঠালেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেন নি। এরপর তিনি  
বুখারী শরীফ (৩)—১৬



কুরবানী করেন নি এবং ইহরামও ত্যাগ করেন নি এবং মাথা মুগুন বা চুল ছাটা কোনটাই করেন নি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন, মাথা মুগলেন। তাঁর অভিমত হলো, প্রথম তাওয়াফ-এর মাধ্যমেই তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের তাওয়াফ সেরে নিয়েছেন। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছেন।

## ১০২৮. بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وَضُوءٍ

১০৩৮. পরিচ্ছেদ : উযুসহ তাওয়াফ করা

১৫৫০ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ ثُمَّ آخِرَ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمَرَةَ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ فِي أَقْدَامِهِمِ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَاتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدُئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ أَنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ ، وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمَرَةَ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .

১৫৪০ আহমদ ইব্ন 'ঈসা (র)... মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রাহমান ইব্ন নাওফাল কুরাশী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র)-কে নবী করীম ﷺ-এর হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-এর হজ্জ-এর বিষয়টি 'আয়িশা (রা) আমাকে এইরূপে বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযু করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তা 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। পরে আবু বকর (রা) হজ্জ করেছেন, তিনিও হজ্জের প্রথম কাজ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতেন, তা 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। তাঁরপর 'উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন। এরপর 'উসমান (রা) হজ্জ করেন। আমি তাঁকেও (হজ্জের কাজ) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতে দেখেছি, তাঁর এই তাওয়াফও 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। মু'আবিয়া এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) (অনুরূপ করেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবাইর ইব্ন 'আওয়াম (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ করলাম। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ থেকেই শুরু করেন, আর তাঁর এ তাওয়াফ 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রা)-কে আমি এরূপ করতে দেখেছি। তাদের সে তাওয়াফও 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। সবশেষে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-কেও অনুরূপ

করতে দেখেছি। তিনিও সে তাওয়াফ 'উমরার তাওয়াফ হিসাবে করেন নি। ইবন 'উমর (রা) তো তাঁদের নিকটেই আছেন তাঁর কাছে জেনে নিন না কেন? সাহাবীগণের মধ্যে যারা অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের কেউই মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাধা করার পূর্বে অন্য কোন কাজ করতেন না এবং তাওয়াফ করে ইহ্রাম ভঙ্গ করতেন না। আমার মা (আসমা) ও খালা ('আয়িশা) (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ সমাধা করেন, কিন্তু তাওয়াফ করে ইহ্রাম ভঙ্গ করেন নি। আমার মা আমাকে বলেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন ['আয়িশা (রা)] ও (আমার পিতা) যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক 'উমরার নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর তাওয়াফ (ও সা'য়ী) শেষে হালাল হয়ে যান।

### ১০৩৯. بَابُ وَجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرَّةِ وَجَعْلٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

১০৩৯. পরিচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা ওয়াজিব এবং একে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে

۱۵۶۱ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، فَإِنَّ اللَّهَ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ قَالَتْ بَشَسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ هَذِهِ لَوُ كَانَتْ كَمَا أَوَّلَتْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يَسْلَمُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ فَلَمَّا اسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَطْوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يَهْلُ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ فِي الْقُرْآنِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْمَعْ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كُلِّهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .

**১৫৪১** আবুল ইয়ামান (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (অনুবাদ) সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কেউ কা'বাঘরে হজ্জ বা 'উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মাঝে যাতায়াত করলে তার কোন দোষ নেই। (২ : ১৫৮) (আমার ধারণা যে,) সাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সা'য়ী না করলে তার কোন দোষ নেই। তখন তিনি ['আয়িশা (রা)] বললেন, হে ভাতিজা! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তাই হতো, তাহলে আয়াতের শব্দবিন্যাস এভাবে হতো لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا - দু'টির মাঝে সা'য়ী না করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা-মারওয়া সা'য়ী করাকে দোষ মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করাকে দৃশ্যীয় মনে করতাম (এখন কি করবো?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ পাক الْأَيَةُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ অবতীর্ণ করেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সা'য়ী করা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারো পক্ষে এ দু'য়ের সা'য়ী পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (রাবী বলেন) এ বছর আবু বকর ইব্ন 'আবদুর রাহমান (রা)-কে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো এ কথা শুনি, তবে 'আয়িশা (রা) ব্যতীত বহু 'আলিমকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, মানাতের নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সকলেই সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করত, যখন আল্লাহ কুরআনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার আলোচনা তাতে হলো না, তখন সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতাম, এখন দেখি আল্লাহ কেবল বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন, সাফার উল্লেখ করেন নি। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলে আমাদের দোষ হবে কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ আবু বকর (রা) আরো বলেন, আমি শুনে পেয়েছি, আয়াতটি দু' প্রকার লোকদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করেছে অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ যারা জাহিলী যুগে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা হতে বিরত থাকতেন, আর যারা তৎকালে সা'য়ী করত বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সা'য়ী করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্বিধার কারণ ছিল আল্লাহ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি? অবশেষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার কথা উল্লেখ করেন।

১০৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ .

১০৪০. পরিচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, বনু 'আব্বাদ-এর বসতি হতে বনু আবু হুসাইন-এর গলি পর্যন্ত সা'য়ী করবে

১০৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ حَبًّا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَاحِمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ .

১৫৪২ মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাইদ (ইব্ন মায়মুন) (র)... ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফ-ই-কুদূমের সময় প্রথম তিন চক্রে রমল করতেন ও পরবর্তী চার চক্র স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন এবং সাফা ও মারওয়ায় মাঝে সা'য়ীর সময় বাতনে মসীলে<sup>১</sup> দ্রুত চলতেন। আমি ('উবাইদুল্লাহ) নাফি'কে বললাম, 'আবদুল্লাহ (রা)' কি রুকন ইয়ামানীতে পৌঁছে হেঁটে চলতেন? তিনি বললেন, না। তবে হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে (একটুখানি মস্থুর গতিতে চলতেন), কারণ তিনি তা চুষন না করে সরে যেতেন না।

১০৫৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَّامِيْ امْرَأَتِهِ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَفْرَبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫৪৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন 'উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি 'উমরা করতে গিয়ে শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে, আর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী না করে, তার পক্ষে কি স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে? তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ (মক্কায়) উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সাত চক্রে সমাধা করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক 'আত সালাত আদায় করলেন, এরপরে সাত চক্রে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। [এতটুকু বলে ইব্ন 'উমর (রা) বলেন] তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ান সা'য়ী করার পূর্বে কারো পক্ষে স্ত্রী সহবাস মোটেই বৈধ হবে না।

১০৫৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَا النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১. বাতনে মসীল : সাফা ও মারওয়ান মাঝে ঐ স্থান, যেখানে সে সময়ে পানি জমা হত। বর্তমানে তা দু'টি সবুজ স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

[১৫৪৪] মকী ইব্ন ইব্রাহীম (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। এরপর তিনি (ইব্ন 'উমর) তিলাওয়াত করলেন : **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

[১৫৪৫] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا .

[১৫৪৫] আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... 'আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলী যুগের নিদর্শন। অবশেষে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন : নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই হজ্জ বা 'উমরাকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা'য়ী করায় কোন দোষ নেই। (২ : ১৫৮)

[১৫৪৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَمِيعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

[১৫৪৬] 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সা'য়ীতে দ্রুত চলে ছিলেন।

১০৪১. **بَابُ تَقْضِي الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلَّمَا إِلَّا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ**

১০৪১. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী নারীর পক্ষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য সকল কার্য সম্পন্ন করা এবং বিনা উযুতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা

[১৫৪৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي .

[১৫৪৭] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় আসার পর

ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে পারিনি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন : পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সকল কাজ অপর হাজীদের ন্যায় সম্পন্ন করে নাও।

১৫৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدًى غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِيمَ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدًى فَقَالَ أَهْلُتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يَقْصِرُوا وَيَحْلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَ الْهَدًى فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرَ أَحَدُنَا يَقْطُرُ مِنًى فَبَلَغَ الْبَنِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهَدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدًى لَأَحْلَلْتُ وَحَضَّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطْفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهَّرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ .

১৫৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও খলীফা (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধেন, তাঁদের মাঝে কেবল নবী করীম ﷺ ও তালহা (রা) ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না, 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি ['আলী (রা)] বললেন, নবী করীম (সা) যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহরাম বেঁধেছি। নবী করীম ﷺ সাহাবীগণের মধ্যে যাদের নিকট কুরবানীর পশু ছিল না, তাদের ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাওয়াফ করে, চুল ছেটে অথবা মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যায়। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, (যদি হালাল হয়ে যাই তা হলে) স্ত্রীর সাথে মিলনের পরপরই আমাদের পক্ষে মিনায় যাওয়াটা কেমন হবে! তা অবগত হয়ে নবী করীম ﷺ বললেন : আমি পরে যা জানতে পেরেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে অবশ্যই ইহরাম ভঙ্গ করতাম। (হজ্জ-এর সফরে) 'আয়িশা (রা) ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ-এর অন্য সকল কাজ সম্পন্ন করে নেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ আদায় করেন, (ফিরার পথে) 'আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকলেই হজ্জ ও 'উমরা উভয়টি আদায় করে ফিরছে, আর আমি কেবল হজ্জ আদায় করে ফিরছি, তখন নবী করীম ﷺ 'আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, যেন 'আয়িশা (রা)-কে নিয়ে তান'ঈমে চলে যান, (যেখানে যেয়ে 'উমরার ইহরাম বাঁধবেন) 'আয়িশা (রা) হজ্জের পর 'উমরা আদায় করে নিলেন।

۱৫৬৭ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَ مَبْنَى خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى أَحَدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ، قَالَ لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمْتُ أُمُّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْتُهَا أَوْقَالَتْ سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْعَا إِلَّا قَالَتْ بَيِّبًا فَقُلْتُ أَسْمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بَيِّبًا فَقَالَتْ لِتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى، فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ أَوْلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

১৫৪৬ মু'আম্মাল ইবন হিশাম (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের যুবতীদেরকে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনু খালীফা-এর দুর্গে এলেন। তিনি স্বর্ণনা করেন যে, তাঁর বোন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবীর সহধর্মিণী ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, (সেগুলোর মধ্যে) ছয়টি যুদ্ধে আমার বোনও স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বোন বলেন, আমরা আহত যোদ্ধা ও অসুস্থ সৈনিকদের সেবা করতাম। আমার বোন নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের মধ্যে যার (শরীর উত্তমরূপে আবৃত করার মত) চাদর নেই, সে বের না হলে অন্যায় হবে কি? নবী ﷺ বললেন : তোমাদের একজন অপরজনকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাদরটি দিয়ে দেওয়া উচিত এবং কল্যাণমূলক কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় বের হওয়া উচিত। উম্মু 'আতিয়া (রা) আসলে এ বিষয়ে তাঁর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বَيِّبًا (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমার পিতা উৎসর্গ হউন) ব্যতীত কখনও উচ্চারণ করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার পিতা উৎসর্গ হউন। তিনি বললেন : যুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরও বের হওয়া উচিত। অথবা বললেন : পর্দানশীন যুবতী ও ঋতুবতীদেরও বের হওয়া উচিত। তারা কল্যাণমূলক কাজে এবং মুসলমানদের দু'আয় যথাস্থানে উপস্থিত হবে। তবে ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতের স্থানে উপস্থিত হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতী মহিলাও কি? তিনি বললেন : (কেন উপস্থিত হবে না?) তারা কি 'আরাফার ময়দানে এবং অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

۱۰۴۲ بَابُ الْإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكْرِ وَالْحَاجِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَنَى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَابِرِ أَيْلَبِي بِالْحَجِّ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْبِي يَوْمَ التَّوْبَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمَ التَّوْبَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ

لَبَيْنَا بِالْحَجِّ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلُ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تَهْلُ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَمْ أَرِ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى تَتَّبِعَتْ بِهِ رَأِحَتُهُ

১০৪২. পরিচ্ছেদ : মক্কার অধিবাসী এবং হজ্জ (তামাত্তু) আদায়কারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান বাতহা ও এ ছাড়া অন্যান্য স্থান অর্থাৎ মক্কার সমস্ত ভূমি, যখন তারা মিনার দিকে রওয়ানা করবে মক্কা অবস্থানকারী কি হজ্জের (ইহরামের জন্য) তালবিয়া পাঠ করবে? ‘আতা (র)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইব্ন ‘উমর (রা) তারবিয়ার দিন (যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে) যুহরের সালাত শেষে সওয়ারীতে আরোহণ করে তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করতেন। ‘আবদুল মালিক (র), ‘আতা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সংগে মক্কা এসে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত বিনা ইহরামে অবস্থান করি এবং মক্কা নগরীকে পিছনে রেখে যাওয়ার সময় আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছিলাম। আবু যুবাইর (র) জাবির (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা বাতহায় ইহরাম বাঁধি। ‘উবাইদ ইব্ন জুরাইজ (র) ইব্ন ‘উমর (রা)-কে বললেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেই লোকেরা ইহরাম বাঁধতেন, কিন্তু আপনাকে দেখেছি মক্কা অবস্থান করেও যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন নি! তিনি বললেন, নবী ﷺ-কে নিয়ে যতক্ষণ না সওয়ারী উঠে দাঁড়াতো ততক্ষণ তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে দেখিনি

### ১০৪৩. بَابُ أَيْنَ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

১০৪৩. পরিচ্ছেদ : যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হাজী কোথায় যুহরের সালাত আদায় করবে?

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنَى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرُ يَوْمَ النَّفَرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ .

১৫৫০ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন রুফাইয় (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ সম্পর্কে আপনি যা উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন তার কিছুটা বলুন। বলুন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ যুহর ও ‘আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করতেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, মিনা থেকে ফিরার দিন ‘আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মুহাস্সাবে। এরপর আনাস (রা) বললেন, তোমাদের আমীরগণ যেক্রপ করবে, তোমরাও অনুরূপ কর।

বুখারী শরীফ (৩)—১৭



১৫৫১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَقِيتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مِثْنَى يَوْمَ التَّوْبَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرُ قَالَ أَنْظِرْ حَيْثُ يُصَلِّي أَمْرَاؤُكَ فَصَلَّ .

১৫৫১ ‘আলী ও ইসমাঈল ইবন আবান (র)... ‘আবদুল ‘আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ মিনার দিকে বের হলাম, তখন আনাস (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করি, তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দিনে নবী ﷺ কোথায় যুহরের সালাত আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি লক্ষ্য রাখবে যেখানে তোমার আমীরগণ সালাত আদায় করবে, তুমিও সেখানেই সালাত আদায় করবে।

## ১০৬৬ بَابُ الصَّلَاةِ بِمِثْنَى

১০৪৪. পরিচ্ছেদ : মিনায় সালাত আদায় করা

১৫৫২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ .

১৫৫২ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করেছেন এবং আবু বকর, ‘উমর (রা)-ও। আর ‘উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগেও দু’ রাক‘আত আদায় করেছেন।

১৫৫৩ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمَنَهُ بِمِثْنَى رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৩ আদম (র)... হারিসা ইবন ওয়াহ্ব খুযা‘য (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে মিনাতে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশী ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।

১৫৫৬ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১৫৫৪ কাবীসা ইবন ‘উকবা (র)... ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মিনায়) নবী ﷺ -এর সাথে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করেছি। আবু বাকর-এর সাথে দু’ রাক‘আত এবং ‘উমর-এর সাথে দু’ রাক‘আত আদায় করেছি। এরপর তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে [অর্থাৎ ‘উসমান (রা)-এর সময় থেকে চার রাক‘আত সালাত আদায় করা শুরু হয়েছে] হায়! যদি চার রাক‘আতের পরিবর্তে মকবুল দু’ রাক‘আতই আমার ভাগ্যে জুটত!

## ১০৪৫. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১০৪৫. পরিচ্ছেদ : ‘আরাফার দিনে সাওম

১০৫০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فُشِرَ بِهِ .

১০৫৫ ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র)... উম্মু ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সাওমের ব্যাপারে লোকজন সন্দেহ করতে লাগলেন। তাই আমি নবী ﷺ-এর নিকট শরবত পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা পান করলেন।

## ১০৪৬. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ

১০৪৬. পরিচ্ছেদ : সকালে মিনা থেকে ‘আরাফা যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা

১০৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ التَّقْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ مِنَّا الْمَهْلُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

১০৫৬ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ আশ-শামী (র)... মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে সকাল বেলায় মিনা থেকে ‘আরাফার দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে থেকে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়া পড়তে চাইত তারা পড়ত, তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং যারা তাকবীর পড়তে চাইত তারা তাকবীর পড়ত, এতেও বাধা দেয়া হতো না।

## ১০৪৭. بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرُّوْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

১০৪৭. পরিচ্ছেদ : ‘আরাফার দিনে দুপুরে (উকুফের স্থানে) যাওয়া

১০৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يَخَالَفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَآتَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مَعْصُفَرَةٌ فَقَالَ مَالِكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرُّوْحُ أَنْ كُنْتُ تُرِيدُ السَّنَةَ قَالَ هَذِهِ السَّاعَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرَجَ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ أَنْ كُنْتُ تُرِيدُ السَّنَةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ

اللَّهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ .

[১৫৫৭] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ আশ-শামী (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খলীফা) ‘আবদুল মালিক (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে ইব্ন ‘উমরের বিরোধিতা করবে না। ‘আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পর ইব্ন ‘উমর (রা) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর (ইব্ন ‘উমরের) সাথেই ছিলাম, হাজ্জাজ হলুদ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার, হে আবু ‘আবদুর রাহমান? ইব্ন ‘উমর (রা) বললেন, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তা হলে চল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন, সামান্য অবকাশ দিন, মাথায় পানি ঢেলে বের হয়ে আসি। তখন তিনি তার সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর হাজ্জাজ চলতে লাগলেন, আমি ও আমার পিতার মাঝে তিনি চললেন, আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তা হলে খুত্বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং উকুফে জলদি করবেন। হাজ্জাজ ‘আবদুল্লাহর দিকে তাকাতে লাগলেন। ‘আবদুল্লাহ (রা) যখন তাঁকে দেখলেন তখন বললেন, সে ঠিকই বলেছে।

#### ১০৬৪. بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

১০৪৮. পরিচ্ছেদ : ‘আরাফায় সওয়ারীর উপর ওকুফ করা

[১৫৫৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أَنَسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ .

[১৫৫৮] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... উম্মু ফাযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে ‘আরাফার দিনে নবী করীম ﷺ-এর সাওম সম্পর্কে মতভেদ করছিলেন। কেউ বলছিলেন তিনি সাইয়িম আবার কেউ বলছিলেন তিনি সাইয়িম নন। তারপর আমি তাঁর কাছে এক পিয়াল দূধ পাঠিয়ে দিলাম, তিনি তখন উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তা পান করে নিলেন।

১০৬৯. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يَوْسُفَ عَامَ نَزْلِ بَابِ الرُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَةَ فَهَجِرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّنَةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ

১০৪৯. পরিচ্ছেদ : ‘আরাফায় দু’সালাত একসাথে আদায় করা

ইবন ‘উমর (রা) ইমামের সাথে সালাত আদায় করতে না পারলে উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। লায়স (র)... সালিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে বছর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সে বছর তিনি ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আরাফার দিনে ওকুফের সময় আমরা কিরূপে কাজ করব? সালিম (র) বললেন, আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে ‘আরাফার দিনে দুপুরে সালাত আদায় করবেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) বলেন, সালিম ঠিক বলেছে। সুন্নাত মুতাবিক সাহাবীগণ যুহর ও ‘আসর এক সাথেই আদায় করতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করবে?

১০৫০. ۱۰۵۰. بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

১০৫০. পরিচ্ছেদ : ‘আরাফার খুত্বা সংক্ষিপ্ত করা

۱۵۵۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتْ أَوْ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرِّوَا حَ فَقَالَ الْآنَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنْظِرْنِي أَفِضْ عَلَيَّ مَاءً فَزَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ لَوْ كُنْتُ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَةَ الْيَوْمَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

১৫৫৯ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... সালিম ইবন ‘আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, (খলীফা) ‘আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন হজ্জের ব্যাপারে ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)-কে অনুসরণ করেন। যখন ‘আরাফার দিন হল, তখন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইবন ‘উমর (র) আসলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর তাঁবুর কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাকলেন, ও কোথায়? হাজ্জাজ বেরিয়ে আসলেন। ইবন ‘উমর (রা) বললেন, চল। হাজ্জাজ বললেন, এখনই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দিন, আমি গায়ে একটু পানি ঢেলে নিই। তখন ইবন ‘উমর (রা) তাঁর সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি আমার ও আমার পিতার মাঝে থেকে চলতে লাগলেন। আমি বললাম, আজ আপনি যদি সঠিকভাবে সুন্নাত মুতাবিক কাজ করতে চান তাহলে খুত্বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং ওকুফে জলদি করবেন। ইবন ‘উমর (রা) বললেন, সে (সালিম) ঠিকই বলেছে।

১০৫১. **بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُزَادُ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ مَا لِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْخِلَ فِي غَيْرِ مُعَادٍ**

১০৫১. পরিচ্ছেদ : ওকূফের স্থানে জলদি যাওয়া। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালিক (র) কর্তৃক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত হাদীসটিও বাড়ানো যায়। কিন্তু আমি চাই যে, কিতাবে কোন হাদীস পুনরাবৃত্তি না হোক।

১০৫২. **بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ**

১০৫২. পরিচ্ছেদ : ‘আরাফায় ওকূফ করা

১৫৭০. **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي حَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْخُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا .**

১৫৬৫. ‘আলী ইবন আবদুল্লাহ ও মুসাদ্দাদ (র)... জুবাইর ইবন মুত‘য়িম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একটি উট হারিয়ে ‘আরাফার দিনে তা তালাশ করতে লাগলাম। তখন আমি নবী করীম ﷺ-কে ‘আরাফায় ওকূফ করতে দেখলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি তো কুরায়শ বংশীয়। এখানে তিনি কি করছেন?

১৫৭১. **حَدَّثَنَا فَرُؤَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَرَاةَ إِلَّا الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتْ الْخُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ السِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ تَعْطِهِ الْخُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ الْخُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَآخَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ آيَةُ نَزَلَتْ فِي الْخُمْسِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدَفَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ .**

১৫৬৬. ফারওয়া ইবন আবু মাগরা (র)... ‘উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত অন্য লোকেরা উলঙ্গ অবস্থায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করত। আর হুমস হলো কুরায়শ এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে সাওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত এবং সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিত এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে

কাপড় না দিত সে উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত। সব লোক 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর হুমসরা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। রাবী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি হুমস সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ : ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ (এরপর যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে) রাবী বলেন, তারা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত, এতে তাদের 'আরাফা পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

### ১০৫৩. بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

১০৫৩. পরিচ্ছেদ : 'আরাফা থেকে ফিরার পথে চলার গতি

১০৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُبِّلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصْرُ قَالَ هِشَامُ وَالنَّصْرُ فَوْقَ الْعَنْقِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَجْوَةٌ مُتَّسِعٌ وَالْجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفَجَاءُ وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصِرٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ .

১০৫২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আমিও সেখানে বসা ছিলাম, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'আরাফা থেকে ফিরতেন তখন তাঁর চলার গতি কি ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুতগতিতে চলতেন এবং যখন পথ মুক্ত পেতেন তখন তার চাইতেও দ্রুতগতিতে চলতেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, 'عَنْقُ' থেকেও দ্রুতগতির ভ্রমণকে 'نَصْرٌ' বলা হয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, 'فَجْوَةٌ' অর্থ 'مُتَّسِعٌ' খোলা পথ, এর বহুবচন হল 'فَجَوَاتٌ' ও 'رِكَاءٌ' শব্দদ্বয়ও অনুরূপ। (কুরআনে বর্ণিত) 'مَنَاصِرٍ' -এর অর্থ হল, পরিভ্রমণের কোন উপায়-অবকাশ নেই।

### ১০৫৪. بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

১০৫৪. পরিচ্ছেদ : 'আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ

১০৫৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ .

১০৫৩ মুসাদ্দাদ (র)... উসামা ইবন য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে উযু

করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন : সালাত তোমার আরো সামনে।

১০৬৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشَّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ .

১০৬৪ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার সালাত এক সাথে আদায় করতেন। এ ছাড়া তিনি সেই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতেন যে দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়েছিলেন। আর সেখানে প্রবেশ করে তিনি ইসতিনজা করতেন এবং উযু করতেন কিন্তু সালাত আদায় করতেন না। অবশেষে তিনি মুযদালিফায় পৌছে সালাত আদায় করতেন।

১০৬০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَافَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ تَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةً جَمْعٍ ، قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْفَضْلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

১০৬৫ কুতাইবা (র)... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আরাফা থেকে সওয়াবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহণ করলাম। মুযদালিফার নিকটবর্তী বামপার্শ্বের গিরিপথে পৌছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটটি বসালেন। এরপর পেশাব করে আসলেন। আমি তাঁকে উযুর পানি ঢেলে দিলাম। আর তিনি হাল্কাভাবে উযু করে নিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত? তিনি বললেন : সালাত তোমার আরো সামনে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়াবীতে আরোহণ করে মুযদালিফা আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন। মুযদালিফার ভোরে ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করলেন। কুরাইব (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) ফযল (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

১০৫৫ بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسُّوْطِ

১০৫৫. পরিচ্ছেদ : ('আরাফা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় নবী ﷺ ধীরে চলার নির্দেশ দিতেন এবং

তাদের প্রতি চাবুকের সাহায্যে ইশারা করতেন

১৫৬৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالْبَةِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَاهُ زَجْرًا شَدِيدًا ضَرْبًا بِلَايِلٍ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْأَيْضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْرِعُوا خِلَالَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا .

১৫৬৬ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। তখন নবী ﷺ পিছনের দিকে খুব হাঁকডাক ও উট পিটানোর শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, উট দ্রুত হাঁকানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। [হাদীসে উল্লেখিত 'أَيْضَاع' এর প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) কুরআনে উদ্ধৃত কয়েকটি শব্দের মর্মার্থ দেন] (কুরআনে উদ্ধৃত) 'أَوْضَعُوا' - তারা দ্রুত চলত। 'خِلَالَكُمْ' - তোমাদের ফাঁকে ঢুকে, 'فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا' - উভয়টির মধ্যে প্রবাহিত করেছি।

## ১০৬. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

১০৫৬. পরিচ্ছেদ : মুযদালিফায় দু' ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা

১৫৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشَّعْبَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَاسْبَغَ ثُمَّ أَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৫৬৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... উসামা ইবন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফা থেকে ফেরার সময় গিরিপথে অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং উযু করলেন। তবে পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন না। আমি তাঁকে বললাম, সালাত? তিনি বললেন : সালাত তো তোমার সামনে। তারপর তিনি মুযদালিফায় এসে উযু করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। তারপর সালাতের ইকামাত হলে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ উট দাঁড় করিয়ে রাখার পর সালাতের ইকামাত দেওয়া হলো। নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন। 'ইশা ও মাগরিবের মধ্যে তিনি আর কোন সালাত পড়েননি।

বুখারী শরীফ (৩)—১৮



## ১০৫৭. بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

১০৫৭. পরিচ্ছেদ : দু' ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা এবং এ দুয়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করা

১৫৬৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَيِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى اثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

১৫৬৮ আদম (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ইকামাত দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মধ্যে বা পরে তিনি কোন নফল সালাত আদায় করেননি।

১৫৬৯ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُرْدَلَفَةِ .

১৫৬৯ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)... আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফায় মাগরিব এবং 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

## ১০৫৮. بَابُ مَنْ أَذِنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

১০৫৮. পরিচ্ছেদ : মাগরিব এবং 'ইশা উভয় সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়া

১৫৭০ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَيْنَا الْمُرْدَلَفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَمَةِ أَوْقَرِيًّا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلًا فَاذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعِشَائِهِ فَتَعَشَى ثُمَّ أَمَرَ أَرَى فَاذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرُو لَا أَعْلَمُ الشُّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ فَأَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُمَا صَلَاتَانِ تَحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُرْدَلَفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَنْزِعُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৫৭০ 'আমর ইব্ন খালিদ (র)... আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

‘আবদুল্লাহ (রা) হজ্জ আদায় করলেন। তখন ‘ইশার আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময় আমরা মুযদালিফা পৌছলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান দিল এবং ইকামাত বলল। তিনি মাগরিব আদায় করলেন এবং এরপর আরো দু’ রাক‘আত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাতের খাবার আনালেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (রাবী বলেন) তারপর তিনি একজনকে আদেশ দিলেন। আমার মনে হয়, লোকটি আযান দিল এবং ইকামাত বলল। ‘আমর (র) বলেন, আমার বিশ্বাস এ সন্দেহ যুহাইর (র) থেকেই হয়েছে। তারপর তিনি দু’ রাক‘আত ‘ইশার সালাত আদায় করলেন। ফজর হওয়ামাত্রই তিনি বললেন : এ সময়, এ দিনে, এ স্থানে, এ সালাত ব্যতীত নবী করীম ﷺ আর কোন সালাত আদায় করেননি। ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ দু’টি সালাত তাদের প্রচলিত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফা পৌছার পর মাগরিব আদায় করেন এবং ফজরের সময় হওয়ামাত্র ফজরের সালাত আদায় করেন। ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে এইরূপ করতে দেখেছি।

### ১০৫৭. بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيَقْدُمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

১০৫৯. পরিচ্ছেদ : যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় ওকূফ করে ও দু‘আ করে এবং চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর আগে পাঠাবে

১৫৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقْفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ مَا بَدَأَ لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ مَنَى لِسَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أَوَّلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

১৫৭৯ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... সালাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে রাতে মুযদালিফাতে মাশ‘আরে হারামের নিকট ওকূফ করতেন এবং সাধ্যমত আল্লাহর যিকর করতেন। তারপর ইমাম (মুযদালিফায়) ওকূফ করার ও রওয়ানা হওয়ার আগেই তাঁরা (মিনায়) ফিরে যেতেন। তাঁদের থেকে কেউ মিনাতে আগমণ করতেন ফজরের সালাতের সময় আর কেউ এরপরে আসতেন, মিনাতে এসে তাঁরা কংকর মারতেন। ইব্ন ‘উমর (রা) বলতেন, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এ ব্যাপারে কড়া কড়ি শিথিল করে সহজ করে দিয়েছেন।

১৫৭৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

১৫৭৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

আমাকে রাতে মুযদালিফা থেকে পাঠিয়েছেন।

১৫৭৩ حَدَّثَنَا عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُرْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

১৫৭৩ 'আলী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যে সব লোককে এখানে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের একজন।

১৫৭৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُرْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّيَ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بَنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَتَاهَا مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ يَا بَنِيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدِنَ لِلظُّعُنِ .

১৫৭৪ মুসাদ্দাদ (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ সালাত আদায় করেন। তারপর বলেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি আরো কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চল। আমরা রওয়ানা হলাম এবং চললাম। পরিশেষে তিনি জামরায় কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর আমি তাঁকে বললাম, হে! আমার মনে হয়, আমরা বেশী অন্ধকার থাকতেই আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

১৫৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبِيَّةً فَأَذِنَ لَهَا .

১৫৭৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাওদা (রা) মুযদালিফার রাতে (মিনা যাওয়ার জন্য) নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। সাওদা (রা) ছিলেন ভারী ও ধীরগতি মহিলা।

১৫৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُرْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنَّ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .

১৫৭৬ আবু নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। মানুষের ভীড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সাওদা (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। নবী করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভীড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। সাওদার মত আমিও যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিতাম তাহলে তা আমার জন্য যে কোন খুশির কারণ থেকে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হতো।

## ১০৬. بَابُ مَتَى يُصَلَّى الْفَجْرُ بِجَمْعٍ

১০৬০. পরিচ্ছেদ : মুযদালিফায় ফজরের সালাত কোন সময় আদায় করবে?

১৫৭৭ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

১৫৭৮ 'আমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দু'টি সালাত ছাড়া কোন সালাত তার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন এবং ফজরের সালাত তার (নিয়মিত) ওয়াক্তের আগে আদায় করেছেন।

১৫৭৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَأَقَامَةَ وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حَوْلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتَمُوا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرَى أَقُولُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৫৭৮ 'আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র)... 'আবদুর রাহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি ‘আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে মক্কা রওয়ানা হলাম। এরপর আমরা মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তখন তিনি পৃথক পৃথক আযান ও ইকামাতের সাথে উভয় সালাত (মাগরিব ও ‘ইশা) আদায় করলেন এবং এই দু’ সালাতের মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন। তারপর ফজর হতেই তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। কেউ কেউ বলছিল যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে, আবার কেউ বলছিল যে, এখনো ফজরের সময় আসেনি। এরপর ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাস‘উদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দু’ সালাত অর্থাৎ মাগরিব ও ‘ইশা এ স্থানে তাদের নিজ সময় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ‘ইশার ওয়াক্তের আগে কেউ যেন মুযদালিফায় না আসে। আর ফজরের সালাত এই মুহূর্তে। এরপর তিনি ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে উকূফ করেন। এরপর বললেন, আমীরুল মুমিনীন যদি এখন রওয়ানা হন তাহলে তিনি সুনাত মুতাবিক কাজ করলেন। (রাবী বলেন) আমার জানা নেই, তাঁর কথা দ্রুত ছিল, না ‘উসমান (রা)-এর রওয়ানা হওয়াটা। এরপর তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন, কুরবানীর দিন জামরায়ে ‘আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

### ১০৬১. بَابُ مَتَى يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

১০৬১. পরিচ্ছেদ : মুযদালিফা হতে কখন রওয়ানা হবে?

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عُمَرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصُّبْحِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقَ ثُبَيْرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৫৭৯ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)... ‘আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের সালাত আদায় করে (মাশ‘আরে হারামে) উকূফ করলেন এবং তিনি বললেন, মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। নবী করীম ﷺ তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন।

### ১০৬২. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النُّحْرَيْنِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالْإِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

১০৬২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সকালে জামরায়ে ‘আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ও তালবিয়া বলা এবং চলার পথে কাউকে সওয়ালীতে পেছনে বসানো

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا بَنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

১৫৮০ আবু ‘আসিম যাহ্‌হাক ইব্ন মাখলাদ (র)... ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ

ফাযল (রা)-কে তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়েছিলেন। সেই ফাযল (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামরায় পৌছে কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১৫৮১ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرْنَةِ إِلَى الْمُرْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرَدَفَ الْفُضْلُ مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ إِلَى مَنَى قَالَ فَكِلَاهُمَا فَلَا لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৫৮২ যুহাইর ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে নবী করীম ﷺ-এর সাওয়ারীর পেছনে উসামা (রা) বসা ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনার পথে তিনি ফাযলকে সাওয়ারীর পেছনে বসালেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তারা উভয়ই বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামরায় 'আকাবাতে কংকর না মারা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১০৬৩. ১.৬২ بَابُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ... لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
১০৬৩. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহর বাণী) : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে, .... হারামের বাসিন্দা নয় (২ : ১৯৬)

১৫৮২ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جُزْءٌ أَوْ يَفْرَةُ أَوْ شَاةٌ أَوْ شَرَكٌ فِي دَمٍ قَالَ وَكَانَ نَاسًا كَرِهُوهَا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ إِنْسَانٌ يَنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمَتَّعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثَنِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَنَةِ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَقَالَ أَدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمَرَةَ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ .

১৫৮২ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে তামাত্তু' হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা আদায় করতে আদেশ দিলেন। এরপর আমি তাঁকে কুরবানী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তামাত্তু'র কুরবানী হলো একটি উট, গরু বা বকরী অথবা এক কুরবানীর পশুর মধ্যে শরীকানা এক অংশ। আবু জামরা (র) বলেন, লোকেরা তামাত্তু' হজ্জকে যেন অপছন্দ করত। একবার আমি ঘুমলাম তখন দেখলাম, একটি লোক যেন (আমাকে লক্ষ্য করে) ঘোষণা দিচ্ছে, উত্তম হজ্জ এবং মাকবূল তামাত্তু'। এরপর আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি আল্লাহ আঁকবার উচ্চারণ করে বললেন, এটাই তো আবুল কাসিম ﷺ-এর সুনাত। আদম, ওয়াহাব ইব্ন জারীর এবং গুনদর (র) শু'বা (র) থেকে মাকবূল 'উমরা এবং উত্তম হজ্জ বলে উল্লেখ করেছেন।

١٠٦٤ بَابُ رُكُوبِ الْبُذْنِ لِقَوْلِهِ: وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا..... وَيَشِيرُ الْمُحْسِنِينَ، قَالَ مُجَاهِدٌ سَمِعْتُ الْبُذْنَ لِبُذْنِهَا الْقَانِعِ السَّائِلِ وَالْمُعْتَرِ الَّذِي يَعْتَرِ الْبُذْنَ مِنْ غَيْرِ أَوْ فَعِيرٍ وَشَعَائِرُ اللَّهِ اسْتِعْظَامُ الْبُذْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجِبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجِبَتْ الشَّمْسُ

১০৬৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া। আল্লাহর বাণী : এবং তোমাদের জন্য উটকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। কাজেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম লও। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়.... আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদের (২২ : ৩৬-৩৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, কুরবানীর উটগুলোকে মোটা তাজা হওয়ার কারণে الْبُذْنُ বলা হয় الْقَانِعُ অর্থ যাচনাকারী; الْمُعْتَرُ ঐ ব্যক্তি, যে ধনী হোক বা দরিদ্র, কুরবানীর উটের গোশত সাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়। شَعَائِرُ অর্থাৎ কুরবানীর উটের প্রতি সম্মান করা এবং ভাল জানা। الْعَتِيقُ অর্থাৎ যালিমদের থেকে মুক্ত হওয়া وَجِبَتْ অর্থ যমীনে লুটিয়ে পড়ে। এ অর্থেই হল وَجِبَتْ الشَّمْسُ সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

١٥٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَبِكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ .

১৫৮৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে সাওয়ার হয়ে চল। এবারও লোকটি বলল, এ-তো কুরবানীর উট। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার সর্বনাশ! এ কথাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বলেছেন।

١٥٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ثَلَاثًا .

**১৫৮৪** মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল; এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

### ১০৬০. بَابُ مَنْ سَاقَ الْبَدْنَ مَعَهُ

১০৬৫. পরিচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়

**১৫৮৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَاهْدَى فِسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فِسَاقَ الْهَدْيِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيُطِفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلُ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْئٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيِ مِنَ النَّاسِ، وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

**১৫৮৫** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও 'উমরা একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলায়ফা থেকে কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে 'উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে 'উমরার ও হজ্জের নিয়্যাতে তামাত্ত্ব করলেন। সাহাবীগণের কতক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেন নি। এরপর নবী করীম ﷺ মক্কা পৌঁছে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য বুখারী শরীফ (৩)—১৯



করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছে, তাদের জন্য হজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বায়তুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সাওম পালন করবে। নবী করীম ﷺ মক্কা পৌঁছেই তাওয়াফ করলেন। প্রথমে হজ্জের আসওয়াদ চুষন করলেন এবং তিন চক্রের রমল করে আর চার চক্রের স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফায় আসলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্রের সা'য়ী করলেন। হজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা থেকে হালাল হননি। তিনি কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন, সেখান থেকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তারপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সে সবকিছু থেকে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরূপ করলেন, যে রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। 'উরওয়া (র) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হজ্জের সাথে 'উমরা পালন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু করেন, যেমনি বর্ণনা করেছেন সালিম (র) ইবন 'উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে।

## ১০৬৬. بَابُ مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

১০৬৬. পরিচ্ছেদ : রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করা

[১৫৮৩] حَدَّثَنَا أَبُو السُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَبِيهِ أَقِمْ فَإِنِّي لَا أَمْنُهَا أَنْ تُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ قَالَ إِذْنٌ أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَإِنَّا أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَأَهْلُ بِالْعُمْرَةِ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهْلًا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

[১৮৫৬] আবু নু'মান (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি (এবার বাড়িতেই) অবস্থান করুন। কেননা, বায়তুল্লাহ থেকে আপনার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে আমি তাই করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।' সুতরাং আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, (এবার) 'উমরা আদায় করা আমি আমার উপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি 'উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা

হলেন, যখন বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি হজ্জ এবং ‘উমরা উভয়টির জন্য ইহ্রাম বেঁধে বললেন, হজ্জ এবং ‘উমরার ব্যাপার তো একই। এরপর তিনি কুদাইদ নামক স্থান থেকে কুরবানীর জানোয়ার কিনলেন এবং মক্কা পৌঁছে (হজ্জ ও ‘উমরা) উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন। উভয়ের সর্ব কাজ শেষ করা পর্যন্ত তিনি ইহ্রাম খুললেন না।

১০৬৭. **بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَدْ بَذَى الْحَلِيفَةَ ثُمَّ أَحْرَمَ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلْدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذَى الْحَلِيفَةِ يَطْعَنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْإِيمَانَ بِالشُّفْرَةِ وَوَجْهَهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكُ**

১০৬৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা থেকে (কুরবানীর পশুকে) ইশ‘আর এবং কিলাদা<sup>১</sup> করে পরে ইহ্রাম বাঁধে। নাকি<sup>২</sup> (র) বলেন, ইবন ‘উমর (রা) মদীনা থেকে যখন কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে আসতেন তখন যুল-হুলাইফায় তাকে কিলাদা পরাতেন এবং ইশ‘আর করতেন। ইশ‘আর অর্থাৎ উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুজের ডান পার্শ্বে যখম করতেন

১০৮৭ **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمُرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذَى الْحَلِيفَةِ قَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ .**

১০৮৭ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)... মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী করীম ﷺ এক হাজারেরও অধিক সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যুল-হুলাইফা পৌঁছে কুরবানীর পশুটিকে কিলাদা পরালেন এবং ইশ‘আর করলেন। এরপর তিনি ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন।

১০৮৮ **حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَادَةَ بَدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَحْلَلَ لَهُ .**

১০৮৮ আবু নু‘আইম (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাকে কিলাদা পরিয়ে ইশ‘আর করার পর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল এতে তা হারাম হয়নি।

১. চামড়া বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মালা বানিয়ে পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া।

## ১০৬৮. بَابُ قَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

১০৬৮. পরিচ্ছেদ : উট এবং গরুর জন্য কিলাদা পাকান

১৫৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلُلْ أَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي وَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ .

১৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকদের কি হল তারা হালাল হয়ে গেল আর আপনি হালাল হলেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো আমার মাথার তালবিদ করেছি এবং আমার কুরবানীর জানোয়ারকে কিলাদা পরিয়ে দিয়েছি, তাই হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

১৫৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقْتُلَ قَلَائِدُ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

১৫৯০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠাতেন, আমি তার গলায় কিলাদার মালা পাকিয়ে দিতাম। এরপর মুহরিম যে কাজ বর্জন করে, তিনি তার কিছু বর্জন করতেন না।

১০৬৯. بَابُ اشْعَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمُسَوْدِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ لَدَيْهِ وَأَشْعَرُهُ وَأَحْرَمَ بِالْعَمْرَةِ

১০৬৯. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পশু ইশ'আর করা। 'উরওয়া (র) মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ কুরবানীর পশুর কিলাদা পরান ও ইশ'আর করেন এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধেন

১৫৯১ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ قَلَائِدُ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا أَوْ قَلَدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلٌّ .

১৫৯১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর

কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তার ইশ'আর করলেন এবং তাকে তিনি কিলাদা পরিয়ে দিলেন অথবা আমি একে কিলাদা পরিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তা বায়তুল্লাহর দিকে পাঠালেন এবং নিজে মদীনায় থাকলেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল তা থেকে কিছুই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

### ১০৭০. بَابُ مَنْ قَلَدَ الْقَلَانِدَ بِيَدِهِ

১০৭০. পরিচ্ছেদ : যে নিজ হাতে কিলাদা বাঁধে

[১৫৭২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدِيًّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنَحَّرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحَرِّمَ الْهَدْيُ .

[১৫৭২] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... যিয়াদ ইব্ন আবু সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়িশা (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কা) পাঠায় তা যবেহ না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরা (র) বলেন, 'আয়িশা (রা) বললেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) যেমন বলেছেন, ব্যাপার তেমন নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে তাকে কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সংগে তা পাঠান। সে জানোয়ার যবেহ করা পর্যন্ত আব্দুল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বস্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি হারাম হয়নি।

### ১০৭১. بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

১০৭১. পরিচ্ছেদ : বকরীর গলায় কিলাদা পরানো

[১৫৭৩] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا .

[১৫৭৩] আবু নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ কুরবানীর জন্য বকরী পাঠালেন।

১৫৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَقْلُدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا .

১৫৯৪ আবু নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর (কুরবানীর পশুর) কিলাদাগুলো পাকিয়ে দিতাম আর তিনি তা বকরীর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি নিজ পরিবারে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

১৫৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ الْقَلَائِدَ الْغَنَمَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبِيعُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا .

১৫৯৫ আবু নু'মান (র) ও মুহাম্মাদ ইবন কাসীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর বকরীর কিলাদা পাকিয়ে দিতাম আর তিনি সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

১৫৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ .

১৫৯৬ আবু নু'আইম (রা)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি, তাঁর ইহরাম বাঁধার আগে।

## ১০৭২. بَابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

১০৭২. পরিচ্ছেদ : পশমের তৈরি কিলাদা

১৫৭৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي .

১৫৯৭ 'আমর ইবন 'আলী (র)... উম্মুল মুমিনীন [আয়িশা (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল আমি তা দিয়ে কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

## ১০৭৩. بَابُ تَقْلِيدِ النُّعْلِ

১০৭৩. পরিচ্ছেদ : জুতার কিলাদা ঝুলান

১৫৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَاطِرُ النَّبِيِّ ﷺ وَالسَّعْلُ فِي عُنُقِهَا تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

[১৫৯৮] মুহাম্মদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন : এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এটি কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকটিকে দেখেছি যে, সে ঐ পশুটির পিঠে চড়ে নবী ﷺ-এর সাথে সাথে চলছিল আর পশুটির গলায় জুতার মালা ঝুলান ছিল। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) এ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। 'উসমান ইবন 'উমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৭৬. بَابُ الْجَلَالِ لِلْبُذْنِ وَكَانَ بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَشُقُّ مِنَ الْجَلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يَفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

১০৭৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর উটের পিঠে আবরণ পরানো। ইবন 'উমর (রা) শুধু কুঁজের স্থানের ঝুল ফেড়ে দিতেন। আর তা নহর করার সময় নষ্ট করে দেওয়ার আশঙ্কায় ঝুলটি খুলে নিতেন এবং পরে তা সাদকা করে দিতেন

[১৫৯৭] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بِنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي نُحَرَّتْ وَجِلْدُهَا .

[১৫৯৯] কাবীসা (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যবেহকৃত কুরবানীর উটের পৃষ্ঠের আবরণ এবং তার চামড়া সাদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

১০৭৫. بَابُ مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

১০৭৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কুরবানীর জন্তু খরিদ করে ও তার গলায় কিলাদা বাঁধে

[১৬০০] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو زَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ بَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ بِنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ كَائِنُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، إِذَا اصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عُمْرَةً حَتَّى كَانَ بَظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقْلَدًا اشْتَرَاهُ حِينَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ فَطَلَّقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنَّ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ .

**১৬০০** ইব্রাহীম ইব্ন মুনিয়র (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন যুবাইরের খিলাফতকালে খারিজীদের হজ্জ আদায়ের বছর ইব্ন 'উমর (রা) হজ্জ পালন করার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে বলা হল, লোকদের মাঝে পরস্পর লড়াই সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আর তারা আপনাকে বাধা দিতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করি। ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, (আল্লাহ তা'আলা বলেছেন) 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।' কাজেই আমি সেরূপ করব যে রূপ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'উমরা ওয়াজিব করে ফেলেছি। এরপর বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছে তিনি বললেন, হজ্জ এবং 'উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, 'উমরার সাথে আমি হজ্জকেও একত্রিত করলাম। এরপর তিনি কিলাদা পরিহিত কুরবানীর জানোয়ার নিয়ে চললেন, যেটি তিনি আসার পথে কিনেছিলেন। তারপর তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করলেন। তাছাড়া অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং সে সব বিষয় থেকে হালাল হননি যেসব বিষয় তাঁর উপর হারাম ছিল- কুরবানীর দিন পর্যন্ত। তখন তিনি মাথা মুড়ালেন এবং কুরবানী করলেন। তাঁর মতে প্রথম তাওয়াফ দ্বারা হজ্জ ও 'উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন হয়েছে। এ সব করার পর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই করেছেন।

### ১০৭৬. بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقْرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ

১০৭৬. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ ছাড়া স্বামী কর্তৃক কুরবানী করা

**১৭০৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا ، قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَيْتُكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ .

**১৬০১** 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিল-কা'দাহ মাসের

পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন : যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যায়। 'আযিশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি বললাম, এ কি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহইয়া (র) বলেন, উক্ত হাদীসখানা কাসিমের নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, সঠিকভাবেই তিনি হাদীসটি তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

### ১০৭৭. بَابُ النُّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنَى

১০৭৭. পরিচ্ছেদ : মিনাতে নবী ﷺ-এর কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করা

۱۵.۲ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৬০২ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (রা) কুরবানীর স্থানে কুরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর স্থানে।

۱۶.۳ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ .

১৬০৩ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন 'উমর (রা) মুযদালিকা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজীদের সাথে, যাদের মধ্যে আযাদ ও ক্রীতদাস থাকত, নিজ কুরবানীর জানোয়ার পাঠিয়ে দিতেন, যাতে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর স্থানে পৌঁছে যায়।

### ১০৭৮. بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

১০৭৮. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ হাতে কুরবানী করে

۱۶.۴ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بَدَنٍ قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا .

১৬০৪ সাহল ইবন বাক্কার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কুরবানী করেন এবং মদীনাতেও হুটপুট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি দুধা তিনি কুরবানী করেছেন। এখানে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।



## ১০৭৭. بَابُ نَحْرِ الْأَيْلِ مُقَيَّدَةً

১০৭৯. পরিচ্ছেদ : উট বাঁধা অবস্থায় কুরবানী করা

১৬০৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ آتَاخَ بِدَنْتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ أِبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سَنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ .

১৬০৫ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... যিয়াদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন 'উমর (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি আসলেন এমন এক ব্যক্তির নিকট, যে তার নিজের উটটিকে নহর করার জন্য বসিয়ে রেখেছিল। ইবন 'উমর (রা) বললেন, সেটি উঠিয়ে দাঁড়ান অবস্থায় বেঁধে নাও। (এ) মুহাম্মদ ﷺ-এর সুননত। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, 'শু'বা (র) ইউনুস সূত্রে যিয়াদ (র) থেকে হাদীসটি أَخْبَرَنِي শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেন।

১০৮০. بَابُ نَحْرِ الْبُذْنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَوَافُ قِيَامًا

১০৮০. পরিচ্ছেদ : উট দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা। ইবন 'উমর (র) বলেন, তা-ই মুহাম্মদ ﷺ-এর সুননত। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, (কুরআনের শব্দ) 'صَوَافُ'-এর অর্থ দাঁড় করিয়ে (কুরবানী করা)

১৬০৬ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يَهْلُلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُذْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَتَيْنِ .

১৬০৬ সাহল ইবন বাক্কার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক'আত এবং যুল হলাইফাতে 'আস্র দু'রাক'আত আদায় করলেন এবং এখানেই রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি সাওয়াবীতে আরোহণ করে তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহ্রাম খুলে

ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হজ্জে) নবী ﷺ সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কুরবানী করেন আশ্র মদীনাতে হুটপুট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি মেষ কুরবানী দেন।

১৬.৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ، وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أَهْلَ بَعْمُرَةَ وَحَجَّةً .

১৬০৭ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক'আত এবং যুল-হলাইফাতে 'আসর দু' রাক'আত আদায় করেন। আয্যুব (র) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এরপর তিনি সেখানে রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করার পর সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। সাওয়ারী বায়দায় পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন।

## ১০৮১. بَابُ لَا يُعْطَى الْجَزَارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

১০৮১. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছুই কসাইকে দেওয়া যাবে না

১৬.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُذْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلْدَهَا وَقَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُذْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا .

১৬০৮ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে পাঠালেন, আমি কুরবানীর জানোয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি ওগুলোর গোশত বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি এর পিঠের আবরণ এবং চামড়াগুলোও বিতরণ করে দিলাম। সুফিয়ান (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করলেন কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে এবং এর থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে কিছু না দিতে।

## ১০৮২. بَابُ يَتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

১০৮২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর জানোয়ারের চামড়া সাদকা করা

১৬০৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا .

১৬০৮ মুসাদ্দাদ (র)... ‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে নবী ﷺ তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং এর থেকে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছুই না দেওয়া হয়।

### ১০৮৩. بابُ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

১০৮৩. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর জানোয়ারের পিঠের আবরণ সাদকা করা

১৬১০ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بُدْنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلِحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا .

১৬১১ আবু নু‘আইম (র)... ‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর একশ’ উট পাঠান এবং আমাকে গোশত সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। আমি তা বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি তার পিঠের আবরণ সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে চামড়া সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম।

১০৮৪. بابُ وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ... فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ جِزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتَعَةِ

১০৮৪. পরিচ্ছেদ : (আব্রাহামর বাণী) : এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে— তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকু’ করে ও সিজদা করে এবং হজ্জের ঘোষণা করে দিন মানুষের নিকট, তারা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে। এরা আসবে দূর-দূরান্তর

পথ অতিক্রম করে।... তার রবের নিকট তার জন্য এই-ই উত্তম (২২ : ২৬-৩০)। কুরবানীর গোশত কী পরিমাণ খাবে এবং কী পরিমাণ সাদকা করবে? ‘উবায়দুল্লাহ (র) নাফি’ (র) সূত্রে ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, শিকারের বদল স্বরূপ এবং মানতের জন্য যে জানোয়ার যবেহ করা হয়, তা খাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অন্যান্য সব কুরবানীর গোশত খাওয়া যাবে। ‘আতা (র) বলেন, তামাত্তুর কুরবানীর গোশত খেতে পারবে এবং (অন্যকেও) খাওয়াতে পারবে।

১৬১১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِئَةِ فَرَخَصٍ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا .

১৬১১ মুসাদ্দাদ (র)... জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানীর গোশত মিনার তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর নবী ﷺ আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন : খাও এবং সঞ্চয় করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয়ও করলাম। রাবী বলেন, আমি ‘আতা (র)-কে বললাম, জাবির (রা) কি বলেছেন আমরা মদীনায় আসা পর্যন্ত? তিনি বললেন, না।

১৬১২ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلْ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَنَكُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ .

১৬১২ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুল-কা‘দার পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ছাড়া আমরা অন্য কিছু উদ্দেশ্য করিনি, অবশেষে আমরা যখন মক্কার নিকটে পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন : যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে হালাল হয়ে যায়। ‘আয়িশা (রা) বলেন, এরপর কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত পাঠানো হল। আমি বললাম, এ কি? বলা হল, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি কাসিম (র)-এর নিকট হাদীসটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, ‘আমরা (র) হাদীসটি ঠিকভাবেই তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

## ১০৪৫. بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

১০৮৫. পরিচ্ছেদ : মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা

১৬১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوَهُ قَالَ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ .

১৬১৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাওশাব (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মাথা কামানোর আগে কুরবানী অথবা অনুরূপ কোন কাজ করেছে। তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।

১৬১৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سَلِيمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُنَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَفَّانُ أَرَاهُ عَنْ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬১৪ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, আমি কংকর মারার আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সাহাবী পুনরায় বললেন, আমি যবেহ করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সাহাবী আবারও বললেন, আমি কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। আবদুর রহীম ইব্ন সুলাইমান রাযী, কাসিম ইব্ন ইয়াহইয়া ও 'আফফান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। হাম্মাদ (র)... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

১৬১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لَا حَرَجَ .

**১৬১৫** মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সন্ধ্যার পর আমি কংকর মেরেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সে আবার বলল, কুরবানী করার আগেই আমি মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই।

**১৬১৬** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ هُسَيْمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحْجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا هَلَالٍ كَاهِلَالٍ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتُ انْطَلِقْ فَطُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَعَلَّتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ .

**১৬১৬** 'আবদান (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : হজ্জ সমাধা করেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর মত ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন : ভালই করেছে। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী কর। এরপর আমি বনু কায়স গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাথার উকুন বেছে দিলেন। তারপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। (তখন থেকে) 'উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এ ভাবেই আমি লোকদের (হজ্জ এবং 'উমরা সম্পর্কে) ফতোয়া দিতাম। তারপর তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি তাহলে তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি যে), রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর জানোয়ার যথাস্থানে পৌঁছার আগে হালাল হননি।

### ১০৮৬. بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَّقَ

১০৮৬. পরিচ্ছেদ : ইহরামের সময় মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগান ও মাথা কামানো

**১৬১৭** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .

**১৬১৭** 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! লোকদের কি হল যে, তারা 'উমরা' করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি 'উমরা থেকে হালাল হননি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো আমার মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং পশুর গলায় কিলাদা ঝুলিয়েছি। তাই কুরবানী না করে আমি হালাল হতে পারি না।

### ১০৮৭. بَابُ الْحَلْقِ وَالْتَقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

১০৮৭. পরিচ্ছেদ : হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল কামানো ও ছোট করা

**১৬১৮** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ .

**১৬১৮** আবুল ইয়ামান (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন 'উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের সময় তাঁর মাথা কামিয়েছিলেন।

**১৬১৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ .

**১৬১৯** 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুগুনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুগুনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। লায়স (র) বলেন, আমাকে নাফি' (র) বলেছেন, আল্লাহ মাথা মুগুনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, এ কথাটি তিনি একবার অথবা দু'বার বলেছেন। রাবী বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন, চতুর্থবার বলেছেন : চুল যারা ছোট করেছে তাদের প্রতিও।

**১৬২০** حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ .

**১৬২০** 'আয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিনবার বলেন, এরপর বললেন : যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও।

**১৬২১** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ .

**১৬২২** 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাথা কামালেন এবং সাহাবীদের একদলও। আর অন্য একটি দল চুল ছোট করলেন।

**১৬২৩** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَصَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ .

**১৬২৪** আবু 'আসিম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল ছেটে ছোট করে দিয়েছিলাম।

## ১০৮৮. بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

১০৮৮. পরিচ্ছেদ : 'উমরা আদায়ের পর তামাত্ত্ব'কারীর চুল ছাটা

**১৬২৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلُوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يَقْصِرُوا .

**১৬২৬** মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাকর (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এসে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করে। এরপর মাথার চুল মুড়িয়ে বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যায়।

**১০৮৯. بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النُّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُودُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنَى وَقَالَ لَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا**



ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنِّي يَعْنِي يَوْمَ النُّحْرِ وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

১০৮৯. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা। আবুয যুবাইর (র) 'আয়িশা (রা) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। আবু হাসসান (র) সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মিনার দিনগুলোতে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন। আর আবু নু'আইম (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাওয়াফ করলেন, এরপর কায়লুলা করেন এবং তারপর মিনায় আসেন অর্থাৎ কুরবানীর দিন। 'আবদুর রায়যাক (র) এটি মারফু' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমার নিকট 'উবায়দুল্লাহ (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

۱۶۲۴ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفْضَنَّا يَوْمَ النُّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَارَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَاسِبْتُنَا هِيَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَ أَخْرَجُوا وَيَذْكُرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النُّحْرِ .

১৬২৪ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করে কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এ সময় সাফিয়া (রা)-এর হয়েছে দেখা দিল। তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে তা ইচ্ছা করছিলেন যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছা করে থাকে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে তো সে আমাদের আটকিয়ে ফেলবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়া (রা) তো কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে রওয়ানা হও। কাসিম, 'উরওয়া ও আসাদ (র) সূত্রে 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাফিয়া কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করেছেন।

۱۰۹۰. بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى لَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

১০৯০. পরিচ্ছেদ : ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে

۱۶۲۵ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ .

[১৬২৫] মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যবেহ করা, মাথা কামান ও কংকর মারা এবং (এ কাজগুলো) আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : কোন দোষ নেই।

[১৬২৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْتَلُّ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ .

[১৬২৬] 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে মিনাতে কুরবানীর দিন জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি বলতেন : কোন দোষ নেই। তাঁকে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমি যবেহ (কুরবানী) করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : যবেহ করে নাও, এতে দোষ নেই। সাহাবী আরো বললেন, আমি সন্ধ্যার পর কংকর মেরেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন দোষ নেই।

### ১০৯১. بَابُ الْفَتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْعَةِ

১০৯১. পরিচ্ছেদ : জামরার নিকট সাওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় ফাতোয়া দেওয়া

[১৬২৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا سَأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يُؤْمِنُ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ وَلَا أُخِرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

[১৬২৭] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন : একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন : তুমি কুরবানী করে নাও, কোন দোষ নেই। তারপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন : কংকর মেরে নাও, কোন দোষ নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : করে নাও, কোন দোষ নেই।

[১৬২৮] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى الرَّهْزَرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ

**১৬২৮** সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরবানীর দিন নবী ﷺ-এর খুতবা দেওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ। এরপর অপর এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ, আমি কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। আর কংকর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। এক্রপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন : করে নাও, কোন দোষ নেই। সব কটির জবাবে তিনি এ কথাই বললেন। সেদিন তাঁকে যা-ই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন : করে নাও, কোন দোষ নেই।

**১৬২৯** ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী  তাঁর উটনীর উপর অবস্থান করছিলেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। যুহরী (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মা'মার (র) সালোহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১০৯২. পরিচ্ছেদ : মিনার দিনগুলোতে খুতবা প্রদান

١٦٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَوْصِيَّتُهُ اِلَى اُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

**১৬৩০** 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে একটি খুত্বা দিলেন। তিনি বললেন : হে লোক সকল! আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? সকলেই বললেন, সম্মানিত দিন। তারপর তিনি বললেন : এ শহরটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, সম্মানিত শহর। তারপর তিনি বললেন : এ মাসটি কোন্ মাস? তারা বললেন : সম্মানিত মাস। তিনি বললেন : তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্যত-হুরমত তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আমি কি (আপনার পয়গাম) পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়েছি? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এ কথাগুলো ছিল তাঁর উম্মতের জন্য অসীয়াত। (নবী ﷺ আরো বললেন :) উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে প্রত্যাভর্তন করবে না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

**১৬৩১** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بَعْرَفَاتٍ ، تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو .

**১৬৩২** হাফস ইব্ন উমর (রা)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে 'আরাফাত ময়দানে খুত্বা দিতে শুনেছি। ইব্ন উয়াইনা (র) 'আমর (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

**১৬৩৩** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٍ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا ، نَعَمْ قَالَ أَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قَرُبٌ مُبْلَغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

**১৬৩৪** 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী

আমাদের খুত্বা দিলেন এবং বললেন : তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। নবী ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী ﷺ এর নাম পাশ্চিমে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন : এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সব চাইতে বেশী জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাশ্চিমে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন : এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন : এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সবচাইতে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন : এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী ﷺ বললেন : তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের শহরে। নবী ﷺ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন : শোন! আমি কি পৌছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ (ইয়া রাসূলুল্লাহ)। তারপর তিনি বললেন : প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌছিয়ে দেয়। কেননা, কোন কোন মুবাল্লাগ শ্রবণকারী থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। তোমরা আমার পরে কুফরীর দিকে প্রত্যাভর্তন করো না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

۱۶۳۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْفَارِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسُ فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَّاعِ .

১৬৩৩ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (রা)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় অবস্থানকালে বললেন : তোমরা কি জান, এটি কোন্ দিন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। তিনি বললেন : এটি সম্মানিত দিন। (নবী ﷺ) বললেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। তিনি বললেন : এটি সম্মানিত শহর। নবী ﷺ বললেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ

ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটি সম্মানিত মাস। নবী ﷺ বললেন : এ মাসে, এ শহরে, এ দিগ্গতি তোমাদের জন্য যেমন সম্মানিত, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জান, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইয়্যত-আবরুকে তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। হিশাম ইব্ন গায় (র) নাফি' (র)-এর মাধ্যমে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর হজ্জ আদায়কালে কুরবানীর দিন জামারাতের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, এটি হল হজ্জে আকবরের দিন। এরপর নবী ﷺ বলতে লাগলেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপর তিনি সাহাবীগণকে বিদায় জানালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, এ-ই বিদায় হজ্জ।

### ১০৯৩. بَابُ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السَّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِي مَنَى

১০৯৩. পরিচ্ছেদ : (হাজীদের) পানি পান করানোর ব্যবস্থাকারীদের ও অন্যান্য লোকদের (উমর বশত) মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أذن ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مَنَى مِنْ أَجْلِ سَقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعَقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ .

[১৬৩৪] মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাইদ ইব্ন মায়মুন, ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আব্বাস (রা) পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবু 'উসামা, 'উক্বা ইব্ন খালিদ ও আবু যামরা (র) এ হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইরের অনুসরণ করেছেন।

### ১০৯৪. بَابُ رَمَى الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرُ رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى وَرَمَى ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ .

১০৯৪. পরিচ্ছেদ : কংকর মারা। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন চাশতের সময় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمَى الْجِمَارَ [১৬৩৫]

قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا .

**১৬৩৫** আবু নু'আইম (র)... ওবারা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন কংকর মারবে? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যখন কংকর মারবে, তখন তুমিও মারবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষা করতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখনই আমরা কংকর মারতাম।

### ১০৯৫. بَابُ رَمَى الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

১০৯৫. পরিচ্ছেদ : বাতন ওয়াদী (উপত্যকার নীচুস্থান) থেকে কংকর মারা

**১৬৩৬** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا .

**১৬৩৬** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বাতন ওয়াদী থেকে কংকর মারেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবু 'আবদুর রহমান! লোকেরা তো এর উচ্চস্থান থেকে কংকর মারে। তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এটা সে স্থান, যেখানে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবন ওয়ালাদ (র).. আ'মাশ (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

### ১০৯৬. بَابُ رَمَى الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৬. পরিচ্ছেদ : জামরায় সাতটি কংকর মারা। এ কথাটি ইবন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন

**১৬৩৭** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ هُوَ عُبَيْةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

**১৬৩৭** হাফস ইবন 'উমর (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বড় জামরার কাছে গিয়ে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে শুানে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। আর বলেন, যার প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এরূপ কংকর মেরেছেন।

## ১০৭৭. بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

১০৯৭. পরিচ্ছেদ : বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে জামরায়ে ‘আকাবায় কংকর মারা

১৬৩৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَاهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الذِّي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬৩৮ আদম (র)... আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন মাস‘উদ (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করলেন। তখন তিনি বায়তুল্লাহকে নিজের বামে রেখে এবং মিনাকে ডানে রেখে বড় জামরাকে সাতটি কংকর মারতে দেখেছেন। এর পর তিনি বললেন, এ তাঁর দাঁড়াবার স্থান যার প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

## ১০৭৮. بَابُ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলা। নবী ﷺ থেকে ইব্ন ‘উমর (রা) এ কথাটি বর্ণনা করেন

১৬৩৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةَ الَّتِي تَذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ وَالسُّورَةَ الَّتِي تَذْكُرُ فِيهَا آلِ عِمْرَانَ وَالسُّورَةَ الَّتِي تَذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءَ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبَطْنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الذِّي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬৩৯ মুসাদ্দাদ (র)... আ‘মাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিন্বরের উপর একপ বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে বাকারার উল্লেখ রয়েছে, যে সূরার মধ্যে আলে ‘ইমরানের উল্লেখ রয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে নিসা-এর উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ সে সূরা বাকারা, সূরা আলে ‘ইমরান ও সূরা নিসা বলা পছন্দ করত না। বর্ণনাকারী আ‘মাশ (র) বলেন, এ ব্যাপারটি আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম। তিনি বললেন, আমার কাছে ‘আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, জামরায়ে ‘আকাবাতে কংকর মারার সময় তিনি ইব্ন মাস‘উদ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। ইব্ন মাস‘উদ (রা) বাতন ওয়াদীতে গাছটির বরাবর এসে জামরাকে সামনে রেখে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর সহকারে কংকর মারলেন। এরপর বললেন, সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত বুখারী শরীফ (৩)—২২



কোন ইলাহ নেই, এ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যার উপর নাযিল হয়েছে সূরা বাকারা (অর্থাৎ সূরা বাকারা বলা বৈধ)।

১০৯৯. **بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

১১৯৯. পরিচ্ছেদ : জামরায়ে ‘আকাবায় কংকর মেরে অপেক্ষা না করা। নবী ﷺ থেকে ইবন ‘উমর (রা) এ কথা বর্ণনা করেন

১১০০. **بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهَلُ**

১১০০. পরিচ্ছেদ : অপর দুই জামরায় কংকর মেরে সমতল জায়গায় গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান

[১৬৬] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى اثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهَلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

[১৬৪০] ‘উসমান ইবন আবু শাইবা (র)... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কেবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং তাঁর উভয় হাত তুলে দু‘আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর মারতেন এবং একটু বাঁ দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে দু‘আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায়ে ‘আকাবায় কংকর মারতেন। এর কাছে তিনি বিলম্ব না করে ফিরে আসতেন এবং বলতেন, আমি নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

১১০১. **بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى**

১১০১. পরিচ্ছেদ : নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী জামরার কাছে উভয় হাত তোলা

[১৬৬১] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى

أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَسْهَلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَىٰ كَذَلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْهَلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

**১৬৪১** ইসমাঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) নিকটবর্তী জামরায় সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে কংকর মারতেন। এরপর বাঁ দিক হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। তারপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায় 'আকাবায় কংকর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি অনুরূপ করতে দেখেছি।

## ১১.২. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

১১০২. পরিচ্ছেদ : দুই জামরার কাছে (দাঁড়িয়ে) দু'আ করা

**১৬৪২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلَىٰ مَسْجِدَ مِنَىٰ يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَىٰ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا فَوْقَ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَىٰ بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ بِمَا يَلِي الْوَادِي فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

**১৬৪২** মুহাম্মদ (র)... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে মিনার দিক থেকে প্রথমে অবস্থিত জামরায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর মারতেন, সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অবশেষে 'আকাবার কাছের জামরায় এসে তিনি সাতটি

কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না। যুহরী (র) বলেন, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-কে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। (রাবী বলেন) ইব্ন উমর (রা)-ও তাই করতেন।

### ১১০২. بَابُ الطَّيِّبِ بَعْدَ رَمَى الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

১১০৩. পরিচ্ছেদ : কংকর মারার পর খুশবু লাগান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা কামানো

১৬৪৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحْلِهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْطَتَ يَدَيْهَا .

১৬৪৩ 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ দু' হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগিয়েছি, যখন তিনি ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করেছেন এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যখন তিনি ইহ্রাম খুলে হালাল হয়েছেন। এ কথা বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন।

### ১১০৪. بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১১০৪. পরিচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ

১৬৪৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونُوا آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ .

১৬৪৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

১৬৪৫ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحْصَبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ، تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৪৫ আসবাগ ইব্ন ফারজ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

যোহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার সালাত আদায় করে উপত্যকায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। তারপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। লায়স (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনায় 'আমর ইব্ন হারিস (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

### ১১০৫. بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

১১০৫. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি কোন মহিলার হায়েয আসে

১৬৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيبٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا اِذْنَ .

১৬৬৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা) হায়েযা হলেন এবং পরে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করানো হয়। তখন তিনি বললেন : সে কি আমাদের আটকিয়ে রাখবে? তারা বললেন, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তো আর বাধা নেই।

১৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفَرُوا قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَّعَ قَوْلَ زَيْدٍ ، قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَاسْأَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سَلِيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ .

১৬৬৭ আবু নু'মান (র)... 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয এসেছে এমন মহিলা সম্পর্কে মদীনাবাসী ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বললেন, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করব না এবং যায়দের কথাও বর্জন করব না। তিনি বললেন, তোমরা মদীনায ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে। তাঁরা মদীনায এসে জিজ্ঞেস করলেন। যাদের কাছে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁদের সাফিয়া (উম্মুল মু'মিনীন) (রা)-এর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি খালিদ ও কাতাদা (র) 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেন।

১৬৬৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفَرَ إِذَا أَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفَرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

رَخَّصَ لَهُنَّ .

[১৬৪৮] মুসলিম (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর ঋতুবতী মহিলাকে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবন 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে মহিলা রওয়ানা হতে পারবে না। পরবর্তীতে তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

[১৬৪৯] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلْ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ فَتَسَكَّنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجَبًا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النُّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتُ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لِيَأْتِيَ قَدَمُنَا، قُلْتُ لَا قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدِكَ مَكَانٌ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقَرَى حَلْقَى إِنَّكَ لِحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ أَنْفِرِي فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لَا، تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لَا .

[১৬৪৯] আবু নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। হজ্জই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নবী ﷺ মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়ার সাক্ষী করলেন। তবে ইহরাম ফেলেননি। তাঁর সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার ছিল। তাঁর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না, তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। এরপর 'আয়িশা (রা) ঋতুবতী হয়ে পড়লেও (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা হজ্জের সমুদয় হুকুম-আহকাম আদায় করলাম। এরপর যখন লায়লাতুল-হাসবা অর্থাৎ রওয়ানা হওয়ার রাত হল, তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ব্যতীত আপনার সকল সাহাবী তো হজ্জ ও 'উমরা করে ফিরছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমরা যে রাতে এসেছি সে রাতে তুমি কি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তারপর তিনি বললেন : তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তান'ঈম (নামক স্থানে) চলে যাও এবং সেখান থেকে 'উমরার ইহরাম বেঁধে নাও। আর অমুক অমুক স্থানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা থাকল। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর আমি 'আবদুর রাহমান (রা)-এর সঙ্গে তান'ঈমের দিকে গেলাম এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধলাম।

আর সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা)-এর ঋতু দেখা দিল। নবী ﷺ তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন : তুমি তো আমাদেরকে আটকিয়ে ফেললে। তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করছিলে? তিনি বললেন, হাঁ। নবী ﷺ বললেন : তাহলে কোন বাধা নেই, রওয়ানা হও। [‘আয়িশা (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি মক্কার উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি নিচের দিকে নামছিলাম। অথবা আমি উঠছিলাম আর তিনি নামছিলেন। মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় এ হাদীসে (হাঁ)-এর পরিবর্তে ‘লা’ (না) রয়েছে। রাবী জারীর (র) মনসূর (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দাদ (র)-এর অনুরূপ ‘লা’ (না) বর্ণনা করেছেন।

### ১১০৬. بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

১১০৬. পরিচ্ছেদ : (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক স্থানে ‘আসরের সালাত আদায় করা

১৬৫০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّوْبَةِ قَالَ بِمِنَى قُلْتُ فَإِنَّ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ .

১৬৫০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... ‘আবদুল ‘আযীয ইবন রুফা’য় (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম, নবী ﷺ থেকে মনে রেখেছেন এমন কিছু কথা আমাকে বলুন। তারবিয়ার দিন নবী ﷺ যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি বললাম, প্রত্যাবর্তনের দিন ‘আসরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবতাহ নামক স্থানে। (তারপর বললেন,) তুমি তাই কর যেভাবে তোমার শাসকগণ করেন।

১৬৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالَى بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ .

১৬৫১ ‘আবদুল মুতা‘আলী ইবন তালিব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর, ‘আসর, মাগরিব ও ‘ইশার সালাত আদায়ের পর মুহাস্সাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, পরে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে গেলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন।

## ১১০৭. بَابُ الْحَصْبِ

১১০৭. পরিচ্ছেদ : মুহাসসাব

১৬৫২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلُ أَنْزَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِمَنْ خَرُجَ تَعْنِي بِالْأَبْطَحِ .

১৬৫২ আবু নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তা হল একটি মানযিল মাত্র, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করতেন, যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয় অর্থাৎ আবতাহ।

১৬৫৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৬৫৩ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাসসাবে অবতরণ করা (হজ্জের) কিছুই নয়। এ তো শুধু একটি মানযিল, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

## ১১০৮. بَابُ النَّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنَّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

১১০৮. পরিচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশের আগে যু-তুয়াতে অবতরণ এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল-হুলাইফার বাতহাতে অবতরণ

১৬৫৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ السَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ السَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلَاثًا سَعْيًا وَارْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا كَانَ صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ اِنَّاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِخُ بِهَا .

১৬৫৬ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) দু' পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর মক্কার উঁচু গিরিপথের দিক থেকে প্রবেশ করতেন। হজ্জ বা 'উমরা আদায়ের জন্য মক্কা আসলে তিনি মসজিদে হারামের দরজার সামনে ব্যতীত কোথাও উট বসাতেন না। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন এবং সেখান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন এবং সাত চক্কর তাওয়াফ করতেন। তিনবার দ্রুতবেগে আর চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর ফিরে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং নিজের মনযিলে ফিরে যাওয়ার আগে

সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করতেন। আর যখন হজ্জ বা 'উমরা থেকে ফিরতেন তখন যুল-হুলাইফা উপত্যকার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ করতেন, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

১৬৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَغْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لَا أَشْكُ فِي الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৫৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র)... খালিদ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (র)-কে মুহাসসাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নাফি' (র) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমর ও ইব্ন 'উমর (রা) সেখানে অবতরণ করেছেন। নাফি' (র) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, ইব্ন 'উমর (রা) মুহাসসাবে যোহর ও 'আসরের সালাত আদায় করতেন। আমার মনে হচ্ছে, তিনি মাগরিবের কথাও বলেছেন। খালিদ (রা) বলেন, 'ইশা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই এবং তিনি সেখানে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। এ কথা ইব্ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করতেন।

১১০৭ بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

১১০৯. পরিচ্ছেদ ৪ মক্কা থেকে ফিরার সময় যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা। মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা (র)... ইব্ন 'উমর (রা) বর্ণিত যে, তিনি যখনই মক্কা আসতেন তখনই যু-তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন। আর সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। ফিরার সময়ও তিনি যু-তুয়ার দিকে যেতেন এবং সেখানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। ইব্ন 'উমর (রা) বলতেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

১১১০ بَابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

১১১০. পরিচ্ছেদ ৪ (হজ্জের) 'মৌসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারে বেচা-কেনা

১৬৫৭ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيحٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتَجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ كَانَتْهُمْ كَرَهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ رُخَارَى شَرِيف (৩)—২৩



جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

[১৬৫৬] 'উসমান ইব্ন হায়সাম (রা)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে যুল-মাজাজ ও 'উকায লোকদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ইসলাম আসার পর মুসলিমগণ যেন তা অপছন্দ করতে লাগল, অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয় : 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই হজ্জের মৌসুমে' (২ : ১৯৮)।

### ১১১১. بَابُ الْإِدْلَاجِ مِنَ الْمَحْصَبِ

১১১১. পরিচ্ছেদ : মুহাসসাৰ থেকে শেষ রাতে রওয়ানা হওয়া

[১৬৫৭] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفَرِ فَقَالَتْ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقَرَى حَلَقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفَرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلَقَى عَقَرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوها فَلَقِينَاهُ مَدْلَجًا فَقَالَ مَوْعِدُكَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا .

[১৬৫৭] 'উমর ইব্ন হাফস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনের দিন সাফিয়া (রা)-এর ঋতু দেখা দিলে তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। নবী ﷺ তা শুনে 'আকরা', 'হালকা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং বললেন : সে কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? বলা হল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে চল। আবু 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা (মক্কায়) আসলাম, তখন আমাদের হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা)-এর ঋতু আরম্ভ হল। নবী ﷺ 'হালকা' 'আকরা', বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন : আমার ধারণা, সে তোমাদের আটকিয়েই ফেলবে। তারপর বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করছিলে? সাফিয়া (রা) বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন : তবে চল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো (উমরা আদায় করে) হালাল হইনি। তিনি বললেন : তাহলে এখন তুমি তানঈম থেকে 'উমরা আদায় করে নাও। তারপর তাঁর সঙ্গে তার ভাই [আবদুর রহমান ইব্ন আবু বাকর (রা)]

গেলেন। ‘আয়িশা (রা) বলেন, (‘উমরা আদায় করার পর) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, যখন তিনি শেষ রাতে (বিদায়ী তওয়াফের জন্য) যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : অমুক স্থানে তোমরা সাক্ষাত করবে।

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

১১১২. **بَابُ وَجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ**

১১১২. পরিচ্ছেদ : ‘উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত। ইব্ন ‘উমর (রা) বলেন, প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ও ‘উমরা অবশ্য পালনীয়। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনুল কারীমে হজ্জের সাথেই ‘উমরার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী : তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ‘উমরা পূর্ণভাবে আদায় কর। (২ : ১৯৬)

১৬৫৮. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .**

১৬৫৮. ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ‘উমরার পর আর এক ‘উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জের মাবরুরের প্রতিদান।

## ১১১৩. بَابُ مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

১১১৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হজ্জের আগে ‘উমরা আদায় করল

১৬৫৯. **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ .**

১৬৫৯. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ইকরিমা ইব্ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন ‘উমর (রা)-কে হজ্জের আগে ‘উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। ইকরিমা (র) বলেন, ইব্ন ‘উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ হজ্জের আগে ‘উমরা আদায় করেছেন। ইবরাহীম ইব্ন সা‘দ (র) ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা ইব্ন খালিদ (র) বলেছেন, আমি ইব্ন ‘উমর (রা)-কে

জিজ্ঞাসা করলাম। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১৬৭০ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ .

১৬৬০ ‘আমর ইবনে ‘আলী (র)... ‘ইকরিমা ইবন খালিদ (র) বলেন, আমি ইবন ‘উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। অবশিষ্ট অংশে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১১১৪ بَابُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

১১১৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কতবার ‘উমরা করেছেন।

১৬৭১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَأَدَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانًا عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمُّهُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمَرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ .

১৬৬১ কুতায়বা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ‘উরওয়া ইবন যুবাইর (র) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) ‘আয়িশা (রা)-এর হজরার পাশে বসে আছেন। ইতিমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাঁকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ‘আত। এরপর ‘উরওয়া ইবন যুবাইর (র) তাঁকে বললেন, নবী ﷺ কতবার ‘উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। আমরা তাঁর কথা রদ করা পছন্দ করলাম না। আমরা উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশা (রা)-এর হজরার ভিতর থেকে তাঁর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন ‘উরওয়া (রা) বললেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু ‘আবদুর রাহমান কি বলছেন, আপনি কি শুনেন নি? ‘আয়িশা (রা) বললেন, তিনি কী বলছেন? ‘উরওয়া (র) বললেন, তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার ‘উমরা আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। ‘আয়িশা (রা) বললেন, আবু ‘আবদুর রাহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোন ‘উমরা আদায় করেননি, যে তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে কখনো ‘উমরা আদায় করেননি।

১৬৬২ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ .

১৬৬২ আবু 'আসিম (র)... 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে কখনো 'উমরা আদায় করেননি।

১৬৬৩ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةً أَرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً .

১৬৬৩ হাসসান ইব্ন হাসসান (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। তন্মধ্যে হুদায়বিয়ার 'উমরা যুল-কা'দা মাসে যখন মুশরিকরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়েছিল। পরবর্তী বছরের যুল-কা'দা মাসের 'উমরা, যখন মুশরিকদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল জী'রানার 'উমরা, যেখানে নবী ﷺ গনীমতের মাল, সম্ভবতঃ হুদায়নের যুদ্ধে বন্টন করেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার।

১৬৬৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৬৪ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ একবার 'উমরা করেছেন যখন তাঁকে মুশরিকরা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পরবর্তী বছর ছিল হুদায়বিয়ার (চুক্তি অনুযায়ী) 'উমরা, (তৃতীয়) 'উমরা (জী'রানা) যুল-কা'দা মাসে আর হজ্জের মাসে অপর একটি 'উমরা করেছেন।

১৬৬৫ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৬৫ হুদবা ইব্ন খালিদ (র)... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি 'উমরা করেছেন। তন্মধ্যে হজ্জের মাসে যে 'উমরা করেছেন তা ছাড়া বাকী সব 'উমরাই যুল-কা'দা মাসে করেছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার 'উমরা, পরবর্তী বছরের 'উমরা, জী'রানার 'উমরা, যেখানে তিনি হুদায়নের মালে গনীমত

বন্টন করেছিলেন এবং হজ্জের মাসে আদায়কৃত 'উমরা।

১৬৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مُسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ مُسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ .

১৬৬৬ আহমদ ইবন 'উসমান (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরুক, 'আতা এবং মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-কা'দা মাসে হজ্জের আগে 'উমরা করেছেন। রাবী বলেন, আমি বারা' ইবন 'আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করার আগে দু'বার যুল-কা'দা মাসে 'উমরা করেছেন।

## ১১১৫. بَابُ عُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

১১১৫. অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে 'উমরা আদায় করা

১৬৬৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَاءُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَسَيَّتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِينَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاصِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فَلَانٍ وَابْنُهُ لَزَّوْجَهَا وَابْنُهَا وَتَرَكَ نَاصِحًا نَنْضِجُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا أَكَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْحُوا مِمَّا قَالَ .

১৬৬৭ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন : আমাদের সঙ্গে হজ্জ করতে তোমার বাঁধা কিসের? ইবন 'আব্বাস (রা) মহিলার নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। মহিলা বলল, আমাদের একটি পানি বহনকারী উট ছিল। কিন্তু তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (অর্থাৎ মহিলার স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গেছেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। নবী ﷺ বললেন : আচ্ছা, রমযান এলে তখন 'উমরা করে নিও। কেননা, রমযানের একটি 'উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। অথবা সেরূপ কোন কথা তিনি বলেছিলেন।

## ১১১৬. بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَهَا

১১১৬. পরিচ্ছেদ : মুহাসসাবেঁর রাতে ও অন্য সময়ে 'উমরা করা

۱৬৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِقِينَ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِالْحَجِّ فَلْيَهْلُ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَا هَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنْهَا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهَا مَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ وَكَنتُ مِمَّنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَأُظْلِمَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرْفُضِي عُمْرَتِكَ وَأَنْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَاهْلِي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي .

১৬৬৮ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম যখন যিলহজ্জ আগতপ্রায়। তখন তিনি আমাদের বললেন : তোমাদের মধ্যে যে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়। আর যে 'উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে যেন 'উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তা হলে অবশ্যই আমি 'উমরার ইহরাম বাঁধতাম। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আবার কেউ হজ্জের। যারা 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের একজন। 'আরাফার দিন এল, তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। নবী ﷺ-এর নিকট তা জানালাম। তিনি বললেন : 'উমরা ছেড়ে দাও এবং মাথার বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও। তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধ। যখন মুহাসসাবের রাত হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সঙ্গে (আমার ভাই) 'আবদুর রাহমানকে তান'ঈমে পাঠালেন এবং আমি ছেড়ে দেওয়া 'উমরার স্থলে নতুনভাবে 'উমরার ইহরাম বাঁধলাম।

## ১১১৭-بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

১১১৭. পরিচ্ছেদ : তান'ঈম থেকে 'উমরা করা

۱৬৬৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَمْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيَعْمُرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا وَكَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍ .

১৬৬৯ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আবদুর রাহমান ইবন আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে তাঁর সাওয়ারীর পিঠে 'আয়িশা (রা)-কে বসিয়ে তান'ঈম থেকে 'উমরা করানোর নির্দেশ দেন। রাবী সুফিয়ান (র) একবার বলেন, এ হাদীস আমি 'আমরের কাছে বহুবার শুনেছি।

۱۶۷۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلَى قَدَمٍ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَقْصِرُوا وَيَحْلُوا إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَى وَذَكَرَ أَحَدُنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ وَإِنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطْفُ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهَّرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ .

১৬৭০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়ের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তার ইহরাম বাঁধলাম। নবী ﷺ এ ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করতে এবং তাওয়াফ করে এরপরে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রয়েছে (তারা হালাল হবে না)। তাঁরা বললেন, আমরা মীনার দিকে রওয়ানা হবো এমতাবস্থায় আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এসেছে। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন : যদি আমি এ ব্যাপার পূর্বে জানতাম, যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনতাম না। আর যদি কুরবানীর পশু আমার সঙ্গে না থাকত অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। আর (একবার) 'আয়িশা (রা)-এর ঋতু দেখা দিল। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সব কাজই সম্পন্ন করে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর যখন তিনি পাক হলেন এবং তাওয়াফ করলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা তো হজ্জ এবং 'উমরা উভয়টি পালন করে ফিরছেন, আমি কি শুধু হজ্জ করেই ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আবদুর রাহমান ইবন আবু বাকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তান'ঈমে যায়। তারপর যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ আদায়ের পর 'আয়িশা (রা) 'উমরা আদায় করলেন। নবী ﷺ যখন জামরাতুল 'আকাবায় কংকর মারছিলেন তখন সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শুম (রা)-এর নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ হজ্জের মাসে 'উমরা আদায় করা কি আপনাদের জন্য খাস? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, এতো চিরদিনের (সকলের) জন্য।

## ১১১৮. بَابُ الْأَعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

১১১৮. পরিচ্ছেদ : হজ্জের পর ‘উমরা আদায় করাতে কুরবানী ওয়াজিব হয় না

[১৬৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَهْلَ بِحِجَّةٍ فَلْيَهْلُ وَلَوْ لَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَاهْلَتُ بِعُمْرَةٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِحِجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعِيَ عُمْرَتِكَ وَانْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرَدَفَهَا فَأَهْلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ .

[১৬৯] মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যিলহজ্জ মাস আগত প্রায়, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধতে চায়, সে যেন ‘উমরার ইহ্রাম বেঁধে নেয়। আর যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে চায় সে যেন হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তাহলে অবশ্যই আমি ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধতাম। তাই তাঁদের কেউ ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন আর কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন। যারা ‘উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। এরপর মক্কা পৌঁছার আগেই আমার ঋতু দেখা দিল। ‘আরাফার দিবস চলে এল, আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমার এ অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন : ‘উমরা ছেড়ে দাও। আর বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও। তারপর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম। মুহাস্সাবের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে ‘আবদুর রাহমানকে তানঈম পাঠালেন। (রাবী বলেন) ‘আবদুর রাহমান (রা) তাঁকে সাওয়ারীতে নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। তারপর ‘আয়িশা (রা) আগের ‘উমরার স্থলে নতুন ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। এমনিভাবেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হজ্জ এবং ‘উমরা উভয়টিই পূরা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এর কোন ক্ষেত্রেই কুরবানী বা সাদাকা দিতে কিংবা সিয়াম পালন করতে হয়নি।

## ১১১৯. بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النُّصَبِ

১১১৯. পরিচ্ছেদ : কষ্ট অনুপাতে ‘উমরার সাওয়াব

বুখারী শরীফ (৩)—২৪



১৬৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِسُكَيْنٍ وَاصْدُرْ بِسُكَيْنٍ فَقِيلَ لَهَا  
اِنتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتَ فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَاهْلِي ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَكَانٍ كَذَا وَلَكِنَّا عَلَى قَدَرٍ نَفَقَتِكَ أَوْتَصَبِكَ .

১৬৭২ মুসাদ্দাদ (র)... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাহাবীগণ ফিরছেন দু'টি নুসূক (অর্থাৎ হজ্জ এবং 'উমরা) পালন করে আর আমি ফিরছি একটি নুসূক (শুধু হজ্জ) আদায় করে। তাকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন তুমি পবিত্র হবে তখন তান'ঈমে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে এরপর অমুক স্থানে আমাদের কাছে আসবে। এ 'উমরা (এর সাওয়াব) হবে তোমার খরচ বা কষ্ট অনুপাতে।

## ১১২. بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১১২০. পরিচ্ছেদ : 'উমরা আদায়কারী 'উমরার তাওয়াফ করে রওয়ানা হলে, তা কি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে?

১৬৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَرُمِ الْحَجِّ فَتَزَلْنَا بِسَرِفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ  
يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَاحْبَبْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ  
أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدًى فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ سَمِعْتُكَ  
تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتُ فَمَنْعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قُلْتُ لَا أَصَلَّى قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْتَ مِنْ بَنَاتِ أَدَمَ كُتِبَ  
عَلَيْكَ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَ فَكُونِي فِي حَجَّتِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرَزُقَكَهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مَنَى فَتَزَلْنَا الْمُحْصَبَ  
فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَخْرُجْ بِأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهْلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا هَاهُنَا فَاتَيْنَا  
فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَعْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ  
صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ .

১৬৭৩ আবু নু'আয়ম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, হজ্জের মাসে এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের উদ্দেশ্যে। যখন সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে বললেন : যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই এবং সে এই ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করতে চায়, সে যেন তা করে নেয় (অর্থাৎ 'উমরা করে হালাল হয়)। আর

যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার আছে সে এরূপ করবে না (অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না)। নবী ﷺ ও তাঁর কয়েকজন সমর্থ সাহাবীর নিকট কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁদের ‘উমরা হয়নি। [‘আয়িশা (রা) বললেন] আমি কাঁদছিলাম, এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন : তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি ‘আপনার সাহাবীগণকে যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমি তো ‘উমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি। নবী ﷺ বললেন : তোমার কি অবস্থা? আমি বললাম, আমি তো সালাত আদায় করছি না। তিনি বললেন : এতে তোমার ক্ষতি হবে না। তুমি তো একজন আদম কন্যাই। তাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিল তোমার জন্যও তা লিখিত হয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার হজ্জ আদায় কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে ‘উমরাও দান করবেন। ‘আয়িশা (রা) বলেন, আমি এ অবস্থায়ই থেকে গেলাম এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুহাস্সাবে অবতরণ করলাম। তারপর নবী ﷺ ‘আবদুর রাহমান (রা)-কে ডেকে বললেন : তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। সেখান থেকে যেন সে ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধে। তারপর তোমরা তাওয়াফ করে নিবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব। আমরা মধ্যরাতে এলাম। তিনি বললেন : তোমরা কি তাওয়াফ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। এ সময় তিনি সাহাবীগণকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তাই লোকজন এবং যারা ফজরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন তাঁরা রওয়ানা হলেন। তারপর নবী ﷺ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

## ১১২২. بَابُ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

১১২১. পরিচ্ছেদ : হজ্জে যে কাজ করা হয় ‘উমরাতেও তাই করবে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجَعْرِانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَتَرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ أَنْيَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَى أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْتَظِرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَفَطِيطُ الْبَكْرِ فَلَمَّا سَرَى عَنْهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَأَغْسِلْ أَثَرَ الْخُلُقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَأَصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ .

[১৬৭৪] আবু নু‘আইম (র)... ই‘য়াল্লা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জি‘ররানাতে ছিলেন। এ সময় জুব্বা পরিহিত একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনি ‘উমরাতে আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দেন? লোকটির জুব্বাতে খালুক বা হল্‌দে রঙের দাগ ছিল। এ সময় আল্লাহ তা‘আলা নবী ﷺ-এর উপর অহী নাযিল করলেন। নবী ﷺ-কে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া

হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে বললাম, আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় আমি নবী ﷺ-কে দেখতে চাই। 'উমর (রা) বললেন, এসো, আল্লাহ নবী ﷺ-এর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় তুমি কি তাঁকে দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হাঁ। তারপর 'উমর (রা) কাপড়ের একটি কোণ উঁচু করে ধরলেন। আমি তাঁর দিকে নজর করলাম। নবী ﷺ আওয়ায করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলছিলেন, উটের আওয়াযের মত আওয়ায। এ অবস্থা নবী ﷺ থেকে দূরীভূত হলে তিনি বললেন : 'উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন : তুমি তোমার থেকে জুকাটি খুলে ফেল, খালকের চিহ্ন ধুয়ে ফেল এবং হলদে রং পরিষ্কার করে নাও। আর তোমার হজ্জে যা করেছ 'উমরাতে তুমি তা-ই করবে।

۱۷۷۵ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، فَلَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةَ حَذُو قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عَمْرَتِهِ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৬৭৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে একবার নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা)-কে বললাম, আল্লাহর বাণী : সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করে, তার কোন পাপ নেই। (২ : ১৫৮) তাই সাফা-মারওয়ার সা'য়ী না করা আমি কারো পক্ষে অপরাধ মনে করি না। 'আয়িশা (রা) বলেন, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তুমি যেমন বলছ, ব্যাপারটি তেমন হলে আয়াতটি অবশ্যই এমন হত : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا অর্থাৎ এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করলে কোন পাপ নেই। এ আয়াত তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তারা মানাতের জন্য ইহ্রাম বাঁধত। আর মানাত কুদায়দের সামনে ছিল। তাই আনসাররা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী

করে, তার কোন পাপ নেই।' সুফিয়ান ও আবু মু'আবিয়া (রা) হিশাম (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে আল্লাহ কারো হজ্জ এবং 'উমরাকে পূর্ণাঙ্গ গণ্য করেন না।

### ১১২২ بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يَقْصِرُوا وَيَحِلُّوا ১১২২. পরিচ্ছেদ : 'উমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে। 'আতা (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তাদের হজ্জকে 'উমরায় রূপান্তরিত করার পর তাওয়াফ করে চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

۱۶۷۶ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطَفْنَا مَعَهُ وَآتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَاتَيْنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِخَدِيجَةَ قَالَ بَشَرُوا لِخَدِيجَةَ بِنَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ .

১৬৭৬ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে 'উমরা করলাম। তিনি মক্কা প্রবেশ করে তাওয়াফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা-মারওয়ায় সা'যী করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সা'যী করলাম। আর আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে লুকিয়ে রাখছিলাম যাতে কোন মুশরিক তাঁর প্রতি কোন কিছু নিক্ষেপ করতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এক সাথী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রা) সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন : খাদীজাকে বেহেশতের মাঝে একটি মোতি দিয়ে নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও যেখানে কোন শোরগোল থাকবে না এবং কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশও থাকবে না।

۱۶۷۷ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ آيَاتِي إِمْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

[১৬৭৭] হুমায়দী (র)... 'আমর ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমরার মাঝে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ না করে যে স্ত্রীর নিকট গমন করে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ইব্ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, নবী ﷺ (মক্কায়ে) এসে বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ইব্রাহীমের পাশে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এরপর সাতবার সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেছেন। আর তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তো রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝেই। (রাবী) 'আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কেও আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ তার স্ত্রীর নিকট অবশ্যই যাবে না।

[১৬৭৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهَلَّتْ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا هَلَالٌ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَسَنْتُ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَهَلَّ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي ثُمَّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحَلَّهُ .

[১৬৭৮] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কার বাতহায় অবতরণ করলে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : তুমি কি হজ্জ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর ইহরামের মত আমিও ইহরামের তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন : ভাল করেছ। এখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যাও। তারপর আমি বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে কায়স গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম এবং 'উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত আমি এভাবেই ফতোয়া দিতে থাকি। 'উমর (রা) বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি আমরা নবী ﷺ-এর বাণী গ্রহণ করি তাহলে নবী ﷺ কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত হালাল হননি।

[১৬৭৯] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُّونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَقَدْ نَزَّلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهَرْنَا قَلِيلَةً أَرْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَقُلَانُ وَقُلَانُ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَهَلَّلْنَا ثُمَّ أَهَلَّلْنَا مِنَ الْعِشِيِّ بِالْحَجِّ .

**১৬৭৯** আহমদ (র)... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, যখনই আসমা (রা) হাজ্জুন এলাকা দিয়ে গমন করতেন তখনই তাঁকে বলতে শুনেছেন **صَلَّى اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ** আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি রহমত নাযিল করুন, এ স্থানে আমরা নবী **ﷺ**-এর সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম। তখন আমাদের বোঝা ছিল খুব অল্প, যানবাহন ছিল একেবারে নগণ্য এবং সম্বল ছিল খুবই কম। আমি, আমার বোন 'আয়িশা (রা), যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক 'উমরা আদায় করলাম। তারপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে আমরা সকলেই হালাল হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যাকালে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম।

### ১১২২ **بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزَا**

১১২৩. পরিচ্ছেদ : হজ্জ, 'উমরা ও জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি (দু'আ) বলবে

**১৬৮০** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

**১৬৮০** 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** যখনই কোন জিহাদ, বা হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং পরে বলতেন : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী ও তাওবাকারী, 'ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

### ১১২৪ **بَابُ اسْتِئْثَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالْثَلَاثَةَ عَلَى الدَّابَّةِ**

১১২৪. পরিচ্ছেদ : আগমনকারী হাজীদের খোশ-আমদেদ জানান এবং একই বাহনে তিনজন একত্রে সওয়ার হওয়া

**১৬৮১** حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَتْ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ .

১৬৮১ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এলে 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে খোশ-আমদেদ জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারীর সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নেন।

## ১১২৫. بَابُ الْفُتُومِ بِالْفَدَاةِ

১১২৫. পরিচ্ছেদ : সকালে বাড়ি পৌছা

১৬৮২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ .

১৬৮২ আহমদ ইবন হাজ্জাজ (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'মসজিদে শাজারাতে' সালাত আদায় করতেন। আর যখন ফিরতেন, যুল-হলাইফার বাতনুল-ওয়াদীতে সালাত আদায় করতেন এবং এখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

## ১১২৬. بَابُ الدُّخُولِ بِالْعِشِيِّ

১১২৬. পরিচ্ছেদ : বিকালে বাড়িতে প্রবেশ করা

১৬৮৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدُوَةً أَوْ عَشِيَّةً .

১৬৮৩ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে কখনো পরিবারের কাছে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে ছাড়া পরিবারের কাছে প্রবেশ করতেন না।

## ১১২৭. بَابُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

১১২৭. পরিচ্ছেদ : শহরে পৌছে রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে না

১৬৮৪ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا .

১৬৮৪ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

## ১১২৮- بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

১১২৮. পরিচ্ছেদ : মদীনা পৌছে যে ব্যক্তি তার উটনী দ্রুত চালায়

১৬৮৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَكَهَا .

১৬৮৫ সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম (র)... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে যখন মদীনার উঁচু রাস্তাগুলো দেখতেন তখন তিনি তাঁর উটনী দ্রুতগতিতে চালাতেন আর বাহন অন্য জানোয়ার হলে তিনি তাকে তাড়া দিতেন।

১৬৮৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جُدْرَاتُ، تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَكَهَا مِنْ حَبِهَا .

১৬৮৬ কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, جُدْرَات (উঁচু রাস্তা)-এর পরিবর্তে جُدْرَات (দেয়ালগুলো) শব্দ বলেছেন। হারিস ইবন 'উমায়র (র) ইসমাঈল (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হারিস ইবন 'উমায়র হুমায়দ (র) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলেছেন, মদীনার মহব্বতে তিনি বাহনকে দ্রুত চালিত করতেন।

## ১১২৯- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

১১২৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর

১৬৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجَّوْا فَجَآؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عَيْرٌ بِذَلِكَ فَتَزَلَّتْ : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا .

১৬৮৭ আবুল ওয়ালিদ (র)... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বারা' (রা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ করে এসে আনসারগণ তাদের বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ফিরে এসে তার বাড়ির



সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে এ জন্য লজ্জা দেওয়া হয়। তখনই নাযিল হয় : পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা (সামনের) দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। (২ : ১৮৯)

## ১১২. بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ

১১৩০. পরিচ্ছেদ : সফর 'অ' যাবের একটি অংশ

১৬৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، وَنَوْمَهُ فَإِذَا قُضِيَ نَهْمَتُهُ فَلْيُعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ .

১৬৮৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, সফর 'আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

## ১১৩. بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّهِ السَّيْرُ وَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ

১১৩১. পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের সফর দ্রুত করা ও করে শীঘ্র বাড়ি ফেরা

১৬৮৯ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَبَّغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةً وَجَمْعَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّهِ السَّيْرَ آخَرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

১৬৮৯ সা'ঈদ ইব্ন আবু মারইয়াম (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার পথে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। সাফিয়া বিনত আবু 'উবায়দ (রা)-এর গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি গতি বাড়িয়ে দিলেন। (পশ্চিম আকাশের) লালিমা অদৃশ্য হবার পর সাওয়ারী থেকে নেমে মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। তারপর বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করতেন।

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\*

১১৩২. **بَابُ الْمُحْصَرِّ وَجَزَاءِ الصَّيِّدِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ وَقَالَ عَطَاءٌ الْأَحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَصُورًا لَا يَأْتِي النِّسَاءَ**

১১৩২. পরিচ্ছেদ : পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও শিকার জন্তুর বিনিময়। আর মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। যে পর্যন্ত কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে না পৌঁছে, তোমরা মাথামুণ্ডন করবে না (২ : ১৯৬)। ‘আতা (র) বলেন, **الْأَحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ** - যা আটকিয়ে রাখে বা বাধা সৃষ্টি করে তাকে ইহসার বলে। আবু ‘আবদুল্লাহ (র) বলেন, **حَصُورًا** - (হাসুর) মানে যিনি স্ত্রী সম্বোগ করেন না।

## ১১৩৩. **بَابُ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ**

১১৩৩. পরিচ্ছেদ : ‘উমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়

[১৬৯০] **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا قَالَ إِنْ صُدِدْتُمْ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلُ بَعْضَةِ مَنْ أَجَلَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَهْلَ بَعْضَةِ عَامِ الْحُدَيْبِيَّةِ .**

[১৬৯০] ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... নাকি’ (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাঙ্গামা চলাকালে ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) ‘উমরার নিয়ত করে মক্কায় রওয়ানা হওয়ার পর বললেন, বায়তুল্লাহর পথে বাধাগ্রস্ত হলে, তাই করব যা করেছিলাম আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি ‘উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও হুদায়বিয়ার বছর ‘উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।

[১৬৯১] **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِيَأْتِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَتَحَرَّ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيُهُ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ وَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّا مَعَهُ فَأَهْلُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حُجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَاهْدَى وَكَانَ يَقُولُ**

لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ .

**১৬৯১** 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র)... নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ও সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) উভয়ই তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, যে বছর হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ) বাহিনী ইব্ন যুবার (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, সে সময়ে তাঁরা উভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বুঝালেন। তাঁরা বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশঙ্কা করছি, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু বায়তুল্লাহর পথে কাফির কুরায়শরা আমাদের বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তাই নবী ﷺ কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন। এখন আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার নিজের জন্য 'উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি। আল্লাহ চাহেন তো আমি এখন রওয়ানা হয়ে যাব। যদি আমার এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা না আসে তাহলে আমি তাওয়াফ করে নিব। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমি তখনই সেরূপ করব যে রূপ নবী ﷺ করেছিলেন আর আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তারপর তিনি যুল-হুলাইফা থেকে 'উমরার ইহ্রাম বেঁধে কিছুক্ষণ চললেন, এরপরে বললেন, হজ্জ এবং 'উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই আমি আমার 'উমরার সাথে হজ্জও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিলাম। তাই তিনি হজ্জ ও 'উমরা কোনটি থেকেই হালাল হননি। অবশেষে কুরবানীর দিন কুরবানী করলেন এবং হালাল হলেন। তিনি বলতেন, আমরা হালাল হব না যতক্ষণ পর্যন্ত না মক্কায় প্রবেশ করে একটি তাওয়াফ করে নিই।

**১৬৯২** حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتُ بِهَذَا .

**১৬৯২** মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন এক ছেলে তাঁর পিতাকে বললেন, যদি আপনি এ বছর বাড়িতে অবস্থান করতেন (তাহলে আপনার জন্য কতই না কল্যাণকর হত)!

**১৬৯৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أُحْصِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحُلِقَ رَأْسُهُ وَجَامَعَ نِسَائَهُ وَتَحَرَّ هَدْيُهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا .

**১৬৯৩** মুহাম্মদ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হৃদয়বিষাতে) বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই তিনি মাথা কামিয়ে নেন। স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রেরিত জানোয়ার কুরবানী করেন। অবশেষে পরবর্তী বছর 'উমরা আদায় করেন।

## ১১২৪. بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

১১৩৪. অনুচ্ছেদ : হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

[১৬৭৬] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْجَّ عَامًا قَابِلًا فَيَهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدًيًا ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ .

[১৬৯৪] আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)... সালিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন 'উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাতই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তোমাদের কেউ যদি হজ্জ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সে যেন ('উমরার জন্য) বায়তুল্লাহর ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করে সব কিছু থেকে হালাল হয়ে যায়। অবশেষে পরবর্তী বছর হজ্জ আদায় করে নেয়। তখন সে কুরবানী করবে আর যদি কুরবানী দিতে না পারে তবে সিয়াম পালন করবে। আবদুল্লাহ (র).... ইবন 'উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## ১১২৫. بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَضَرِ

১১৩৫. পরিচ্ছেদ : বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা

[১৬৭৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُروَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ .

[১৬৯৫] মাহমুদ (রা)... মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা কামানোর আগেই কুরবানী করেন এবং সাহাবাদের অনুরূপ করার নির্দেশ দেন।

[১৬৭৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَلَامًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قَرِيشٍ نُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ .

[১৬৯৬] মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র)... নাকি (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ এবং সালিম (রা) উভয়েই 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে 'উমরার নিয়ত করে আমরা রওয়ানা হলে যখন কুরায়শের কাফিররা বায়তুল্লাহর অনতিদূরে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট কুরবানী করেন এবং মাথা কামিয়ে ফেলেন।

১১৩৬ بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِّ بَدَلٌ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شَيْبَلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّدِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُدْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلَوْا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذَكَّرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَّةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ

১১৩৬. পরিচ্ছেদ : যার মতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব নয়। রাওহ (র) থেকে বর্ণিত যে, কাযা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে তার হজ্জ জ্বী উপভোগ করে নষ্ট করে দিয়েছে। তবে প্রকৃত ওয়র কিংবা অন্য কোন বাধা থাকলে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে (কাযার জন্য) ফিরে আসতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট কুরবানীর পশু থাকলে সেখানেই কুরবানী দিয়ে (হালাল হয়ে যাবে) যদি পশু কুরবানীর স্থানে পাঠাতে অক্ষম হয়। আর যদি সে তা পাঠাতে পারে তা হলে কুরবানীর জানোয়ারটি তার স্থানে না পৌছা পর্যন্ত হালাল হবে না। ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, সে যে কোন স্থানে কুরবানীর পশুটি যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিতে পারবে। তার উপর কোন কাযা নেই। কেননা, হৃদায়বিয়াতে তাওয়াফের আগে এবং কুরবানীর জানোয়ার বায়তুল্লাহয় পৌছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যবেহ করেছেন, মাথা কামিয়েছেন এবং হালাল হয়ে গিয়েছেন। এর কোন উল্লেখও নেই যে, এরপর নবী করীম ﷺ কাউকে কাযা করার বা (পুনরায় হজ্জ আদায় করার জন্য) ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ হৃদায়বিয়া হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত।

১৬৭৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجِبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِي عَنْهُ وَاهْدَى .

**১৬৯৭** ইসমা'ঈল (র)... নাবি' (র) থেকে বর্ণিত যে, (মক্কা মুকাররামায়) গোলযোগ চলাকালে 'উমরার' নিয়ত করে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন, বায়তুল্লাহ থেকে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে তাই করব যা করেছিলাম আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কারণ, নবী করীম ﷺ-ও হুদায়বিয়ার বছর 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। তারপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) নিজের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে বললেন, উভয়টিই (হজ্জ ও 'উমরা) এক রকম। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, উভয়টি তো একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'উমরার সাথে হজ্জকে ওয়াজিব করে নিলাম। তিনি উভয়টির জন্য একই তাওয়াফ করলেন এবং এটাই তাঁর পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করেন, আর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছিলেন।

**১১২৭** **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ**  
**وَهُوَ خَيْرٌ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ**

১১৩৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্রেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদয়া দিবে।' এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তবে সিয়াম পালন করলে তিন দিন করবে।

**১৬৯৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ أَذَاكَ هَوَامُكَ ، قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ .

**১৬৯৮** 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বোধ হয় তোমার এই কীটেরা (উকুন) তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা একটি বকরী কুরবানী কর।

**১১২৮** **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: أَوْ صَدَقَةٍ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ**

১১৩৮. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : অথবা সাদকা অর্থাৎ ছয়জন মিসকীনকে খাওয়ানো

**১৬৯৯** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَرَأْسِي يَتَهَاوَتْ قَمْلًا فَقَالَ أَيُّوْذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ احْلِقْ قَالَ فَيَ نَزَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَيْنِ سِتَّةٍ أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ .

**১৬৯৯** আবু নু'আইম (র)... কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে দাঁড়ালেন। এ সময় আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার এই কীটগুলো (উকুন) কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন : মাথা মুড়িয়ে নাও অথবা বললেন, মুড়িয়ে নাও। কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) বলেন, আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এই আয়াতটি : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্রেশ থাকে... (২ : ১৯৬)। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তিনদিন সিয়াম পালন কর কিংবা এক ফরক (তিন সা' পরিমাণ) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে সাদকা কর, অথবা কুরবানী কর যা তোমার জন্য সহজসাধ্য।

### ১১৩৯. بَابُ الْأَطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

১১৩৯. পরিচ্ছেদ : ফিদয়ার দেয় খাদ্য অর্ধ সা' পরিমাণ

**১৭০০** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ ، فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَةٌ حُمِلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمَلَ يَتَنَاقَرُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَّغَ بِكَ مَا أَرَى ، تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَصُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ اطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ .

**১৭০০** আবুল ওলীদ (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা)-এর পাশে বসে তাঁকে ফিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ আয়াত বিশেষভাবে আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তবে এ হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্যই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। তিনি বললেন : তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি, আমার তো আগে এ ধারণা ছিল না। তুমি কি একটি বকরীর ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা' করে খাওয়াও।

### ১১৪০. بَابُ النُّسْكَ شَاةً

১১৪০. পরিচ্ছেদ : নুসূক হলো বকরী কুরবানী

**১৭০১** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شَيْبٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَاهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّذِيكَ هَؤُلَاءِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ الْفِدْيَةُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يَهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَاهُ وَقَمَلَهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ .

[১৭০১] ইসহাক (র)... কা'ব ইবন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চেহারা উকুন ঝরে পড়তে দেখে তাঁকে বললেন : এই কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়বিষায় ছিলেন। এখানেই তাঁদের হালাল হয়ে যেতে হবে এ বিষয়টি তখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তাঁরা মক্কায় প্রবেশের আশা করছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ফিদয়ার হুকুম নাযিল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এক ফরক খাদ্যশস্য ছয়জন মিসকীনের মধ্যে দিতে কিংবা একটি বকরী কুরবানী করতে অথবা তিন দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... কা'ব ইবন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, তাঁর চেহারার উপর উকুন পড়ছে। এর বাকি অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

## ১১৬১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَلَا رَفْتَ

১১৪১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : স্ত্রী সজ্জাগ নেই

[১৭.২] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

[১৭০২] সুলায়মান ইবন হারব (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল এবং স্ত্রী সহবাস করল না এবং অন্যায় আচরণও করল না, সে প্রত্যাবর্তন করবে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে।

## ১১৬২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا تَسْأَلُوا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

১১৪২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : হজ্জের সময়ে অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ

নেই (২ : ১৯৭)

[১৭.৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

বুখারী শরীফ (৩) — ১৬৬



১৭০৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হল না এবং আল্লাহর নাফরমানী করল না, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে (হজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে।

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১১৪৩ بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَتَحْوِيهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا ۚ بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، أَجَلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْسِّيَارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

১১৪৩. পরিচ্ছেদ : শিকার জন্তু এবং অনুরূপ কিছুর বিনিময়

আর মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা করলে যা হত্যা করল এর বিনিময় হল অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা তার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও (পর্যটকদের) ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৫ : ৯৫-৯৬)

১১৪৪ بَابُ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمَحْرَمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَبْنِ عَبَّاسٌ وَأَنْسٌ بِالدَّبْعِ بَسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوَ الْإِبِلِ وَالْفِئَمِ وَالْبَقَرِ وَالْدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلٌ قُلْتُ مِثْلٌ، فَإِذَا كَسَرْتَ عِدْلٌ، فَهُوَ زَنْةٌ ذَلِكَ قِيَامًا قِيَامًا يَعْدِلُونَ، يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا

১১৪৪. পরিচ্ছেদ : মুহরিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে শিকারকৃত জন্তু মুহরিমকে উপহার দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে

ইবন 'আব্বাস (রা) ও আনাস (রা) শিকার ছাড়া অন্য কোন প্রাণী যবেহ করাতে মুহরিমের কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। যেমন উট, বকরী, গরু, মুরগী ও ঘোড়া। বলা হয় 'قَوَامًا' (কল্যাণ) এর অর্থ হল 'زَيْنًا' (সমান) এবং 'عَدْلًا' (অনুরূপ) এর অর্থ হল 'مِثْلًا' (অনুরূপ) এবং 'يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا' (সমকক্ষ দাঁড় করানো) এর অর্থ হল 'يَعْدِلُونَ'।

۱۷.۴ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمِ ، وَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ عَدُوًّا يَغْزُوهُ فَاَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ بَعْضٌ فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَاتَّبَعْتُهُ وَاسْتَعْتَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نَقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَأَسِيرُ شَاوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْنِينَ وَهُوَ قَائِلُ السُّفْيَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَهْلَكَ يَفْرُقُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَقْتَطِعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُّوْا وَهُمْ مُحْرَمُونَ .

১৭০৪ মু'আয ইবন ফাযালা (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর (শত্রুদের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) বের হলেন। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। নবী করীম ﷺ-কে বলা হল, একটি শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ দেখি যে, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। আমি তাকাতেই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। অমনিই আমি বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। সঙ্গীদের নিকট সহযোগিতা কামনা করলে সকলে আমাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। এরপর আমরা সকলেই ঐ জংলী গাধার গোশত খেলাম। এতে আমরা নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকা করলাম। তাই নবী করীম ﷺ-এর সন্ধানে আমার ঘোড়াটিকে কখনো দ্রুত কখনো আস্তে চালাচ্ছিলাম। মাঝরাতের দিকে গিফার গোত্রের এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছি? সে বললো, তা'হিন নামক স্থানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি। এখন তিনি সুকয়া নামক স্থানে কায়লুলায় (দুপুরের বিশ্রামে) আছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা করছে। তাই আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বন্য গাধা শিকার করেছি। এখনো তার বাকী অংশটুকু আমার নিকট রয়েছে। নবী করীম ﷺ কাওমের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা খাও। অথচ তাঁরা সকলেই তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

## ১১০. بَابُ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَقَطِنَ الْحَلَالِ

১১৪৫. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তিগণ শিকার জন্তু দেখে হাসাহাসি করার ফলে যদি ইহরামবিহীন ব্যক্তির তা বুঝে ফেলে

১৭০৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرَمْ فَأَتَيْنَا بِعَدُوٍّ بَغِيْقَةٍ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحَشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ فَتَنَظَّرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَعْتَنَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَشِينَا أَنْ نَقْطَعَ أَرْفَعَ فَرَسِي شَأْوًا وَاسِيرٌ عَلَيْهِ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْنٍ وَهُوَ قَائِلُ السَّقِيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَقْطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَاَنْظُرْهُمْ فَعَمِلُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِصْدْنَا حِمَارَ وَحَشٍ وَإِنْ عِنْدَنَا فَاضِلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوْا وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

১৭০৫ সাঈদ ইব্ন রাবী (র)... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সকল সাহাবীই ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি। এরপর আমাদেরকে গায়কা নামক স্থানে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে খবর দেয়া হলে আমরা শত্রুর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমার সংগী সাহাবীগণ একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। আমি সেদিকে তাকাতেই তাকে দেখে ফেললাম। সাথে সাথে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা দিয়ে গাধাটিকে আঘাত করে ঐ জায়গাতেই ফেলে দিলাম। তারপর তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরা সকলেই সাহায্য করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তবে আমরা সবাই এর গোশত খেলাম। এরপর গিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম। (এর পূর্বে) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকাবোধ করছিলাম। তাই আমি আমার ঘোড়াটি কখনো দ্রুতগতিতে আবার কখনো স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মধ্যরাতে গিয়ে গিফার গোত্রীয় এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেন, আমি তা'হিন নামক স্থানে তাঁকে রেখে এসেছি। তিনি এখন সুকয়া নামক স্থানে বিশ্রাম করছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং রহমতের দু'আ করেছেন। শত্রুরা আপনার থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এ ভয়ে তাঁরা আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। রাসূল ﷺ তাই করলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার করেছি। এর অবশিষ্ট কিছু অংশ এখনও আমাদের নিকট আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন : তোমরা খাও। অথচ তাঁরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায়।

### ১১৬৭. بَابُ لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

১১৬৬. পরিচ্ছেদ : শিকার জন্তু হত্যা করার ব্যাপারে মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না

১৭.৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثِ حٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَأَوْنَ شَيْئًا فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَحَشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرَمُونَ فَتَنَازَلْتُهُ فَآخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكْحَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَاتَّيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوا فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُّوهُ حَلَالٌ قَالَ لَنَا عَمْرُو إِذْ هَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُّوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَامَنَا .

১৭০৬ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ও 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা থেকে তিন মারহালা<sup>১</sup> দূরে অবস্থিত কাহা নামক স্থানে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। নবী করীম ﷺ ও আমাদের কেউ ইহরামধারী ছিলেন আর কেউ ছিলেন ইহরামবিহীন। এ সময় আমি আমার সাথে সাহাবীদেরকে দেখলাম তাঁরা একে অন্যকে কিছু দেখাচ্ছেন। আমি তাকাতেই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। (রাবী বলেন) এ সময় তার চাবুকটি পড়ে গেল। (তিনি আনিয়ে দেওয়ার কথা বললে) সকলেই বললেন, আমরা মুহরিম। তাই এ কাজে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। অবশেষে আমি নিজেই তা উঠিয়ে নিলাম এরপর টিলার পিছনদিক থেকে গাধাটির কাছে এসে তা শিকার করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বললেন, খাও, আবার কেউ বললেন, খেয়ো না। সুতরাং গাধাটি আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সকলের আগে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : খাও, এতো হালাল। সুফিয়ান (রা) বলেন, আমাদেরকে 'আমর ইবন দীনার বললেন, তোমরা সালিহ (র) এবং অন্যান্যের নিকট গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনি আমাদের এখানে আগমণ করেছিলেন।

### ১১৬৮. بَابُ لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْنَطِدَهُ الْحَلَالُ

১১৬৭. পরিচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার জন্তুর প্রতি ইশারা করবে না, যার ফলে

ইহরামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে নেয়

১৭০৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَانُ هُوَ ابْنُ مُوَهَّبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْتَقِيَ ، فَأَخْذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمْرَ وَحْشٍ ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمْرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أُنْثَى فَنَزَلُوا مِنْ لَحْمِهَا فَقَالُوا أْنَا كُلُّ لَحْمٍ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأُنْثَى فَلَمَّا آتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمًا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمَ فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أُنْثَى فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أْنَا كُلُّ لَحْمٍ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمْرُهُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا .

১৭০৭ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে তাঁর পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজে যাত্রা করলে তাঁরাও সকলে যাত্রা করলেন। তাঁদের থেকে একটি দলকে নবী করীম ﷺ অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত। তাই তাঁরা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন। ফিরার পথে তাঁরা সবাই ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবু কাতাদা (রা) গাধাগুলোর উপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তাঁরা সকলেই এর গোশত খেলেন। তারপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা (রা) এগুলোর উপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমাদের কেউ কি এর উপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইশারা করেছে? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে বাকী গোশত তোমরা খেয়ে নাও।

১১৪৮ بَابُ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

১১৪৮. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে তা কবুল করবে না

১৭০৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ السَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ يَوْدَانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرْمٌ.

১৭০৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... সা'ব ইব্ন জাস্‌সামা লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবওয়া বা ওয়াদান নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি জংলী গাধা হাদিয়া দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নবী ﷺ তাঁর চেহারা মলিনতা লক্ষ্য করে বললেন : তা আমি কখনো তোমার নিকট ফিরিয়ে দিতাম না যদি আমি মুহরিম না হতাম।

### ১১৬৭. بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

১১৪৯. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ইহরাম অবস্থায় কি কি প্রাণী বধ করতে পারে

১৭০৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ح وَحَدَّثَنِي أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرُبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

১৭০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করা মুহরিমের জন্য দৃশ্যনীয় নয়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার ও মুসাদ্দাদ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের একজন নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহরিম ব্যক্তি (নির্দিষ্ট) প্রাণী হত্যা করতে পারবে। আসবাগ ইব্ন ফারাজ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সূত্রে হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করাতে তার কোন দোষ নেই। (যেমন) কাক, চিল, ইঁদুর, বিষ্ণু ও পাগলা কুকুর।

১৭১০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ

وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

[১৭১০] ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী এত ক্ষতিকর যে, এগুলোকে হারম শরীফেও হত্যা করা যেতে পারে। (যেমন) কাক, চিল, বিছু, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

[১৭১১] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بَيْنِي إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَأَنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتْلُوهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبْتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْتُلُوهَا فَايْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَيْتُمْ شَرَّهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مَنِي مِنَ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا .

[১৭১১] 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনাতে পাহাড়ের কোন এক গুহায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় নাযিল হল তাঁর উপর সূরা ওয়াল মুরসালাত। তিনি সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন। আর আমি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে গ্রহণ করছিলাম। তাঁর মুখ (তিলাওয়াতের ফলে) সিক্ত ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের সামনে একটি সাপ লাফিয়ে পড়ল। নবী ﷺ বললেন : একে মেরে ফেল। আমরা দৌড়িয়ে গেলে সাপটি চলে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন : রক্ষা পেল সাপটি তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন তোমরা রক্ষা পেল এর অনিষ্ট থেকে। আবু 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মিনা হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সাপ মারাকে দোষ মনে করতেন না।

[১৭১২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزَجَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلزُّوْغِ فَوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ .

[১৭১২] ইসমাঈল (র)... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কাকলাসকে ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একে হত্যা করার আদেশ দিতে আমি তাঁকে শুনি নি।

১১০. بَابُ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ

১১৫০. পরিচ্ছেদ : হারম শরীফের কোন গাছ কাটা যাবে না। ইবন 'আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, হারম শরীফের কাঁটাও কর্তন করা যাবে না

[১৭১৩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا السَّيِّدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذُنَّ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْغَدِّ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعْتُهُ أَذْنًا يَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَاتَّكَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لَأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَغْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلَيَبْلُغَنَّ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًّا وَلَا فَارًا بِدَامٍ وَلَا فَارًا بِخَبْرَةٍ خَبْرَةً بَلِيَّةٌ.

[১৭১৩] কুতায়বা (র).... আবু শুরায়হ 'আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আমর ইব্ন সাঈদ (র)-কে বললেন, যখন 'আমর মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনাকে এমন কথা শুনাব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরের দিন ইরশাদ করেছিলেন। আমার দু'টি কান ঐ কথাগুলো শুনেছে, হৃদয় সেগুলোকে স্মৃতিতে ঐকে রেখেছে এবং আমার চোখ দুটো তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন তিনি কথাগুলো বলেছিলেন, তখন তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন : আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে মহাসম্মানিত করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি কেউ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় তা'হলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে তো অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি। আর এ অনুমতিও কেবল শুধু আমাকে দিনের কিছু সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজ (পরের দিন) পুনরায় তার নিষিদ্ধতা পুনর্বহাল করা হয়েছে যেমনিভাবে গতকাল ছিল। অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌছিয়ে দেয়। আবু শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনাকে 'আমর কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমর বলেছিলেন, হে আবু শুরায়হ! এর বিষয়টি আমি তোমার থেকে ভাল জানি। হারম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, خَرَبَةٌ শব্দের অর্থ হল بَلِيَّةٌ বা ফিতনা-ফাসাদ।

## ১১৫১. بَابُ لَا يَنْفَرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

১১৫১. পরিচ্ছেদ : হারমের কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না

[১৭১৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلْ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ



نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يَلْتَقُطُ لَقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعْرِفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخِرَ لِمَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنْحِيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ .

[১৭১৪] মুহম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং তা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। তবে আমার জন্য কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। তাই এখানকার ঘাস, লতাপাতা কাটা যাবে না ও গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না এবং কোন হারানো বস্তুকেও হস্তগত করা যাবে না। অবশ্য ঘোষণাকারী ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম। 'আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্বর্ণকার এবং আমাদের কবরে ব্যবহারের জন্য ঐখির ঘাসগুলোকে বাদ রাখুন। তিনি বললেন : হাঁ ঐখিরকে বাদ দিয়েই। খালিদ (র) 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হারমের শিকার জানোয়ারকে তাড়ান যাবে না, এর অর্থ তুমি কি জান? এর অর্থ হল ছায়া থেকে তাকে তাড়িয়ে তার স্থানে অবতরণ করা।

۱۱۵۲ بَابُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ وَقَالَ أَبُو شَرِيحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَسْنُكَ دَمًا

১১৫২. পরিচ্ছেদ : মক্কাতে লড়াই করা অবৈধ, আবু শুরায়হ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কাতে কোন রক্তপাত করা যাবে না

[১৭১৫] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا فَإِنْ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوءَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقُطُ لَقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنَهُمْ وَلَبَّيْتُهُمْ قَالَ قَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ .

[১৭১৫] 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম ﷺ বলেছিলেন : এখন থেকে আর হিজরত নেই<sup>১</sup>, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামত

১. মক্কা মুকাররমা আরবের কেন্দ্র ছিল, মক্কা বিজয়ের পরে সমগ্র আরব ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যাওয়ায় আরব ভূমিতে আর হিজরতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না।

পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ান যাবে না এর শিকার জানোয়ারকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। ‘আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ বললেন : হাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে।

### ১১৫২. بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَيِ ابْنِ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طَيْبٌ

১১৫৩. পরিচ্ছেদঃ মুহরিমের জন্য সিংগা লাগানো। ইবন ‘উমর (রা) তাঁর ছেলেকে ইহরাম অবস্থায় লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধিবিহীন ঔষধ ব্যবহার করতে পারে

১৭১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُمَرُو أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا .

১৭১৬ ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ (র)... ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছিলেন। অপর এক সূত্রে সুফিয়ান (র) ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এ হাদীসটি ‘আমর (রা) ‘আতা এবং তাউস (র) উভয় থেকে শুনেছেন।

১৭১৭ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيٍ جَمَلٍ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ .

১৭১৭ খালিদ ইবন মাখলাদ (র)... ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় ‘লাহইয়ে জামাল’ নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে সিংগা লাগিয়েছিলেন।

### ১১৫৪. بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

১১৫৪. পরিচ্ছেদঃ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা

১৭১৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

[১৭১৮] আবুল মুগীরা 'আবদুল কুদ্দুস ইব্ন হাজ্জাজ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

১১৫৫ **بَابُ مَا يَنْهَى مِنَ الطَّيِّبِ الْمُحْرَمِ وَالْمُحْرِمَةِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرَسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ .**

১১৫৫. পরিচ্ছেদ : মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ সুগন্ধিসমূহ

আয়িশা (রা) বলেন, মুহরিম নারী ওয়ারস কিংবা যাকরানে সজ্জিত কাপড় পরিধান করবে না

[১৭১৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْأَحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبُرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُنْ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ، تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَقَ فِي النَّقَابِ وَالْقَفَازِينَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا وَرَسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ، وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ .

[১৭১৯] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী করীম ﷺ বললেন : জামা, পায়জামা, পাগড়ী ও টুপী পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তা হলে সে যেন মোজা পরিধান করে তার গিরার নিচের অংশটুকু কেটে নেয়। তোমরা যাকরান এবং ওয়ারস লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না। মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা লাগাবে না। মূসা ইব্ন 'উকবা, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'উকবা, জুওয়ায়রিয়া, ইব্ন ইসহাক (র) নেকাব এবং হাত মোজার বর্ণনায় লায়স (র)-এর অনুসরণ করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) 'লালু'র স্থলে 'লালু'র স্থলে বলেছেন এবং তিনি বলতেন, ইহরাম বাঁধা মেয়েরা নেকাব ও হাত মোজা ব্যবহার করবে না। মালিক (র) নাকি' (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম বাঁধা মেয়েরা নেকাব ব্যবহার করবে না। লায়স ইব্ন আবু সুলায়ম (র) এ ক্ষেত্রে মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

[১৭২০] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتَهُ فَقَتَلَتْهُ فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تَغَطُّوا رَأْسَهُ

وَلَا تُقَرِّبُوهُ طَيْبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَلٍّ .

১৭২০ কুতায়বা (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মুহরিম ব্যক্তিকে তার উম্মী ফেলে দেয়, ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং মারা যায়। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি বললেন : তোমরা তাকে গোসল করাও এবং কাফন পরাও। তবে তার মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগিও না। তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে।

۱۱۵۶ بَابُ الْاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَامَ وَلَمْ يَزِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ بِالْحَكِّ بِأَسَا

১১৫৬. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারবে। ইব্ন 'উমর এবং 'আয়িশা (রা) মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক শরীর চুলকানোতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না

۱۷۲۱ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاعَظَاهُ حَتَّى بَدَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَأَنْسَأَنَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ أَصْبَبٌ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ .

১৭২১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়েন (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবওয়া নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) এবং মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য হল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে পারবে আর মিসওয়্যার (রা) বললেন, মুহরিম তার মাথা ধৌত করতে পারবে না। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) আমাকে আবু আয়্যুব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকার দু' খুঁটির মাঝে কাপড়ঘেরা অবস্থায় গোসল করতে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে? বললাম, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়েন। মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনে আবু আয্যুব (রা) তাঁর হাতটি কাপড়ের উপর রাখলেন এবং কাপড়টি নিচু করে দিলেন। ফলে তাঁর মাথাটি আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। তারপর তিনি এক ব্যক্তিকে, যে তার মাথায় পানি ঢালছিল, বললেন, পানি ঢাল। সে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে থাকল। তারপর তিনি দু' হাত দ্বারা মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু' খানা একবার সামনে আনলেন আবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

### ১১৫৭. بَابُ ثَبَسِ الْخَفَيْنِ الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

১১৫৭. পরিচ্ছেদ : চপ্পল না থাকা অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা পরিধান করা

১৭২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بَعْرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ الْمُحْرِمِ .

১৭২২ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে 'আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : যার চপ্পল নেই সে মোজা পরিধান করবে আর যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরিধান করবে।

১৭২৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا بَنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

১৭২৩ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুহরিম ব্যক্তি কী কাপড় পরিধান করবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপী এবং যাকরান কিংবা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তার চপ্পল না থাকে তা হলে মোজা পরবে, তবে মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচ থেকে কেটে নিবে।

### ১১৫৮. بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

১১৫৮. পরিচ্ছেদ : লুঙ্গি না পেলে (মুহরিম ব্যক্তি) পায়জামা পরিধান করবে

১৭২৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأَزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ.

[১৭২৪] আদম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আরাফার ময়দানে আমাদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর ভাষণে বললেন : (মুহরিম অবস্থায়) যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার চপ্পল নেই সে যেন মোজা পরিধান করে।

۱۱۵۹ بَابُ لَيْسَ السِّلَاحُ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَيْسَ السِّلَاحُ وَافْتَدَى وَلَمْ يَتَابِعْ عَلَيْهِ فِي

الْفِدْيَةِ

১১৫৯. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র ধারণ করা। ইকরিমা (র) বলেছেন, শত্রুর আশঙ্কা হলে মুহরিম অস্ত্রসজ্জিত থাকবে এবং ফিদয়া দিয়ে দেবে। তবে ফিদয়া আদায় করা সম্পর্কে আর কেউ তাঁকে সমর্থন করেননি

[১৭২৫] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي

الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ .

[১৭২৫] 'উবায়দুল্লাহ (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুল-কা'দা মাসে 'উমরা আদায় করার নিয়তে রওয়ানা হলে মক্কাবাসী লোকেরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয় বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় তিনি মক্কা প্রবেশ করবেন।

۱۱۶۰ بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حَلَالًا وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ لِحَطَّائِينَ وَغَيْرِهِمْ

১১৬০. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও হারম শরীফে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা। ইবন 'উমর (রা) ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। নবী করীম ﷺ হুজ্জ ও 'উমরা আদায়ের সংকল্পকারী লোকদেরকেই ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছিলেন। কাঠ বহনকারী এবং অন্যান্যদের জন্য তিনি ইহরাম বাঁধার কথা উল্লেখ করেননি

[১৭২৬] حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ

غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

[১৭২৬] মুসলিম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল-হুলাইফা, নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ামামলাম' নামক স্থানকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য এবং হজ্জ ও 'উমরার সংকল্প করে বাইরে থেকে আগত যাত্রী, যারা এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসাবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী লোকদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই তাদের ইহরাম বাঁধার জায়গা। এমন কি মক্কাবাসী লোকেরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

[১৭২৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ .

[১৭২৭] 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ লৌহ শিরজ্ঞাপ পরিহিত অবস্থায় (মক্কা) প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরজ্ঞাপটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইব্ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন : তাকে তোমরা হত্যা কর।

১১৬১. بَابُ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبَسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كُفْرَةَ عَلَيْهِ

১১৬১. পরিচ্ছেদ : অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরে ইহরাম বাঁধে। 'আতা (র) বলেন, অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলক্রমে যদি কেউ সুগন্ধি মাখে অথবা জামা পরিধান করে, তাহলে তার উপর কোন কাফফারা নেই

[১৭২৮] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَّاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا أَثَرُ صُقْرَةٍ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِي عُمَرِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ وَعَضْ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْني فَانْتَزَعَ ثِيْبَهُ فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ .

[১৭২৮] আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্ন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় হলুদ বা অনুরূপ রংগের চিহ্ন বিশিষ্ট জামা পরিহিত এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন। আর 'উমর (রা) আমাকে বললেন, নবী ﷺ-এর প্রতি যখন অহী নাযিল হয় সে মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর (ঐ সময়ে) নবী ﷺ-এর প্রতি অহী নাযিল হল। তারপর

এ অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি (প্রশ্নকারীকে) বললেন : হজ্জে তুমি যা কর 'উমরাতেও তাই কর। এক ব্যক্তি অন্য একজনের হাত কামড়িয়ে ধরলে তার সামনের দু'টি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়, এ সংক্রান্ত নালিশ তিনি বাতিল করে দেন।

### ১১৬২. بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْدَى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

১১৬২. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির 'আরাফাতে মৃত্যু হলে নবী করীম ﷺ তার পক্ষ হতে হজ্জের বাকী রুকনগুলো আদায় করার জন্য আদেশ প্রদান করেন নি

১১৬২. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَأَقِفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَاغْصَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْبِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحْنِطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِي .

১১৬২. সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'আরাফাত ময়দানে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে উকুফ (অবস্থান) করছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙে যায় অথবা সাওয়ারীটি তাঁর ঘাড় ভেঙে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন : তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে অথবা বলেন তার পরিধেয় দু'টি কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার মাথা ঢেকে দিও না এবং হানুত নামক সুগন্ধিও ব্যবহার কর না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিনে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

১১৬৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَأَقِفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَاغْصَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طِينًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحْنِطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا .

১১৬৩. সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'আরাফাত ময়দানে নবী করীম ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে পড়ে গেলে তাঁর ঘাড় ভেঙে যায় অথবা সওয়ারীটি তাঁর ঘাড় ভেঙে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি মাখবে না আর তার মাথা ঢাকবে না এবং হানুতও লাগাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের ময়দানে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।



## ১১৬২. بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

১১৬৩. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তার বিধান

[১৭৩১] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا .

[১৭৩১] ইয়া'ক্বব ইব্ন ইবরাহীম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী তাঁর ঘাড় ভেঙে দেয়। ফলে তিনি মারা যান। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার দু' কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না; কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার উত্থান হবে।

## ১১৬৪. بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرَأَةِ

১১৬৪. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ বা মানত আদায় করা। মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ হজ্জ আদায় করতে পারে

[১৭৩২] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَاحُجُّ عَنْهَا قَالَ حَجِّي عَنْهَا أَرَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ .

[১৭৩২] মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার আত্মা হজ্জের মানত করেছিলেন তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় কর। তুমি কি মনে কর যদি তোমার আত্মার উপর ঋণ থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হুক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হুকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য।

## ১১৬৫. بَابُ الْحَجِّ عَنْ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثَّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

১১৬৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নয়, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা

১৭৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ بَنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ عَامِ حَجَّةِ الْوُدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضَى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

১৭৩৬ আবু 'আসিম (র)... ফায়ল ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা বললেন, (অপর সূত্রে) মুসা ইবন ইসমাঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার উপর যে হজ্জ ফরয হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন : হাঁ (নিশ্চয়ই আদায় হবে)।

## ১১৬৬ بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

১১৬৬. পরিচ্ছেদ : পুরুষের পক্ষ হতে মহিলার হজ্জ আদায় করা

১৭৩৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بَنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ الْفَضْلِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْتَظِرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْرِ فَقَالَتْ إِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَنْتَبِثُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَا حُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ .

১৭৩৪ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফয়ল (ইবন 'আব্বাস) (রা) নবী করীম ﷺ-এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় খাস'আম গোত্রের এক মহিলা আসলেন। ফয়ল (রা) মহিলার দিকে তাকাতো লাগলেন এবং মহিলাও তার দিকে তাকাতো লাগলেন। আর নবী করীম ﷺ ফয়ল (রা)-এর মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এ সময় মহিলাটি বললেন, আমার পিতার বৃদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এমন সময়, যখন তিনি সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারছেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন : হাঁ। এ ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

## ১১৬৭ بَابُ حَجِّ الصَّيْبَانِ

১১৬৭. পরিচ্ছেদ : বালকদের হজ্জ আদায় করা

১৭৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ لَيْلٍ .

১৭৩৫ আবুন নু'মান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিফা থেকে রাত্রিকালে প্রেরণ করেছিলেন।

১৭৩৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحِلْمَ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَانِمٌ يُصَلِّيُ بَيْنِي حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيِ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلَتْ عَنْهَا فَرَعَتْ فَصَفَفَتْ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمَعْنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৭৩৬ ইসহাক (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গাধীর পিঠে আরোহণ করে (মিনায়) আগমন করলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী ছিলাম। ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি চলতে চলতে প্রথম কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে চলে যাই। এরপর সওয়ারী থেকে নিচে অবতরণ করি। গাধীটি চরে খেতে লাগল। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে লোকদের সাথে কাতারে शामिल হয়ে যাই। ইউসুফ (র) ইব্ন শিহাব (র) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় 'মিনা' শব্দের পর 'বিদায় হজ্জের সময়' কথাটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ .

১৭৩৭ আবদুর রাহমান ইব্ন ইউনুস (র) .... সাযিব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাত বছর বয়সে আমাকে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করানো হয়েছে।

১৭৩৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجَعْفِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلْسَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৭৩৮ আমর ইব্ন যুরারা (র)... উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সাযিব ইব্ন

ইয়াযীদ সম্পর্কে বলতেন, সাযিবকে নবী করীম ﷺ-এর সফর সামগ্রীর কাছে বসিয়ে হজ্জ করানো হয়েছে।

১১৬৮ **بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَدْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَأَزْدَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ**

১১৬৮. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের হজ্জ : আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)... ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা) হতে বর্ণিত, যে বছর ‘উমর (রা) শেষবারের মত হজ্জ আদায় করেন সে বছর তিনি নবী করীম ﷺ-এর সকল স্ত্রীকে হজ্জ আদায় করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে ‘উসমান ইবন ‘আফফান (রা) এবং ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন।

১৭৩৭ **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُوا وَنَجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجَّ مَبْرُورٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدْعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .**

১৭৩৯ মুসাদ্দাদ (র)... উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল মাকবুল হজ্জ। ‘আয়িশা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো হজ্জ ছাড়ব না।

১৭৪০ **حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا .**

১৭৪৬ আবু’ন নু‘মান (র)... ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না। এ সময় এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে যেতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তার সাথেই যাও।

১৭৪৭ **حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ**

عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَأُمِّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَكَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرَ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمَرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

[১৭৪১] 'আবদান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান (রা) নামক এক আনসারী মহিলাকে বললেন : হজ্জ আদায় করাতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, অমুকের আব্বা অর্থাৎ তাঁর স্বামী, কারণ পানি টানার জন্য আমাদের মাত্র দু'টি উট আছে। একটিতে সাওয়ার হয়ে তিনি হজ্জ আদায় করতে গিয়েছেন। আর অন্যটি আমাদের জমিতে পানি সিঞ্চনের কাজ করছে। নবী করীম ﷺ বললেন : রমযান মাসে একটি 'উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন : আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান। হাদীসটি ইবন জুরায়জ (র)... 'আতা (র) ও ইবন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 'উবায়দুল্লাহ (র) জাবির (রা)-এর সূত্রে এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১৭৪২] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرَبْعُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنِي وَأَنْقَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

[১৭৪২] সুলায়মান ইবন হারব (র)... যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম কাযা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে যিনি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি (অথবা) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এ বিষয়গুলো আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছে এবং চমৎকৃত করে ফেলেছে। (তা হল এই), স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা দুই দিনের পথ সফর করবে না। 'ঈদুল ফিতর এবং 'ঈদুল আযহা- এ দুই দিন কেউ সাওম পালন করবে না। 'আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন সালাত আদায় করবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা- এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না।

## ১১৬৭. بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

১১৬৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বার যিয়ারত করার মানত করে

[১৭৪২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنَى وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

[১৭৪৩] মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন : তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার এর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন।

[১৭৪৪] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَ تَمْشِي وَلَتَرْكَبَ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ .

[১৭৪৫] ইবরাহীম ইবন মুসা (র)... 'উক্বা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল। আমাকে এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে ফতোয়া আনার নির্দেশ করলে আমি নবী করীম ﷺ-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : পায়ে হেঁটেও চলুক, সওয়ারও হোক। ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (র) বলেন, আবুল খায়ের (র) 'উক্বা (রা) থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতেন না।

[১৭৪৬] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ .

[১৭৪৭] আবু 'আসিম (র)... 'উক্বা (রা) থেকেও এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### فَضَائِلُ الْمَدِينَةِ মদীনার ফযীলত

১১৭০. بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ

১১৭০. পরিচ্ছেদ : মদীনা হারম হওয়া

১৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يَقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدِثُ فِيهَا حَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ حَدًّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

১৭৬৬ আবু'ন নু'মান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী করীম ﷺ বলেছেন : মদীনা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারম (রূপে গণ্য)। সুতরাং তার গাছ কাটা যাবে না এবং কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন কাজ মদীনায় করা যাবে না। যদি কেউ কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন কাজ করে তাহলে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং ফিরিশতাদের ও সকল মানুষের।

১৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُشِيتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقَطَعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ .

১৭৬৭ আবু মা'মার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় এসে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। তারপর বলেন : হে বনু নাজ্জার! আমার নিকট থেকে মূল্য নিয়ে (ভূমি) বিক্রি কর। তাঁরা বললেন, আমরা এর মূল্য কেবল আল্লাহর নিকটই চাই। এরপর নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হল, ধ্বংসাবশেষ সমতল করা হল, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হল। কেবল মসজিদের কিবলার দিকে কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হল।

১৭৬৮ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابِتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَآتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ يَابَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ التَقْتُمْ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ .

[১৭৪৮] ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মদীনার দু' পাথুরে ভূমির মধ্যবর্তী স্থান আমার ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম ﷺ বনু হারিসার নিকট তাশরীফ আনেন এবং বলেন : হে বনু হারিসা! আমার ধারণা ছিল যে, তোমরা হারমের বাইরে অবস্থান করছ, তারপর তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন : (না তোমরা হারমের বাইরে নও) বরং তোমরা হারমের ভিতরেই আছ।

[১৭৪৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَدْلٌ فِدَاءٌ .

[১৭৪৯] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত এই সহীফা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি আরো বলেন, 'আযির নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হল হারম। যদি কেউ এতে কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ অসঙ্গত কোন কাজ করে অথবা কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ আচরণকারীকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের। সে ব্যক্তির কোন নফল এবং ফরয 'ইবাদত কবুল করা হবে না। তিনি আরো বলেন, মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তাদানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাই যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তাকে লংঘন করবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের। আর কবুল করা হবে না তার কোন নফল কিংবা ফরয 'ইবাদত। যে ব্যক্তি তার মাওলার (মিদ্দের) অনুমতি ব্যতীত অন্য কাওমের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার প্রতিও আল্লাহর লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের। তার নফল কিংবা ফরয কোন 'ইবাদতই কবুল করা হবে না। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, "আদলুন" অর্থ বিনিময়।

## ১১৭১ بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

১১৭১. পরিচ্ছেদ : মদীনার ফযীলত। মদীনা (অবাস্থিত) লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়

[১৭৫০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَتَرَبُّ



وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

[১৭৫০] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি এমন এক জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যে জনপদ অন্য সকল জনপদের উপর জয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। এ হল মদীনা। তা অবাস্তিত লোকদেরকে এমনভাবে বহিস্কার করে দেয়, যেমনভাবে কামারের অগ্নিচুলা লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

## ১১৭২. بَابُ الْمَدِينَةِ طَابَةُ

১১৭২. পরিচ্ছেদ : মদীনার অপর নাম তাবা

[১৭৫১] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ .

[১৭৫১] খালিদ ইবন মাখলাদ (র)... আবু হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকবর্তী স্থানে পৌছলে, তিনি বললেন : এই হল তাবা।

## ১১৭৩. بَابُ لَا بَتَّى الْمَدِينَةِ

১১৭৩. পরিচ্ছেদ : মদীনার কংকরময় দু'টি এলাকা

[১৭৫২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظُّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَمِعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَا بَتَّىهَا حَرَامٌ .

[১৭৫২] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, আমি যদি মদীনাতে কোন হরিণকে বেড়াতে দেখি তাহলে তাকে আমি তাড়াব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হল হারম বা সম্মানিত স্থান।

## ১১৭৪. بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

১১৭৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মদীনা থেকে বিমুখ হয়

[১৭৫৩] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَتَرَكُونُ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يَرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مَرْبِيَةِ يَرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بَغْنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى وَجُوهِهِمَا .

[১৭৫৩] আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাতে রেখে যাবে। আর তখন জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী অর্থাৎ পশু-পাখি এসে মদীনাতে আচ্ছন্ন করে নেবে। সবশেষে যাদের মদীনাতে একত্রিত করা হবে তারা হল মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদীনাতে আসবে। এসে দেখবে মদীনা বন্য পশুতে ছেয়ে আছে। এরপর তারা সানিয়াতুল-বিদা নামক স্থানে পৌছতেই মুখ খুবড়ে পড়ে যাবে।

[১৭৫৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُسُونُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُسُونُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُسُونُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

[১৭৫৪] আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... সুফিয়ান ইবন আবু যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম ছিল, যদি তারা বুঝত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানত। এরপর ইরাক বিজিত হবে তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বজন এবং অনুগতদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই তাদের জন্য ছিল কল্যাণকর, যদি তারা জানত।

## ১১৭০. بَابُ الْإِيمَانِ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

১১৭৫. পরিশ্ছেদ : ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে

[১৭৫৫] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ حُذَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَقْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا .

[১৭৫৫] ইবরাহীম ইবন মুনিয়র (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে ।

## ১১৭৬. بَابُ اِثْمٍ مِّنْ كَادِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ

১১৭৬. পরিচ্ছেদ : মদীনাবাসীর সাথে প্রতারণাকারীর পাপ

[১৭৫৬] حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَكِيدُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَحَدًا إِلَّا اِنَّمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمَلِيعُ فِي الْمَاءِ .

[১৭৫৬] হুসাইন ইবন হুরায়স (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে কেউ মদীনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে ।

## ১১৭৭. بَابُ أَطَامِ الْمَدِينَةِ

১১৭৭. পরিচ্ছেদ : মদীনার প্রস্তর নির্মিত দুর্গসমূহ

[১৭৫৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُروَةُ سَمِعَتْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَطْمٍ مِّنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ تَابِعُهُ مَعْمَرٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[১৭৫৭] 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনার কোন একটি টিলায় আরোহণ করে বললেন : আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? (তিনি বললেন) বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থানসমূহের মত আমি তোমাদের গৃহসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি । মা'মার ও সুলায়মান ইবন কাসীর (র) যুহরী (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ানের অনুসরণ করেছেন ।

## ১১৭৮. بَابُ لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ

১১৭৮. পরিচ্ছেদ : দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

[১৭৫৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمٌ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى

كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ .

[১৭৫৮] 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মদীনাতে দাঙ্গালের ত্রাস ও ভীতি প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে। প্রত্যেক পথে দু'জন করে ফিরিশতা (মোতায়েন) থাকবে।

[১৭৫৯] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ .

[১৭৫৯] ইসমাঈল (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফিরিশতা প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে। তাই প্লেগ এবং দাঙ্গাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

[১৭৬০] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنْ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيهَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ بَقَابَ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمُنَدٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتَهُ هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَقْتُلْهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ .

[১৭৬০] ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে দাঙ্গাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত কথাসমূহের মাঝে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, মদীনার প্রবেশ পথে অনুপ্রবেশ করা দাঙ্গালের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। তাই সে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মদীনার নিকটবর্তী কোন একটি লোনা জমিতে অবতরণ করবে। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি যাবে যে উত্তম ব্যক্তি হবে বা উত্তম মানুষের একজন হবে এবং সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই হলে সে দাঙ্গাল যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অবহিত করেছেন। দাঙ্গাল বলবে, আমি যদি তাকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে? তারা বলবে, না। এরপর দাঙ্গাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চেয়ে অধিক প্রত্যয় আমার আর কখনো ছিল না। তারপর দাঙ্গাল বলবে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু সে লোকটিকে হত্যা করতে আর সক্ষম হবে না।

[১৭৬১] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ مِنْ نِقَابِهَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجَفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ .

**১৭৬১** ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন :

মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন।

## ১১৭৭ بَابُ الْمَدِينَةِ تَنْفِي الْخَبَثِ

১১৭৯. পরিচ্ছেদ : মদীনা অপবিত্র লোকদেরকে বহিস্কার করে দেয়

**১৭৬২** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلَنِي فَأَبَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكَبْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَبِيبُهَا .

**১৭৬২** 'আমর ইবন 'আব্বাস (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করলো। পরদিন সে জুরাফ্রাস্ত অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমার (বায়'আত) ফিরিয়ে নিন। নবী করীম ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে তিনবার হল। তারপর বললেন : মদীনা কামারের হাঁপরের মত, যা তার আবর্জনা ও মরিচাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটি ও নির্ভেজালকে পরিচ্ছন্ন করে।

**১৭৬৩** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَحَدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقَلْتَهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقَلْتَهُمْ فَفَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَيَتَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

**১৭৬৩** সুলায়মান ইবন হারব (র)... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করে তাঁর কতিপয় সাথী ফিরে আসলে একদল লোক বলতে লাগল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব, আর অন্য দলটি বলতে লাগলো, না, আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। এ সময়ই তাদেরকে হত্যা করে ফেললো (তোমাদের হল কি, তোমরা মুনাফিকদের সম্পর্কে দু'দল হয়ে পড়েছে?) আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন : মদীনা লোকদেরকে বহিস্কার করে দেয়, যেমনভাবে আগুন লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়।

## ১১৮০. بَابُ

১১৮০. পরিচ্ছেদ

۱۷۶۴ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ تَابِعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ.

১৭৬৪ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: হে আল্লাহ! মক্কাতে তুমি যে বরকত দান করেছ, মদীনাতে এর দ্বিগুণ বরকত দাও। 'উসমান ইবন 'উমর (র) ইউনুস (র) থেকে হাদীসটি জাবীর (রা)-র মতই বর্ণনা করেছেন।

۱۷۶۵ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَأْسَهُ وَأَنَّ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حَيْثَا

১৭৬৫ কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সফর থেকে ফিরে আসার পথে যখন তিনি মদীনার প্রাচীরগুলোর দিকে তাকাতেন, তখন তিনি তাঁর উটকে দ্রুত চালাতেন আর তিনি অন্য কোন জন্তুর উপর থাকলে তাকেও দ্রুত চালিত করতেন, মদীনার ভালবাসার কারণে।

## ১১৮১. بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تُغْرَى الْمَدِينَةُ

১১৮১. পরিচ্ছেদ : মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করা নবী করীম ﷺ অপছন্দ করতেন

۱۷۶۶ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُغْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ يَا بَنِي سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَثَارَكُمْ فَأَقْمُوا.

১৭৬৬ ইবন সালাম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর নিকটে চলে যাওয়ার সংকল্প করল। নবী করীম ﷺ মদীনাকে জনশূন্য করা অপছন্দ করলেন, তাই তিনি বললেন : হে বনু সালিমা! মসজিদে নববীর দিকে তোমাদের হাঁটার সওয়াব কি তোমরা হিসাব কর না? এরপর তারা সেখানেই রয়ে গেল।

## بَابُ ١١٨٢

১১৮২. পরিচ্ছেদ

[১৭৬৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي .

[১৭৬৭] মুসাদ্দাদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হল জান্নাতের বাগানের একটি বাগান, আর আমার মিন্বরটি হল আমার হাউয়ের উপর অবস্থিত ।

[১৭৬৮] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصْبِحٌ فِي أَهْلِهِ \* وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَى \* يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَن لَيْلَةً \* بِوَادٍ وَلَا حَوْلِي إِذْ خِرْتُ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أُرِدَن يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ \* وَهَلْ يَبْدُون لِي شَامَةً وَطَفِيلُ

قَالَ اللَّهُمَّ الْعَن شَيْبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ وَعَتَبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بِنَ خَلْفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبِ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّبْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مَدِينَا وَصَحْحَهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْيَاءُ أَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بَطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا يَغْنِي مَاءَ أَجْنَا .

[১৭৬৮] ‘উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় শুভাগমন করলে আবু বাকর ও বিলাল (রা) জুরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন । আবু বাকর (রা) জুরাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি এ কবিতা অংশটি আবৃত্তি করতেন :

“প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন, অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী ।”

আর বিলাল (রা) জ্বর উপশম হলে উচ্চস্বরে এ কবিতা অংশ আবৃত্তি করতেন :

“হায়, আমি যদি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম এমনভাবে যে, আমার চারদিকে থাকবে ইযখির এবং জালীল নামক ঘাস।

মাজান্না ঝর্ণার পানি কোন দিন পান করার সুযোগ পাব কি? শামা এবং তাফীল পাহাড় আবার প্রকাশিত হবে কি?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবন রাবী‘আ, ‘উতবা ইবন রাবী‘আ এবং উমায়্যা ইবন খালফের প্রতি লা‘নত বর্ষণ কর; যেমনিভাবে তারা আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে মহামারির দেশে ঠেলে দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু‘আ করলেন : হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দাও যেমন মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় বা এর চেয়েও বেশী। হে আল্লাহ! আমাদের সা‘ ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। স্থানান্তরিত করে দাও জুহফাতে এর জ্বরের প্রকোপ বা মহামারীকে। ‘আয়িশা (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা এসেছিলাম তখন তা ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা অধিক মহামারীর স্থান। তিনি আরো বলেন, সে সময় মদীনায় বুতহান নামক একটি ঝর্ণা ছিল যার থেকে বিকৃত বর্ণ ও বিকৃত স্বাদের পানি প্রবাহিত হত।

۱۷۶۹ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدٍ رَسُولِكَ وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ رَوْحٌ عَنْ أُمِّهِ..

১৭৬৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ বলে দু‘আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত বরণ করার সুযোগ দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রাসূলের শহরে দাও। ইবন যুরায়‘ই (র)... হাফসা বিনত ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘উমর (রা)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। হিশাম (র) বলেন, যায়দ তাঁর পিতার সূত্রে হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ‘উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, “রাওহ তাঁর মায়ের সূত্রে এরূপ বলেছেন।”





كِتَابُ الصَّوْمِ  
অধ্যায় : সাওম



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

## كِتَابُ الصَّوْمِ অধ্যায় : সাওম

١١٨٢ بَابُ جُؤَبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

১১৮৩. পরিচ্ছেদ : রমযানের সাওম ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে । মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হও (২ : ১৮৩)

١٧٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوْتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ أَنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَنْ صَدَقَ .

১৭৭০ কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরয করেছেন? তিনি বললেন : পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : রমযান মাসের সাওম; তবে তুমি যদি কিছু নফল সিয়াম আদায় কর তা হল স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর

মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।

১৭৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ .

১৭৭১ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আশুরার দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও করেছেন। পরে যখন রমযানের সিয়াম ফরয হল তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়। 'আবদুল্লাহ (র) এ সিয়াম পালন করতেন না, তবে মাসের যে দিনগুলোতে সাধারণত সিয়াম পালন করতেন, তার সাথে মিল হলে করতেন।

১৭৭২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَر .

১৭৭২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে কুরায়শগণ 'আশুরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সিয়াম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যার ইচ্ছা 'আশুরার সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।

## ১১৮৪ بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

১১৮৪. পরিচ্ছেদ : সাওমের ফযীলত

১৭৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّيَّامُ جَنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرُو فَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَّامِ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا .

১৭৭৩ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুখের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে

আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।

## ১১৮৫. بَابُ الصَّوْمِ كَفَّارَةً

১১৮৫. পরিচ্ছেদ : সাওম (গোনাহের) কাফফারা

[১৭৭৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ وَإِنْ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مَغْلَقًا قَالَ فَيَفْتَحُ أَوْ يَكْسِرُ قَالَ يَكْسِرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةِ .

[১৭৭৬] ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ‘উমর (রা) বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত নবী ﷺ-এর হাদীসটি কার মুখস্থ আছে? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই মানুষের জন্য ফিতনা। সালাত, সিয়াম এবং সদকা এর কাফফারা হয়ে যায়। ‘উমর (রা) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করছি না, আমি তো জিজ্ঞাসা করেছি ঐ ফিতনা সম্পর্কে, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আন্দোলিত হতে থাকবে। হুযায়ফা (রা) বললেন, এ ফিতনার সামনে বন্ধ দরজা আছে। ‘উমর (রা) বললেন, এ দরজা কি খুলে যাবে, না ভেঙ্গে যাবে? হুযায়ফা (রা) বললেন, ভেঙ্গে যাবে। ‘উমর (রা) বললেন, তাহলে তো তা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আমরা মাসরুক (র)-কে বললাম, হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করুন, ‘উমর (রা) কি জানতেন, কে সেই দরজা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এরূপ জানতেন যে রূপ কালকের দিনের পূর্বে আজকের রাত।

## ১১৮৬. بَابُ الرِّيَّانِ لِلصَّائِمِينَ

১১৮৬. সাওম পালনকারীর জন্য রায়্যান

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ .

[১৭৭৫] খালিদ ইবন মাখলাদ (র)... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا بَنِي آثَتِ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ .

[১৭৭৬] ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রায়্যান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবু বাকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।

১১৮৭ بَابُ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانٌ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كَلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لَا تَقْدُمُوا رَمَضَانَ

১১৮৭. পরিচ্ছেদ : রমযান বলা হবে, না রমযান মাস বলা হবে? আর যাদের মতে উভয়টি বলা যায়। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করবে এবং আরো বলেছেন : তোমরা রমযানের আগে সিয়াম পালন করবে না

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ .

১৭৭৭ কুতায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

১৭৭৮ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنِي أَبُو أَنَسٍ مَوْلَى التَّمِيمِيِّنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ .

১৭৭৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শৃংখলিত করে দেয়া হয় শয়তানগুলোকে।

## ১১৮৮ بَابُ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

১১৮৮. পরিচ্ছেদ : চাঁদ দেখা

১৭৭৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَلَالِ رَمَضَانَ .

১৭৭৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন সাওম পালন করবে, আবার যখন তা দেখবে তখন ইফতার করবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) ব্যতীত অন্যরা লায়স (র) থেকে 'উকাযল এবং ইউনুস (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কথাটি বলেছেন রমযানের চাঁদ সম্পর্কে।

## ১১৮৯ بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَغُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

১১৮৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় নিয়তসহ সিয়াম পালন করবে

‘আয়িশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ত অনুযায়ীই লোকদের উঠানো হবে

১৭৮০ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ



عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

**১৭৮০** মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মার্ফ করা হবে।

১১৯০. **بَابُ أَجُودَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ**

১১৯০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ রমযানে সর্বাধিক দান করতেন

**১৭৮১** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَغْرُضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

**১৭৮২** মুসা ইবন ইসমাঈল (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল ('আ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নবী ﷺ তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।

১১৯১. **بَابُ مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الصَّوْمِ**

১১৯১. পরিচ্ছেদ : সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করা

**১৭৮৩** حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ جَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

**১৭৮২** আদম ইবন আবু ইয়াস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

## ১১৭২. بَابُ هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُبْتُ

১১৯২. পরিচ্ছেদ : কাউকে গালি দেওয়া হলে সে কি বলবে, আমি তো সাওম পালনকারী?

১৭৮৩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْنَحْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُءٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১৭৮৩ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সাইম। যাঁর কবজায় মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সাইমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সাইমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।

## ১১৭৩. بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُرْبَةَ

১১৯৩. পরিচ্ছেদ : অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর আশংকা করে, তার জন্য সাওম

১৭৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ .

১৭৮৪ 'আবদান (র)... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে চলতে

হিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হিলাম, তিনি বললেন : যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ চোথকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। সাওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, الْبَاءُ শব্দের অর্থ বিবাহ।

১১৭৬ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَارٍ مِّنْ صَامٍ يَوْمَ الشُّكِّ فَقَدْ عَطَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

১১৯৪. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী : যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম শুরু করবে আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে সেলা (র) ‘আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে<sup>১</sup> সিয়াম পালন করল সে আবুল কাসিম ﷺ-এর নাফরমানী করল

১৭৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ .

১৭৮৫ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ

রমযানের কথা আলোচনা করে বললেন : চাঁদ না দেখে তোমরা সাওম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার করবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে।

১৭৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ .

১৭৮৬ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন : মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সাওম শুরু করবে না। যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকে তাহলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

১৭৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ .

১৭৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (দু'হাতের অঙ্গুলী তুলে ইশারা করে) বলেন : মাস এত এত দিনে হয় এবং তৃতীয় বার বৃদ্ধাঙ্গুলিটি বন্ধ করে নিলেন।

১৭৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .

১৭৮৯ আদম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অথবা বললেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা'বানের গণনা ত্রিশ দিন পূরা করবে।

১৭৯০ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْرَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا .

১৭৯১ আবু 'আসিম (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা<sup>১</sup> করলেন। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সকালে বা সন্ধ্যায় তিনি তাঁদের নিকট গেলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছিলেন? তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

১৭৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

১৭৯৩ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তখন তিনি উপরের কামরায় ঊনত্রিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর অবতরণ করলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন। তিনি বললেন : মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

১১৯০ بَابُ شَهْرٍ عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

১১৯৫. পরিচ্ছেদ : ঈদের দুই মাস কম হয় না

১. এক মাস পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না বলে শপথ করলেন।

১৭৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَقَ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ تَمَّ ذُو الْحِجَّةِ وَإِنْ نَقَصَ ذُو الْحِجَّةِ تَمَّ رَمَضَانُ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةٍ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ إِنْ كَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ .

১৭৭১ মুসাদ্দাদ (র)... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, দু'টি মাস কম হয় না। তা হল ঈদের দু'মাস- রমযানের মাস ও যুলহজ্জের মাস। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেছেন, আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, রমযান ঘাটতি হলে যুলহজ্জ পূর্ণ হবে। আর যুলহজ্জ ঘাটতি হলে রমযান পূর্ণ হবে। আবুল হাসান (র) বলেন, ইসহাক ইবন রাহওয়াই (র) বলেন, ফযীলতের দিক থেকে এ দুই মাসে কোন ঘাটতি নেই, মাস উনত্রিশ দিনে হোক বা ত্রিশ দিনে হোক।

### ১১৭৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

১১৭৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না

১৭৭২ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ .

১৭৭২ আদম (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনও উনত্রিশ দিনের আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে।

### ১১৭৭. بَابُ لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

১১৭৭. পরিচ্ছেদ : রমযানের একদিন বা দু'দিন আগে সাওম শুরু করবে না

১৭৭৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১৭৯৩ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (রা)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কেউ রমযানের একদিন কিংবা দুই দিন আগে থেকে সাওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সাওম করতে পারবে।

১১৭৮ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلْ ذِكْرُهُ: أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرُّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا مَنْ وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ**

১১৯৮. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রীসঙ্গে বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে, তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। (২ : ১৮৭)

১৭৭৬ **حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَيْسُ بْنُ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكَ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَوْ أَنْطَلِقُ وَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَبِيَّةٌ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرُّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَتَزَلَّتْ: وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.**

১৭৯৪ 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁদের কেউ সাওম পালন করতেন ইফতারের সময় হলে ইফতার না করে ঘুমিয়ে গেলে সে রাতে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। কায়স ইব্ন সিরমা আনসারী (রা) সাওম পালন করেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু তালাশ করে আনি। তিনি দিনে কাজে রত থাকতেন। তাই ঘুমে তাঁর দু'চোখ বুজে গেল। এরপর তাঁর স্ত্রী এসে যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তাঁকে বললেন, হায়, তুমি বঞ্চিত হয়ে গেলে! পরদিন দুপুর হলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এ ঘটনাটি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় : সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী সঙ্গে

হালাল করা হয়েছে। (২ : ১৮৭)-এ হুকুম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহাবীগণ খুবই আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হল : তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। (২ : ১৮৭)

১১৭৭ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ** ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৯৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কাল রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর (২ : ১৮৭)। এ বিষয় নবী করীম ﷺ থেকে বারা' (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন

১৭৭০ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ عَمَدَتْ إِلَى عَقَالِ اسْوَدَ وَإِلَى عَقَالِ ابْيَضَ فَعَمَلْتُهُمَا تَحْتَ وَسَادَتِي فَعَمَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَتِينُ لِي فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .

১৭৯৫ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো : **“تَوْمَرَا پَانَاهَارِ كَر (রাত্রির) কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়”** তখন আমি একটি কাল এবং একটি সাদা রশি নিলাম এবং উভয়টিকে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। রাতে আমি এগুলোর দিকে বারবার তাকাতে থাকি। কিন্তু আমার নিকট পার্থক্য প্রকাশিত হলো না। তাই সকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয় বললাম। তিনি বললেন : এতো রাতের আধার এবং দিনের আলো।

১৭৭১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

১৭৯৬ সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই

আয়াত নাযিল হল : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ : যতক্ষণ কাল রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।” কিন্তু তখনো مِنَ الْفَجْرِ কথাটি নাযিল হয়নি। তখন সাওম পালন করতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দুই পায়ে একটি কাল এবং একটি সাদা সুতলি বেঁধে নিতেন এবং সাদা কাল এই দু’টির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তাঁরা পানাহার করতে থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করলে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাত (-এর আঁধার) এবং দিন (-এর আলো)।

## ১২০০. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

১২০০. পরিচ্ছেদ : নবী <sup>সালাতুহু ওয়া সালমুহু</sup> -এর বাণী : বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَاوُ يُنْزِلُ ذَا .

[১৭৯৭] ‘উবায়দ ইব্ন ইসমা‘ঈল (রা)... ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা) রাতে আযান দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> ইরশাদ করেন : ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফজর না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না। কাসিম (র) বলেন, এদের উভয়ের আযানের মাঝে শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, একজন নামতেন এবং অন্যজন উঠতেন।

## ১২০১. بَابُ تَفْجِيلِ السُّحُورِ

১২০১. পরিচ্ছেদ : সাহরী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা

[১৭৭৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِی ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أَذْكَرَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[১৭৯৮] মুহাম্মদ ইব্ন ‘উবায়দুল্লাহ (র)... সাহল ইব্ন সা‘দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সাহরী খেতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> -এর সঙ্গে সালাতে শরীক হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতাম।



## ১২০২. بَابُ قَدْرِكُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

১২০২. পরিচ্ছেদ : সাহরী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ

১৭৭৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .

১৭৭৯ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাহরী খাই এরপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আযান ও সাহরীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ।

## ১২০৩. بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ

১২০৩. পরিচ্ছেদ : সাহরীতে রয়েছে বরকত কিন্তু তা ওয়াজিব নয়। কেননা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একটানা সাওম পালন করেছেন অথচ সেখানে সাহরীর কোন উল্লেখ নেই

১৮০০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَذَهَابُوا قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصَلْتَ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أَطْعَمُ وَأَسْقَى .

১৮০০ মুসা ইবন ইসমাইল (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটানা সাওম পালন করতে থাকলে লোকেরাও একটানা সাওম পালন করতে শুরু করে। এ কাজ তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তারা বলল, আপনি যে একনাগাড়ে সাওম পালন করছেন? তিনি বললেন : আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়।

১৮০১ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً .

১৮০১ আদম ইবন আবু ইয়াস (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে।

১২০৪. بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدُّرْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لَا ، قَالَ

فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا ، وَفَعَلَهُ أَبُو مَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

১২০৪. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ দিনের বেলা সাওমের নিয়ত করে

উম্মুদ-দারদা (রা) বলেন যে, আবুদ-দারদা (রা) তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে? আমরা যদি বলতাম, নেই, তা হলে তিনি বলতেন, আমি আজ সাওম পালন করব। আবু তালহা, আবু হুরায়রা, ইবন 'আব্বাস এবং হুয়ায়ফা (রা) অনুরূপ করতেন

১৮০২ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلَيْتِمٌ أَوْ قَلَيْصُمٌ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ .

১৮০২ আবু 'আসিম (র)... সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আশুরার দিন নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয় অথবা বলেছেন, সে যেন সাওম আদায় করে নেয় আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়।

## ১২০৫. পরিচ্ছেদ : জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় সাওম পালনকারীর ভোর হওয়া

১২০৫. পরিচ্ছেদ : জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় সাওম পালনকারীর ভোর হওয়া

১৮০৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَأَبِي حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرَّ عَنْ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَّرَهُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَدَّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِبَنِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْ لَا أَنَّ مَرْوَانَ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ ، وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلِ أَسْنَدُ .

১৮০৩ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আবু বাকর ইবন 'আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা 'আয়িশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। (অপর বর্ণনায়)

আবুল ইয়ামান (র).... মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, ‘আয়িশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনুবী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজরের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন। মারওয়ান (র) ‘আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস (র)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবু হুরায়রা (রা)-কে শঙ্কিত করে দিবে। এ সময় মারওয়ান (র) মদীনার গভর্নর ছিলেন। আবু বাকর (র) বলেন, মারওয়ান (রা)-এর কথা ‘আবদুর রাহমান (র) পছন্দ করেন নি। রাবী বলেন, এরপর ভাগ্যক্রমে আমরা যুল-হলাইফাতে একত্রিত হয়ে যাই। সেখানে আবু হুরায়রা (রা)-এর একখণ্ড জমি ছিল। ‘আবদুর রাহমান (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলতে চাই, মারওয়ান যদি এ বিষয়টি আমাকে কসম দিয়ে না বলতেন, তা হলে আমি তা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতাম না। তারপর তিনি ‘আয়িশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করলেন, ফাযল ইব্ন ‘আব্বাস (রা) অনুরূপ একটি হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি সর্বাধিক অবহিত। হাম্মাম (র) এবং ইব্ন ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম ত্যাগ করে খাওয়ার হুকুম দিতেন। প্রথমোক্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ।

১২০৬. بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ؛

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا

১২০৬. পরিচ্ছেদ : সায়িম কর্তৃক স্ত্রী স্পর্শ করা

‘আয়িশা (রা) বলেন, সায়িমের জন্য তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান হারাম

১৮০৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَبٌ حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

১৮০৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাওমের অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চাইতে অধিক সক্ষম ছিলেন। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, ‘أَرَبٌ’ মানে হাজত বা চাহিদা। তাউস (র) বলেন, الْأَرْبَةُ الْغَيْرُ মানে বোধহীন, যার মেয়েদের প্রতি কোন খাশিশ নেই।

১২০৭. بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؛

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ

১২০৭. পরিচ্ছেদ : সায়িমের চুমু খাওয়া

জাবির ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, (স্ত্রীলোকদের দিকে) তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে, তাহলেও সাওম পূর্ণ করবে

১৮০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ ضَحَكَ .

১৮০৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সায়িম অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) 'আয়িশা (রা) হেসে দিলেন।

১৮০৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حَضَتْ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ مَالِكٌ أَنْفَسْتُ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَأَنْتُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮০৬ মুসাদ্দাদ (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরে আমি ছিলাম। এমন সময় আমার হায়য শুরু হল। তখন আমি আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তিনি বললেন : তোমার কি হলো? তোমার কি হায়য দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ; তারপর আমি আবার তাঁর সঙ্গে চাদরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন এবং সায়িম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চুমু দিতেন।

১২০৮ بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبِلْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَى عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقَدْرَ أَوْ الشَّيْءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمُضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَصْنَعْ دَهْنًا مَتَرَجِلًا وَقَالَ أَنَسٌ إِنْ لِيَ ابْنٌ أَتَقَحَّمَ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلَا يَبْلَعُ رِيْقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ أَرْدَدَ رِيْقَهُ لَا أَقُولُ يَفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِالسَّوَاكِ الرُّطْبِ قَبْلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمْضِغُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَابْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

১২০৮. পরিচ্ছেদ : সাওম পালনকারীর গোসল করা;

সাওমরত অবস্থায় ইব্ন ‘উমর (রা) একটি কাপড় ভিজালেন এরপর তা গায়ে দেওয়া হলো। সাওমরত অবস্থায় শা‘বী (র) গোসলখানায় প্রবেশ করেছেন। ইব্ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, হাঁড়ি থেকে কিছু বা অন্য কোন জিনিস চেটে স্বাদ দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান (র) বলেন, সাওম পালনকারীর কুলি করা এবং ঠাণ্ডা লাগান দৃশ্যীয় নয়। ইব্ন মাস‘উদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ সাওম পালন করলে সে যেন সকালে তেল লাগায় এবং চুল আঁচড়িয়ে নেয়। আনাস (রা) বলেন, আমার একটি হাউজ আছে, আমি সায়িম অবস্থায় তাতে প্রবেশ করি। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সায়িম অবস্থায় মিস্ওয়াক করতেন। ইব্ন ‘উমর (রা) সায়িম অবস্থায় দিনের প্রথমভাগে এবং শেষভাগে মিস্ওয়াক করতেন। ‘আতা (র) বলেন, থুথু গিলে ফেললে সাওম ভঙ্গ হয়েছে বলা যায় না। ইব্ন সীরীন (র) বলেন, কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহারে কোন দোষ নেই। প্রশ্ন করা হল, কাঁচা মিসওয়াকের তো স্বাদ রয়েছে? তিনি বলেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, অথচ এ পানি দিয়েই তুমি কুলি কর। আনাস (রা), হাসান (র) এবং ইব্রাহীম (র) সায়িমের সুরমা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না

১৮০৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .

১৮০৮ [১৮০৭] আহমদ ইব্ন সালিহ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান মাসে নবী ﷺ -এর ভোর হত ইহতিলাম ব্যতীত (জুনুবি অবস্থায়)। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন।

১৮০৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُبًّا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا أَفْطَرَ يُكْفَرُ مِثْلَ الْمُجَامِعِ قَالَ لَا أَلَا تَرَى الْأَحَادِيثَ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ .

১৮০৯ [১৮০৮] ইসমা‘ঈল (র)... আবু বাকর ইব্ন ‘আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে ‘আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌছলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ইহতিলাম ছাড়া স্ত্রী সহবাসের কারণে জুনুবি অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থেকেছেন এবং এরপর সাওম পালন করেছেন। তারপর আমরা উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

আবু জা'ফর বলেন, 'আবদুল্লাহ (র)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি সাওম ভঙ্গ করলে সে কি স্ত্রী সহবাসকারীর মত কাফ্ফারা আদায় করবে? তিনি বললেন, না; তুমি কি সে হাদীসগুলো সম্পর্কে জান না যাতে বর্ণিত আছে যে, যুগ যুগ ধরে সাওম পালন করলেও তার কাযা আদায় হবে না?

১২০৭. **بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّ اسْتَنْتَزَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدُّهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذَّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ**

১২০৯. পরিচ্ছেদ : সাওম পালনকারী যদি ভুলবশতঃ আহার করে বা পান করে ফেলে। 'আতা (র) বলেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি তা কণ্ঠনালীতে ঢুকে যায়, আর সে ফিরাতে সক্ষম না হয় তা হলে কোন দোষ নেই। হাসান (র) বলেন, সায়িম ব্যক্তির কণ্ঠনালীতে মাছি ঢুকে পড়লে তার কিছু করতে হবে না। হাসান এবং মুজাহিদ (র) বলেছেন, সায়িম ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার কিছু করতে হবে না

১৮০৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .

১৮০৯ 'আবদান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : রোযাদার ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সাওম পূরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

১২১০. **بَابُ سِوَاكِ الرُّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ وَيُذَكَّرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَحْصِي أَوْ أَعْدُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوءٍ وَيُرَوَّى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَبْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُخَصِّنِ الصَّائِمُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ السِّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْحُومَةٌ لِلرَّبِّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيْقَهُ**

১২১০. পরিচ্ছেদ : সায়িমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা। 'আমির ইবন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সায়িম অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তা হলে প্রতিবার উযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবির (রা) এবং যাবেদ ইবন খালিদ (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি সায়িম এবং যে সায়িম নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। 'আয়িশা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে

বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। ‘আতা (র) এবং কাতাদা (র) বলেছেন, সাযিম তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে

১৮১০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّضَ وَاسْتَنْتَرَّ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضْؤِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَضْؤِي هَذَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ لَا يَحْدِثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غَفَرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮১০ ‘আবদান (র)... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘উসমান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতের উপর পানি ঢাললেন। এরপর তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার চেহারা (মুখমণ্ডল) ধুইলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন এবং বামহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। তারপর ডান পা তিনবার ধুইলেন তারপর বাম পা তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি আমার এ উযুর মতই। এরপর তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযুর মত উযু করে দু’রাক আত সালাত আদায় করবে এবং এতে মনে মনে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হবে না, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

১২১১ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يَمِزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالسَّعْوَطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلْ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ مَضَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِيهِ وَلَا يَمَضُغُ الْعِلْكَ فَإِنْ اِزْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يَفْطُرُ وَلَكِنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ .

১২১১. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী : যখন উযু করবে তখন নাকের ছিদ্র দিয়ে পানি টেনে নিবে। নবী করীম ﷺ সাযিম এবং সাযিম নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। হাসান (র) বলেন, সাযিমের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার করায় দোষ নেই যদি তা কঠনালীতে না পৌঁছে এবং সে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। ‘আতা (র) বলেন, কুলি করে মুখের পানি ফেলে দেওয়ার পর থুথু এবং মুখের অবশিষ্ট পানি গিলে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই এবং সাযিম গোন্দ (আঠা) চিবাবে না। গোন্দ চিবিয়ে যদি কেউ থুথু গিলে ফেলে, তা হলে তার সাওম নষ্ট হয়ে যাবে, আমি এ কথা বলছি না, তবে এরূপ করা থেকে নিষেধ করা উচিত

১২১২. **بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَابْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ**

১২১২. পরিচ্ছেদ : রমযানে সহবাস করা। আবু হুরায়রা (রা) থেকে একটি মারফু‘ হাদীস বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ওয়র এবং রোগ ব্যতীত রমযানের একটি সাওম ভেংগে ফেলল, তার সারা জীবনের সাওমের দ্বারাও এ কাযা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন সাওম পালন করে। ইবন মাস‘উদ (রা)-ও অনুরূপ কথাই বলেছেন। সা‘ঈদ ইবন মুসায়্যাব, শা‘বী, ইবন যুযায়র, ইব্রাহীম, কাতাদা এবং হাম্মাদ (র) বলেছেন, তার স্থলে একদিন কাযা করবে

১৮১১ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ ، فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا .**

১৮১১ ‘আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, সে তো জ্বলে গেছে। তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, রমযানে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে (খেজুর ভর্তি) ঝুড়ি এল, যাকে ‘আরাক (১৫ সা’ পরিমাণ) বলা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন : অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, আমি। নবী করীম ﷺ বললেন : এ গুলো সাদকা করে দাও।

১২১৩. **بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَلْيَكْفِرْ**

১২১৩. পরিচ্ছেদ : যদি রমযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে সাদকা দেওয়া হয়, তা হলে সে যেন তা কাফ্ফারা স্বরূপ দিয়ে দেয়

১৮১২ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى**

বুখারী শরীফ (৩)—৩৩



النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمَرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَا اللَّهُ مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمَهُ أَهْلَكَ .

**১৮১২** আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি সায়িম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন : তুমি কি একাধারে দু'মাস সাওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন : ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হল ঝুড়ি। নবী ﷺ বললেন : প্রশংসারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় লাভা<sup>১</sup> অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চাইতে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন : এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

## ১২১৬ بَابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكِفَارَةِ إِذَا كَانُوا مُحَاقِبِينَ

১২১৪. পরিচ্ছেদ : রমযানে রোযাদার অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি কাফফারা থেকে তার অভাবগ্রস্ত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে?

**১৮১৩** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْأَخْرِ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ أَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ .

**১৮১৩** 'উসমান ইবন আবু শায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমযানে। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন : তুমি কি ক্রমাগত দু' মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন : তুমি কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না।

১। লাভা এবং হাররা মদীনা নগরীর দু' পাশের প্রস্তরাকীর্ণ মাঠ।

এমতাবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট এক 'আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এল। নবী ﷺ বললেন : এগুলো তোমার তরফ থেকে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বলল, আমার চাইতেও অধিক অভাবগ্রস্ত কে? অথচ মদীনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। নবী ﷺ বললেন : তা হলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

১২১৫. بَابُ الْجَمَاعَةِ وَالْقَرَى لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلَا يَفْطِرُ إِنَّمَا يَخْرُجُ وَلَا يُولِجُ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَفْطِرُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا، وَيَذْكُرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بَكِيرٌ عَنْ أُمِّ عِلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . وَقَالَ لِي عِيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ

১২১৫. পরিচ্ছেদ : সাওম পালনকারীর শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সালিহ (র) আমাকে বলেছেন... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বমি করলে সাওম ভঙ্গ হয় না। কেননা এতে কিছু বের হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রথম উক্তিটি বেশী সহীহ। ইবন 'আক্বাস (রা) এবং 'ইকরিমা (র) বলেন, কোন কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে সাওম নষ্ট হয়। কিন্তু বের হওয়ার কারণে নয়। ইবন 'উমর (রা) সাযিম অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি দিনে শিংগা লাগানো ছেড়ে দিয়ে রাতে শিংগা লাগাতেন। আবু মুসা (রা) রাতে শিংগা লাগিয়েছেন। সাঈদ, যায়দ ইবন আরকাম এবং উম্মে সালামা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সকলেই রোযাদার অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। বুকাযর (র) উম্মে 'আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা 'আযিশা (রা)-এর সামনে শিংগা লাগাতাম, তিনি আমাদের নিষেধ করতেন না। হাসান (র) থেকে একাধিক রাবী সূত্রে মরফু' হাদীসে আছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের সাওমই নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আইয়াশ (র) হাসান (র) থেকে আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত

১৮১৬ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮১৮ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং সাইম অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

১৮১৯ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮১৫ আবু মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাইম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

১৮১৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ وَزَادَ شَيْبَابُهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮১৬ আদম ইবন আবু ইয়াস (র)... সাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, আপনারা কি সাইমের শিংগা লাগানো অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, না। তবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে অপছন্দ করতাম। শাবাবা (র) শু'বা, (র) থেকে ﷺ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ 'নবী ﷺ-এর যুগে' কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

## ১২১৬ بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

১২১৬. পরিচ্ছেদ : সফরে সাওম পালন করা ও না করা

১৮১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي فَانْزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ تَابِعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ .

১৮১৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : সওয়ারী থেকে নেমে আমার

জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। তিনি বললেন : সওয়ারী থেকে নেমে আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সূর্য এখনো ডুবেনি। তিনি বললেন : সওয়ারী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাত্তু গুলিয়ে আন। তারপর সে সওয়ারী থেকে নেমে ছাত্তু গুলিয়ে আনলে তিনি তা পান করলেন এবং হাতের ইশারায় বললেন : যখন দেখবে রাত এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে, সাওম পালনকারী ব্যক্তির ইফতারের সময় হয়েছে। জারীর (রা) এবং আবু বাকর ইবন 'আইয়াশ (রা)... ইবন আবু 'আওফা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম।

১৮১৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْرَةَ بِنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ .

১৮১৮ মুসাদ্দাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হামযা ইবন 'আমর আসলামী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ক্রমাগত সিয়াম পালন করছি।

১৮১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَوَّحَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ حَمْرَةَ بِنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شَبِثَ فَصُمَّ وَإِنْ شَبِثَ فَافْطِرْ .

১৮১৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা)... নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হামযা ইবন 'আমর আসলামী (রা) অধিক সাওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, আমি সফরেও কি সাওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন : ইচ্ছা করলে তুমি সাওম পালন করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পার।

## ১২১৭ بَابُ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

১২১৭. পরিচ্ছেদ : রমযানের কয়েকদিন সাওম পালন করে যদি কেউ সফর আরম্ভ করে

১৮২০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَافْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ .

১৮২০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমের

অবস্থায় কোন এক রমযানে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি সাওম ভঙ্গ করে ফেললে লোকেরা সকলেই সাওম ভঙ্গ করলেন। আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, 'উসফান ও কুদায়দ নামক দুই স্থানের মধ্যে কাদীদ একটি ঝর্ণা।

১৮২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ اسْمُعِيلَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ .

১৮২১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী ﷺ এবং ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের কেউই সাযিম ছিল না।

১২১৮ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

১২১৮. পরিচ্ছেদ : প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বাণী : সফরে সাওম পালন করায় নেকী নেই

১৮২২ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ .

১৮২২ আদম (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : এর কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে সাযিম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সফরে সাওম পালনে কোন নেকী নেই।

১২১৯ بَابُ لَمْ يَعْصِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

১২১৯. পরিচ্ছেদ : সিয়াম পালন করা ও না করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতেন না

১৮২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطَرِ وَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ .

১৮২৩ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সফরে যেতাম। সাযিম ব্যক্তি গায়ের সাযিমকে (যে সাওম পালন করছে না) এবং গায়ের সাযিম ব্যক্তি সাযিমকে দোষারোপ করত না।

১২২০. بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

১২২০. পরিচ্ছেদ : সফর অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা, যাতে লোকেরা দেখতে পায়

১৮২৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

১৮২৪ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলেন। তখন তিনি সাওম পালন করছিলেন। 'উসফানে পৌছার পর তিনি পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে দেখানোর জন্য পানি হাতের উপর উঁচু করে ধরে সাওম ভঙ্গ করলেন এবং এ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলেন। এ ছিল রমযান মাসে। তাই ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম পালন করেছেন এবং সাওম ভঙ্গও করেছেন। যার ইচ্ছা সাওম পালন করতে পারে আর যার ইচ্ছা সাওম ভঙ্গ করতে পারে।

১২২১. بَابُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ نَسَخَتْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَرْثَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَزَلَ رَمَضَانَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مَسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ فَأَمَرُوا بِالصَّوْمِ

১২২১. পরিচ্ছেদ : এ (রোযা) যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা (২ : ১৮৪) ইবন 'উমর (রা) এবং সালামা ইবন

আকওয়া' (রা) বলেন যে, উক্ত আয়াতকে রহিত করেছে এ আয়াত : রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর, তা চান না; এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (২ : ১৮৫)। ইবন নুমায়র (র) ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ সাওম পালনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সাওম ত্যাগ করে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতো। এ ব্যাপারে তাদের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। তারপর وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ 'আর সাওম পালন করাই তোমাদের জন্য উত্তম', এ আয়াতটি পূর্বের হুকুমকে রহিত করে দেয় এবং সবাইকে সাওম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়

[১৮২৫] حَدَّثَنَا عِيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ قَالَ هِيَ مَنَسُوخَةٌ .

[১৮২৫] 'আইয়াশ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতটি পড়ে বলেছেন যে, ইহা রহিত।

১২২২ بَابُ مَتَى يَقْضَى قِضَاءُ رَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَفْرُقَ الْقَوْلُ لِلَّهِ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَقَالَ سَعِيدُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَيَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلَحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ السُّنْخَعِيُّ إِذَا فَرَطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ أُخَرَ يَصُومُوهَا وَلَمْ يَرِ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

১২২২. পরিচ্ছেদ : রমযানের কাযা কখন আদায় করা হবে?

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, পৃথক পৃথক রাখলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'অন্যদিনে এর সংখ্যা পূর্ণ করবে।' সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, রমযানের কাযা আদায় না করে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে সাওম পালন করা

উচিত নয়। ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) বলেন, অবহেলার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে উভয় রমযানের সাওম এক সাথে আদায় করবে। মিসকীন খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে খাওয়াবে; অথচ আল্লাহ তা'আলা খাওয়ানোর কথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে'

[১৮২৬] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ

[১৮২৬] আহমদ ইবন ইউনুস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর রমযানের যে কাযা থেকে যেত তা পরবর্তী শা'বান ছাড়া আমি আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহুইয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর ব্যস্ততার কারণে কিংবা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ব্যস্ততার কারণে।

১২২২ بَابُ الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنْنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بَدَأَ مِنْ إِتْبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

১২২৩. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সাওম উভয়ই ত্যাগ করবে

আবুয-যিনাদ (র) বলেন, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম অনেক সময় কিয়াসের বিপরীতও হয়ে থাকে। মুসলমানের জন্য এর অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় নেই। এর একটি উদাহরণ হল যে, ঋতুবতী মহিলা সাওমের কাযা করবে কিন্তু সালাতের কাযা করবে না

[১৮২৭] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا .

[১৮২৭] ইবন আবু মারইয়াম (র)... আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এ কথা কি ঠিক নয় যে, হায়য শুরু হলে মেয়েরা সালাত আদায় করে না এবং সাওমও পালন করে না। এ হল তাদের দীনেরই ক্রটি।

১২২৪ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ؛ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ



১২২৪. পরিচ্ছেদ : সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যার মৃত্যু হয়

হাসান (র) বলেন, তার পক্ষ থেকে ত্রিশজন লোক একদিন সাওম পালন করলে হবে

১৮২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ .

১৮২৮ মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সাওম আদায় করবে। ইবন ওয়াহব (র) 'আমর (র) থেকে উক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব (র)... ইবন আবু জা'ফর (র) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৮২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَّمَةٌ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهِ—ذَا الْحَدِيثُ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ وَسَلَّمَةُ بْنُ كَهِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذْرٌ وَقَالَ أَبُو حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمٌ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

১৮২৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রাহীম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা এক মাসের সাওম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ সাওম কাযা করতে পারি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হল অধিক যোগ্য। সুলায়মান (র) বলেন, হাকাম (র) এবং সালামা (র) বলেছেন, মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আমরা সকলেই একসাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ (র)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমরা শুনেছি। আবু খালিদ আহমার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার বোন মারা গেছে। ইয়াহইয়া (র) ও আবু মু'আবিয়া...

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় মানতের সাওম রয়েছে। আবু হারীয (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় পনের দিনের সাওম রয়ে গেছে।

১২২০. **بَابُ مَنْ يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ وَأَفْطَرُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ**

১২২৫. পরিচ্ছেদ : সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা হালাল।

সূর্যের গোলাকার বৃত্ত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন

১৮৩০ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮৩০ হুমায়দী (র)... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত্রি সে দিক থেকে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সায়িম ইফতার করবে।

১৮৩১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَانْزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮৩১ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন সায়িম। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি দলের কাউকে বললেন : হে অমুক! উঠ। আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন : নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন : নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো আপনার এখনো রয়েছে। তিনি বললেন : ছুঁমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর সে নামল এবং তাঁদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আনল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পান করলেন, তারপর বললেন : যখন তোমরা দেখবে, রাত একদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে, তখন সায়িম ইফতার করবে।

## ১২২৬. بَابُ يُفْطِرُ بِمَا تَيْسَّرُ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ

১২২৬. পরিচ্ছেদ : পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে

[১৮৩২] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمْسَيْتَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

[১৮৩২] মুসাদ্দাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম এবং তিনি রোযাদার ছিলেন। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন : তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর একটু সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন : তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং ছাতু গুলিয়ে আনলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন : যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এদিক থেকে আসছে, তখনই রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গেল।

## ১২২৭. بَابُ تَفْجِيلِ الْإِنْفَارِ

১২২৭. পরিচ্ছেদ : ইফতার ত্বরান্বিত করা

[১৮৩৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ .

[১৮৩৩] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : লোকেরা যতদিন যাবত ওয়াক্ত হওয়ামাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

[১৮৩৪] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي قَالَ لَوْ أَنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .

[১৮৩৪] আহমদ ইবন ইউনুস (র)... ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত সাওম পালন করেন। এরপর এক ব্যক্তিকে বললেন : সওয়ারী

হতে নেমে ছাতু গুলিয়ে আন। লোকটি বলল, আপনি যদি (পূর্ণ সক্ষ্যা হওয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় বললেন : নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। (তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : যখন তুমি এদিক (পূর্বদিক) হতে রাত্রির আগমন দেখতে পাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

## ১২২৮. بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

১২২৮. পরিচ্ছেদ : রমযানে ইফতারের পরে যদি সূর্য দেখা যায়

[১৮৩৫] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمٍ غَيِمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لَهُشَامُ فَأَمْرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بَدُ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقْضُوا أَمْ لَا .

[১৮৩৫] 'আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র)... আসমা বিনত আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর যুগে একবার মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য দেখা যায়। বর্ণনাকারী হিশামকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাদের কি কায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? হিশাম (র) বললেন, কায্য ছাড়া উপায় কি? (অপর বর্ণনাকারী) মা'মার (র) বলেন, আমি হিশামকে বলতে শুনেছি, তাঁরা কায্য করেছিলেন কি না তা আমি জানি না।

## ১২২৯. بَابُ صَوْمِ الصَّبِيَّانِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ وَتِلْكَ وَصِيَّائُنَا صِيَامَ فَضْرَبَةٍ

১২২৯. পরিচ্ছেদ : বাচ্চাদের সাওম পালন করা। রমযানে দিনের বেলায় এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে 'উমর (রা) বলেন, আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত সাওম পালন করছে। তোমার সর্বনাশ হোক! তারপর 'উমর (রা) তাকে মারলেন

[১৮৩৬] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطَرًا فَلْيَتِمَّ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صَبِيَّائَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعِهْنُ الصَّوْفُ .

[১৮৩৬] মুসাদ্দাদ (র)... রুবাযিয় ' বিনত মু'আব্বিয় (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আশুরার' সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনসারদের সকল পত্নীতে এ নির্দেশ দিলেন : যে ব্যক্তি সাওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সাওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সাওম পূর্ণ করে। তিনি (রুবাযিয়') (রা) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ইফতার

পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম। আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, عَنْهُ অর্থ পশম।

১২২০. **بَابُ الْوَصَالِ**؛ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكَرُّهُ مِنَ التَّعَمُّقِ

১২৩০. পরিচ্ছেদ : সাওমে বেসাল (বিরতিহীন সাওম)। আল্লাহ তা'আলার বাণী : রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (২ : ১৮৭) এর পরিত্রেক্ষিতে রাতে সাওম পালন করা যাবে না বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, নবী করীম ﷺ উম্মতের উপর দয়াপরবশ হয়ে ও তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করেছেন এবং কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা নিন্দনীয়

১৮২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَوْصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلٌ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ قَالَ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى أَوْ إِنِّي أَبَيْتُ أَطْعَمُ وَأَسْقَى.

১৮৩৭ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। লোকেরা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করেন? তিনি বললেন : আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয় (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি।

১৮২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلٌ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى.

১৮৩৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলেন। লোকেরা বললো, আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন! তিনি বললেন : আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।

১৮২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَوْاصِلُوا فَإِيَّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلِ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ لِي مَطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي.

১৮৩৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন? তিনি বললেন : আমি তোমাদের মত নই, আমি রাত্রি যাপন করি এরূপ অবস্থায় যে, আমার জন্য একজন খাদ্য

পরিবেশনকারী থাকেন যিনি আমাকে আহার করান এবং একজন পানীয় পরিবেশনকারী আমাকে পান করান।

১৮৬০ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالَا ثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ .

১৮৪০ ‘উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মদ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলে তারা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করে থাকেন! তিনি বললেন : আমি তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। আবু ‘আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাবী ‘উসমান (র) (رحمة لهم) ‘তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

১২৩১ بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২৩১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান।

আনাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে এ বর্ণনা করেছেন

১৮৬১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي آيَبْتُ يَطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصِلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا .

১৮৪২ আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীন সাওম পালন করতে নিষেধ করলে মুসলিমদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে বিরতিহীন সাওম পালন করেন? তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। এরপর যখন লোকেরা সাওমে বেসাল করা হতে বিরত থাকল না তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দিনের পর দিন সাওমে বেসাল করতে থাকলেন। এরপর লোকেরা যখন চাঁদ দেখতে পেল তখন তিনি বললেন : যদি চাঁদ উঠতে আরো দেরী হত তবে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরো বেশী দিন সাওমে বেসাল করতাম। এ কথা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ বলেছিলেন, যখন তারা বিরত থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

১৮৬২ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ أَيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَاكْفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ.

**১৮৪২** ইয়াহইয়া (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : তোমরা সাওমে বেসাল পালন করা হতে বিরত থাক (বাক্যটি তিনি) দু'বার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল করেন। তিনি বললেন : আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

## ১২৩২. بَابُ الْوَصَالِ إِلَى السَّحْرِ

১২৩২. পরিচ্ছেদ : সাহরীর সময় পর্যন্ত সাওমে বেসাল পালন করা

**১৮৪৩** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ لِي مَطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي.

**১৮৪৩** ইবরাহীম ইবন হামযা (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা সাওমে বেসাল করবে না। তোমাদের কেউ যদি সাওমে বেসাল করতে চায়, তবে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো সাওমে বেসাল পালন করেন? তিনি বললেন : আমি তোমাদের মত নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার জন্য একজন আহরদাতা রয়েছে যিনি আমাকে আহার করান, একজন পানীয় দানকারী আছেন যিনি আমাকে পান করান।

## ১২৩৩. بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

১২৩৩. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল সাওম ভঙ্গের জন্য কসম দিলে এবং তার জন্য এ সাওমের কাযা ওয়াজিব মনে না করলে, যখন সাওম পালন না করা তার জন্য উত্তম হয়

**১৮৪৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَيْئُكَ قَالَتْ أَخَوْتُكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِكُلِّ حَتَّى تَأْكُلَ فَكُلْ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْآخِرِ اللَّيْلُ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَصَلِّ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِلْمَلِكِ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ.

**১৮৪৪** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালমান (রা) ও আবুদ দারদা (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। (একবার) সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে উম্মুদ দারদা (রা)-কে মলিন কাপড় পরিহিত দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্মুদ দারদা (রা) বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার পার্শ্বব কোন কিছু প্রতি মোহ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবুদ দারদা (রা) এলেন। তারপর তিনি সালমান (রা)-এর জন্য আহাৰ্য প্রস্তুত করান এবং বলেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি সাওম পালন করছি। সালমান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাবো না। এরপর আবুদ দারদা (রা) সালমান (রা)-এর সঙ্গে খেলেন। রাত হলে আবুদ দারদা (রা) (সালাত আদায়ে) দাঁড়াতে গেলেন। সালমান (রা) বললেন, এখন ঘুমিয়ে যান। আবুদ দারদা (রা) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবুদ দারদা (রা) আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন, সালমান (রা) বললেন, ঘুমিয়ে যান। যখন রাতের শেষ ভাগ হলো, সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-কে বললেন, এখন দাঁড়ান। এরপর তাঁরা দু'জনে সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, আপনার প্রতিপালকের হক আপনার উপর আছে। আপনার নিজেরও হক আপনার উপর রয়েছে। আবার আপনার পরিবারেরও হক রয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন। এরপর আবুদ দারদা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। (সব শুনে) নবী ﷺ বললেন : সালমান ঠিকই বলেছে।

## ১২২৬ بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

১২৩৪. পরিচ্ছেদ : শা'বান (মাস)-এর সাওম

**১৮৪৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ الْإِذَا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

**১৮৪৫** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (এত বেশী) সাওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সাওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশী) সাওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা কলাবুলি করতাম, তিনি আর (নফল) সাওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের সাওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশী (নফল) সাওম পালন করতে দেখিনি।

**১৮৪৬** حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنْ



الْعَمَلُ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمْلُوا ، وَاحْبِبْ الصَّلَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْتَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ دَاوَمَ عَلَيْهَا .

[১৮৪৬] মুআ'য ইবন ফাযালা (র)... 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শা'বান মাসের চেয়ে বেশী (নাফল) সাওম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি (প্রায়) পুরা শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন এবং তিনি বলতেন : তোমাদের সাথে যতটুকু কুলায় ততটুকু (নফল) আমল কর, কারণ তোমরা (আমল করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা (সাওয়াব দান) বন্ধ করেন না। নবী করীম ﷺ-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সালাত ছিল তাই- যা যথাযথ নিয়মে সর্বদা আদায় করা হত, যদিও তা পরিমাণে কম হত এবং তিনি যখন কোন (নফল) সালাত আদায় করতেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

১২৩০. بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَافْطَارِهِ

১২৩৫. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর সাওম পালন করা ও না করার বর্ণনা

[১৮৪৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَفْطُرُ وَيَفْطُرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ .

[১৮৪৭] মুসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রমযান ব্যতীত কোন মাসে পুরা মাসের সাওম পালন করেন নাই। তিনি এমনভাবে (নফল) সাওম পালন করতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন পরিত্যাগ করবেন না। আবার এমনভাবে (নফল) সাওম ছেড়ে দিতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন করবেন না।

[১৮৪৮] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطُرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَفْطُرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ .

[১৮৪৮] 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে এভাবে সাওম ছেড়ে দিতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি এ মাসে আর সাওম পালন করবেন না। আবার কোন মাসে এভাবে সাওম পালন করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি এ মাসে আর সাওম

ছাড়বেন না। আর তুমি যদি তাঁকে রাতে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে তা দেখতে পেতে, আবার যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতে তবে তাও দেখতে পেতে। সুলায়মান (র) হুমায়দ (র) সূত্রে বলেন যে, তিনি আনাস (রা)-কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

১৪৬৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صِبَاٍ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا مَسِسْتُ خَزَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا غَبْرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৪৯ মুহাম্মদ (র)... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী করীম ﷺ -এর (নফল) সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যে কোন মাসে আমি তাঁকে সাওম পালনরত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তাঁকে সে অবস্থায় দেখেছি, আবার তাঁকে সাওম পালন না করা অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেয়েছি। রাতে যদি তাঁকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তা প্রত্যক্ষ করেছি। আবার ঘুমন্ত দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত মুবারক হতে নরম কোন পশমী বা রেশমী কাপড় স্পর্শ করি নাই। আর আমি তাঁর (শরীরের) ঘ্রাণ হতে অধিক সুগন্ধযুক্ত কোন মিশক বা আশ্বর পাইনি।

## ১২২৬ بَابُ حَقِّ الصَّوْمِ فِي الشَّيْفِ

১২৩৬. পরিচ্ছেদ : (নফল) সাওমের ব্যাপারে মেহমানের হক

১৪৫০ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي إِنْ لَزِدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لَزِدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৫০ ইসহাক (র)... আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। এরপর তিনি [‘আবদুল্লাহ (রা)] হাদীসটি বর্ণনা করেন অর্থাৎ “তোমার উপর মেহমানের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাওমে দাউদ (‘আ) কি? তিনি বললেন, “অর্ধেক বছর” (-এর সাওম পালন করা)।

## ১২২৭ بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

১২৩৭. পরিচ্ছেদ : নফল সাওমে শরীরের হক

۱۸۵۱ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ فَإِنْ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ السَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبُرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

১৮৫১ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সাওম পালন কর এবং সারারাত সালাত আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক (শুনেছেন) ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : এরূপ করবে না (বরং মাঝে মাঝে) সাওম পালন কর আবার সাওম ছেড়েও দাও। (রাতে) সালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা নেক আমলের বদলে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের সাওম হয়ে যায়। আমি (বললাম) আমি এর চেয়েও কঠোর আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন আমলের অনুমতি দেওয়া হল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আরো বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তবে আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর, এর থেকে বেশী করতে-যেয়ো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সাওম কেমন? তিনি বললেন : অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নবী করীম ﷺ প্রদত্ত কুখসত (সহজতর বিধান) কবুল করে নিতাম!

## ১২৩৮. بابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

১২৩৮. পরিচ্ছেদ : পুরা বছর সাওম পালন করা

১৮৫২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لَا صَوْمَ النَّهَارِ وَلَا قَوْمَ اللَّيْلِ مَا عِشْتُ،

فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا بِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .

**[১৮৫২]** আবুল ইয়ামান (র)... আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সম্পর্কে এ কথা পৌছে যায় যে, আমি বলেছি, আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সাওম পালন করব এবং রাতভর সালাত আদায় করব। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন : তুমি তো একরূপ করতে সক্ষম হবে না। বরং তুমি সাওম পালন কর ও ছেড়েও দাও, (রাতে) সালাত আদায় কর ও নিন্দা যাও। তুমি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন কর, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন : তাহলে একদিন সাওম পালন কর এবং দু'দিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশী করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তাহলে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও। এই হল দাউদ ('আ)-এর সাওম এবং এই হল সর্বোত্তম (সাওম)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। নবী করীম ﷺ বললেন : এর চেয়ে উত্তম সাওম (রাখার পদ্ধতি) আর নেই।

১২৩৭ **بَابُ حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

১২৩৯. পরিচ্ছেদ : সাওম পালনের ব্যাপারে পরিজনের হক। আবু জুহায়ফা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন

**[১৮৫৩]** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَسْرَدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَمَا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تَفْطِرُ وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، قَالَ إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهِذِهِ يَأْنِي اللَّهُ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ .

**[১৮৫৩]** 'আমর ইবন 'আলী (র)... আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর

নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, আমি একটানা সাওম পালন করি এবং রাতভর সালাত আদায় করি। এরপর হয়ত তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন অথবা আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন : আমি কি এ কথা ঠিক শুনি নাই যে, তুমি সাওম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) সালাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না? (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) : তুমি সাওম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাত্রে সালাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক তোমার উপর আছে। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] বললেন : তাহলে তুমি দাউদ ('আ)-এর সিয়াম পালন কর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন : দাউদ ('আ) একদিন সাওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি (শত্রুর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, (এই হাদীসে) কি ভাবে সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতটুকু মনে আছে যে, নবী করীম ﷺ দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সাওম কোন সাওম নয়।

## ১২৪০. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْاِطَارِ يَوْمِ

১২৪০. পরিচ্ছেদ : একদিন সাওম পালন করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلَاثٍ .

[১৮৫৪] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী করার শক্তি রাখি। এভাবে তিনি বৃদ্ধির আবেদন করতে লাগলেন যে, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একদিন সাওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও এবং আরো বললেন : প্রতি মাসে (এক খতম) কুরআন পাঠ কর। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। এভাবে বলতে লাগলেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তিন দিনে (পাঠ কর)।

## ১২৪১. بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

১২৪১. পরিচ্ছেদ : দাউদ ('আ)-এর সাওম

حَدَّثَنَا إِدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ وَكَانَ شَاعِرًا

وَكَانَ لَا يَتُهُمْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَأَنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى .

**১৮৫৫** আদম (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি সব সময় সাওম পালন কর এবং রাতভর সালাত আদায় করে থাক? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি একরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর সাওম পালন করে সে যেন সাওম পালন করে না। মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন : তাহলে তুমি দাউদী সাওম পালন কর, তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।

**১৮৫৬** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ أَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِجِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُكَ لَكَ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَى فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا .

**১৮৫৬** ইসহাক ওয়াসিতি (র)... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ এর নিকট আমার সাওমের আলোচনা করায় তিনি আমার এখানে আগমন করেন। আমি তাঁর জন্য খেজুরের গাছের ছালে পরিপূর্ণ চামড়ার বালিশ (হেলান দিয়ে বসার জন্য) পেশ করলাম। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। বালিশটি তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি বললেন : প্রতি মাসে তুমি তিন দিন রোযা রাখলে হয় না? ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন : সাত দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন : নয় দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন : এগারো দিন। এরপর নবী করীম বললেন, দাউদ (‘আ)-এর সাওমের চেয়ে উত্তম সাওম আর হয় না- অর্ধেক বছর, একদিন সাওম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও।

## ১২৪২. بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَارْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

১২৪২. পরিচ্ছেদ : সিয়ামুল বীয ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (-এর সাওম)

১৮৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

১৮৫৭ আবু মা'মার (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা এবং দু'রাক'আত সালাতুয-যুহা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা।

## ১২৪৩. بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْطُرْ عَنْهُمْ

১২৪৩. পরিচ্ছেদ : কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে (নফল) সাওম ভঙ্গ না করা

১৮৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ فَاتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمَنٍ قَالَ أَعِينُوا سَمَنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سَلِيمٍ وَاهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً قَالَتْ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فَإِنِّي لَمِنَ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا وَحَدَّثَنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصَلْبِي مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةِ بَضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةً.

১৮৫৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (আমার মাতা) উম্মে সুলাইম (রা)-এর ঘরে আগমন করলেন। তিনি তাঁর সামনে খেজুর ও ঘি পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের ঘি মশকে এবং খেজুর তার বরতনে রেখে দাও। কারণ আমি রোযাদার। এরপর তিনি ঘরের এক পাশে গিয়ে নফল সালাত আদায় করলেন এবং উম্মে সুলাইম (রা) ও তাঁর পরিজনের জন্য দু'আ করলেন। উম্মে সুলাইম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটি ছোট ছেলে আছে। তিনি বললেন : কে সে? উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, আপনার খাদেম আনাস। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের দু'আ করলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাল ও সন্তান-সন্ততি দান কর এবং তাকে বরকত দাও। আনাস (রা) বলেন, আমি আনসারগণের মধ্যে অধিক সম্পদশালীদের একজন এবং আমার কন্যা উমায়না আমাকে জানিয়েছে যে, হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ)-এর বসরায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একশত বিশের অধিক আমার নিজের সন্তান মারা গেছে।

১৪৫৭ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৯ ইবন আবু মারইয়াম (র)... হুমায়দ (র) আনাস (রা)-কে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।

## ১২৪৪. بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

১২৪৪. পরিচ্ছেদ : মাসের শেষভাগে সাওম পালন করা

১৪৬০ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غِيلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فَلَانٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرُ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَرَرَ شَعْبَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَشَعْبَانُ أَصَحُّ.

১৮৬০ সালত ইবন মুহাম্মদ (র)... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা). থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে অথবা (রাবী বলেন) অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং 'ইমরান (রা) তা শুনেছিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন : হে অমকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে সাওম পালন করনি? (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় (আমার ওস্তাদ) বলেছেন, অর্থাৎ রমযান। লোকটি উত্তর দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না। তিনি বললেন : যখন সাওম পালন শেষ করবে তখন দু'দিন সাওম পালন করে নিবে। আমার মনে হয় সালত (র) রমযান শব্দটি বর্ণনা করেননি। সাবিত (র) 'ইমরান সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে (مِنْ سَرَرَ شَعْبَانَ) শা'বানের শেষভাগে বলে উল্লেখ করেছেন। আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, শা'বান শব্দটি অধিকতর সহীহ।

১২৪৫. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

১২৪৫. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা। যদি জুমু'আর দিনে সাওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয় তবে তার উচিত সাওম ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ যদি এর আগের দিনে সাওম পালন না করে থাকে এবং পরের দিনে সাওম পালনের ইচ্ছা না থাকে।

১৪৬১ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلَتْ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ يَفْطِرَ بِصَوْمٍ.



**১৮৬১** আবু 'আসিম (র)... মুহাম্মদ ইবন 'আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ কি জুমু'আর দিনে (নফল) সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। আবু 'আসিম (র) ব্যতীত অন্যেরা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পৃথকভাবে জুমু'আর দিনের সাওম পালন (-কে নিষেধ করেছেন)।

**১৮৬২** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَصُومُونَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

**১৮৬২** 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিনে সাওম পালন না করে কিন্তু তার আগে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা যায়)।

**১৮৬৩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتَ أَمْسِرِ قَالَتْ لَا قَالَ تَرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَافْطِرِي وَقَالَ حَمَادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَافْطَرَتْ .

**১৮৬৩** মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মদ (র)... জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি (জুয়াইরিয়া) সাওম পালনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি গতকাল সাওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি আগামীকাল সাওম পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে সাওম ভেঙ্গে ফেল। হাম্মাদ ইবনুল জা'দ (র) স্বীয় সূত্রে জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আদেশ দেন এবং তিনি সাওম ভঙ্গ করেন।

## ১২৪৬. بَابُ هَلْ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ

১২৪৬. পরিচ্ছেদ : সাওম পালনের (উদ্দেশ্যে) কোন দিন কি নির্দিষ্ট করা যায়?

**১৮৬৬** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنْ الْأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمُ يَطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطِيقُ .

**১৮৬৪** মুসাদ্দাদ (র)... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কোন দিন কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তাঁর আমল স্থায়ী হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব আমল করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে সবার সামর্থ্য রাখে?

## ১২৪৭. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১২৪৭. পরিচ্ছেদ : 'আরাফাতের দিনে সাওম পালন করা

**১৮৬৫** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي سَالِمٌ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ.

**১৮৬৫** মুসাদ্দাদ (র) ও 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিছুসংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে তাঁর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের কেউ বলল, তিনি সাওম পালন করেছেন। আর কেউ বলল, না, তিনি করেন নাই। এতে উম্মুল ফাযল (রা) এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা পান করে নিলেন। এ সময় তিনি উঠের পিঠে ('আরাফাতে) উকূফ অবস্থায় ছিলেন।

**১৮৬৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَوْ قُرَى عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِجَلَابٍ وَهُوَ وَقَفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

**১৮৬৬** ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র)... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি স্বল্প পরিমাণ দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন ও লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি ('আরাফাতে) অবস্থান স্থলে ওকূফ করছিলেন।<sup>১</sup>

## ১২৪৮. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

১২৪৮. পরিচ্ছেদ : ঈদুল ফিতরের দিনে সাওম পালন করা

১. নবী সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মাতা উম্মুল ফাযল (রা) উভয়ে সহোদরা বোন, উভয়ে পরামর্শ করে দুধ প্রেরণ করেছিলেন অথবা প্রত্যেকই স্বল্পপরিমাণ দুধ প্রেরণ করেছিলেন।

১৮৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعَبْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هُذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ .

১৮৬৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... বনু আযহারের আযাদকৃত গোলাম আবু 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার ঈদে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যে দিন তোমরা তোমাদের সাওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও। আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন 'উয়ায়না (র) বলেন, যিনি ইবন আযহারের মাওলা বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠিক বর্ণনা করেছেন; আর যিনি 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর মাওলা বলেছেন, তিনিও ঠিক বর্ণনা করেছেন।

১৮৬৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّوْمِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ .

১৮৬৮ মুসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর ঈদের দিন সাওম পালন করা থেকে, 'সাম্মা'১ ধরনের কাপড় পরিধান করতে, এক কাপড় পরিধানরত অবস্থায় দুই হাঁটু তুলে নিতম্বের উপর বসতে (কেমনা এতে সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা রয়েছে) এবং ফজর ও 'আসরের পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

## ১২৪৭ بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

১২৪৯. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সাওম পালন

১৮৬৯ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِثْنَاءٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ الْمُنَابَذَةِ .

১৮৬৯ ইবরাহীম ইবন মুসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' (দিনের) সাওম ও দু'

১. সাম্মা-একু কাপড় এমনভাবে জড়িয়ে পরিধান করা যাতে দু'হাত আটকে যায় এবং হাত বের করতে গেলে সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা থাকে।

(প্রকারের) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর (দিনের) সাওম এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা<sup>১</sup> (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) হতে।

১৮৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَبْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا أَظَنَّهُ قَالَ الْاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ .

১৮৭০ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... যিয়াদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে ('আবদুল্লাহ) ইবন 'উমর (রা)-কে বলল যে, এক ব্যক্তি কোন এক দিনের সাওম পালন করার মানত করেছে, আমার মনে হয় সে সোমবারের কথা বলেছিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ঈদের দিন পড়ে যায়। ইবন 'উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পূরা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নবী করীম ﷺ এই (ঈদের) দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।<sup>২</sup>

১৮৭১ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَوْ مُحْرَمٍ وَلَا صَوْمٌ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا .

১৮৭১ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে চারটি কথা শুনেছি, যা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষ ছাড়া কোন নারী যেন দুই দিনের দূরত্বের সফর না করে। ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিনে সাওম নেই। ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় এবং 'আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে কেউ যেন সফর না করে।

১২৫০. بَابُ حَيْثُ أَيْامُ التَّشْرِيقِ :

وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصُومُ أُمَّمَ مَنِي وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا

১. জাহিলিয়া যুগে প্রচলিত প্রতারণামূলক দু' প্রকার ক্রয়-বিক্রয়। এতে বিক্রেতা অথবা ক্রেতার স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ মিলতো না। পর্দার অন্তরাল থেকে না দেখে স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে মুলামাসা এবং কাপড় বা কংকর ছুঁড়ে মেরে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে মুনাবাযা বলা হয়। -বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৭, টীকা নং ৬, আসাহল মাতাবে, দিল্লী।

২. ঈদের পরে কোন একদিন কাযা করে নিবে বলে ফতওয়া দেওয়া হয়েছে।

১২৫০. পরিচ্ছেদ : আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করা;

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... হিশাম (র) সূত্রে বর্ণিত যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'আয়িশা (রা) মিনাতে (অবস্থানের) দিনগুলোতে সাওম পালন করতেন। আর তাঁর পিতাও সে দিনগুলোতে সাওম পালন করতেন

۱۸۷۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ .

১৮৭২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আয়িশা (রা) ও ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যাঁর নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

۱۸۷۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مَنًى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ .

১৮৭৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একই সঙ্গে হজ্জ ও 'উমরা পালনের সুযোগ লাভ করল সে 'আরাফাত দিবস পর্যন্ত সাওম পালন করবে। সে যদি কুরবানী না করতে পারে এবং সাওমও পালন না করে থাকে তবে মিনার দিনগুলোতে সাওম পালন করবে।<sup>১</sup> ইবন শিহাব (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) ইবন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ১২৫১. পরিচ্ছেদ : 'আশুরার দিনে সাওম পালন করা

۱۸۷৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ .

১৮৭৪ আবু 'আসিম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'আশুরার দিনে কেউ চাইলে সাওম পালন করতে পারে।

১. অধিকাংশ ইমামের মতে আইয়্যামে মিনা অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ তারিখ (কারো মতে ১৩ তারিখও) রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য হাদীসটি যারা অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের সমর্থনে। সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

১৮৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

১৮৭৬ আবুল ইয়ামান (র)... 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে 'আশুরার দিনে সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমযানের সাওম ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা ('আশুরার) সাওম পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না।

১৮৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

১৮৭৮ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে কুরাইশগণ 'আশুরার সাওম পালন করত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ সাওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায়ে আগমন করেন তখনও এ সাওম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হল তখন 'আশুরার সাওম ছেড়ে দেয়া হলো, যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না।

১৮৭৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجِّ عَلَى الْمُنْبِرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ .

১৮৮০ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... হুমায়দ ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মু'আবিয়া (রা) হজ্জ করেন সে বছর 'আশুরার দিনে (মসজিদে নববীর) মিম্বরে তিনি (রাবী) তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসিগণ! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আজকে 'আশুরার দিন, আল্লাহ তা'আলা এর সাওম তোমাদের উপর ফরয করেননি বটে, তবে আমি (আজ) সাওম পালন করছি। যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করুক যার ইচ্ছা সে পালন না করুক।

১৮৮১ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ

فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

**১৮৭৮** আবু মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায়া আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ 'আশুরার দিনে সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা ('আ) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন।

**১৮৭৯** حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ .

**১৮৭৯** 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আশুরার দিনকে ইয়াহুদীগণ ঈদ মনে করত। নবী করীম ﷺ (সাহাবীগণকে) বললেন : তোমরাও এ দিনের সাওম পালন কর।

**১৮৮০** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ .

**১৮৮০** 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আশুরার দিনের সাওমের উপরে অন্য কোন দিনের সাওমকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখি নাই এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখি নাই)।

**১৮৮১** حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ إِذْنِ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ .

**১৮৮১** মক্কী ইবন ইবরাহীম (র)... সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন যে, যে ব্যক্তি খেয়েছে, সে যেন দিনের বাকি অংশে সাওম পালন করে আর যে খায় নাই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা আজকের দিন 'আশুরার দিন।





# کتابُ صَلَاةِ التَّرَاوِیْحِ

## অধ্যায় : তারাবীহর সালাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

## كِتَابُ صَلَاةِ التَّارَافِيعِ

অধ্যায় : তারাবীহর সালাত

١٢٥٢ بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

১২৫২. পরিচ্ছেদ : কিয়ামে রমযান-এর (রমযানে তারাবীহর সালাতের) ফযীলত

١٨٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮৮২ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

١٨٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِصْلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جُمِعَتْ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَعَبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَتَأَمَّنُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يَرُدُّ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ .

১৮৮৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর সালাতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। হাদীসের রাবী ইবন শিহাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল

করেন এবং তারাবীহর ব্যাপারটি এ ভাবেই চালু ছিল। এমনকি আবু বাকর (রা)-এর খিলাফতকালে ও 'উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম ভাগে এরূপই ছিল। ইবন শিহাব (র) 'উরওয়া ইবন যুযায়র (র) সূত্রে 'আবদুর রাহমান ইবন 'আবদ আল-ক্বারী (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। 'উমর (রা) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর ['উমর (রা)] সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। 'উমর (রা) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

১৮৮৪ ইসমাঈল (র)... নবী-সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেন এবং তা ছিল রমযানে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالُ بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

১৮৮৫ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন, কিছু সংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও

লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের সালাতে বেরিয়ে আসলেন এবং সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর বললেন : শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এই সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশংকা করছি (বিধায় বের হই নাই)। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হলো আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়।

১৮৮৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطَوْلَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنَيْنٍ ، وَطَوْلَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّأَمَّ قَبْلُ أَنْ تُؤْتَرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

১৮৮৬ ইসমাঈল (র)... আবু সালামা ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রমযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগারো রাক'আত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, সে চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি ['আয়িশা (রা)] বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিতর আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন? তিনি বললেন : হে 'আয়িশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাভিভূত হয় না।

১২৫২ بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَّمَ فِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّيْنَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مَا أَدْرَاكَ فَقَدْ أَعْلَمَهُ وَمَا قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمَهُ .

১২৫৩. পরিচ্ছেদ : লাইলাতুল কাদর-এর ফযীলত আর মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আমি কুরআন মজীদ মহিমাবিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। আপনি কি জানেন মহিমাবিত রজনী কি? মহিমাবিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফিরিশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তি শান্তি, সে রাত উষার

আবির্ভাব পর্যন্ত (৯৭ : ১-৫) ইবন 'উয়ায়না (র) বলেন, কুরআন মজীদে যে স্থলে وَمَا أَرْكَرَ উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেছেন। আর যে স্থলে وَمَا يَذْرِيكَ উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁকে অবহিত করেননি

[১৮৮৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[১৮৮৭] 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কাদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। সুলায়মান ইবন কাসীর (র) যুহরী (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### ১২৫৪. بَابُ التَّمَسُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ

১২৫৪. পরিচ্ছেদ : (রমযানের) শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কাদরের সন্ধান করো

[১৮৮৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَرَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ .

[১৮৮৮] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নযোগে রমযানের শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কাদর দেখানো হয়। (এ শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধান প্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।

[১৮৮৯] حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَتْهَا أَوْ نُسِيَتْهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِي الْوَيْتِ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ

حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ .

**১৮৮৯** মু'য়ায ইবন ফাযালা (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে রমযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করি। তিনি বিশ তারিখের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : আমাকে লাইলাতুল কাদর (-এর সঠিক তারিখ) দেখানো হয়েছিল পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতে তার সন্ধান কর। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি (ঐ রাতে) কাদা-পানিতে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে (মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়)। আমরা সকলে ফিরে আসলাম (থেকে গেলাম)। আমরা আকাশে হাঙ্কা মেঘ খণ্ড দেখতে পাই নাই। পরে মেঘ দেখা দিল ও এমন জোরে বৃষ্টি হলো যে, খেজুরের শাখায় তৈরি মসজিদের ছাদ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। সালাত শুরু করা হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাদা-পানিতে সিজদা করতে দেখলাম। পরে তাঁর কপালে আমি কাদার চিহ্ন দেখতে পাই।

۱۲۵۵ بَابُ تَحَرُّيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوَيْلِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ فِيهِ عَنْ عِبَادَةِ

১২৫৫. পরিচ্ছেদ : রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদর সন্ধান করা; এ প্রসঙ্গে 'উবাদা (রা) থেকে রেওয়ায়ত রয়েছে

**১৮৯০** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْلِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

**১৮৯০** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদরের সন্ধান কর।

**১৮৯১** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشَرَ الْآخِرَ فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمَسِّي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ أَحَدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَإِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَ هُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشَرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشَرَ الْآخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَلْبُثْ فِي مَعْتَكِفِهِ وَقَدْ أُرَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي

كُلَّ وَتَرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَاَمْطَرَتْ فَوَكَّفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلًّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرْتُ عَيْنِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً .

**১৮৯১** ইব্রাহীম ইবন হামযা (রা)... আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করেন। বিশ তারিখ অতীত হওয়ার সন্ধ্যায় এবং একুশ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সংগে যারা ই'তিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে প্রস্থান করেন এবং তিনি যে মাসে ই'তিকাফ করেন ঐ মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশাআল্লাহ, তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন, তারপর বলেন যে, আমি এই দশকে ই'তিকাফ করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, শেষ দশকে ই'তিকাফ করব। যে আমার সংগে ই'তিকাফ করেছিল সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) : শেষ দশকে ঐ রাতের তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা তালাশ কর। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি কাদা-পানিতে সিজদা করছি। ঐ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চারণ হয় এবং বৃষ্টি হয়। মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল একুশ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের সালাত শেষে ফিরে বসেন তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমণ্ডল কাদা-পানি মাখা।

**১৮৯২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّمِسُّوا .

**১৮৯২** মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, তোমরা (লাইলাতুল কাদর) তালাশ কর।

**১৮৯৩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

**১৮৯৩** মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন : তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কাদর তালাশ কর।

**১৮৯৪** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ التَّمِسُّوا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى .

[১৮৯৪] মুসা ইবন ইসমাঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা তা (লাইলাতুল কাদর) রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর। লাইলাতুল কাদর (শেষ দিক হতে গণনায়) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে।

[১৮৯৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ فِي الْعَشْرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّمِسُّوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ .

[১৮৯৫] 'আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তা শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল কাদর। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।

### ১২৫৬. بَابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاخِي النَّاسِ

১২৫৬. পরিচ্ছেদ : মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কাদরের সুনির্দিষ্ট তারিখের জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া

[১৮৯৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاخَى فَلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

[১৮৯৬] মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ আমাদেরকে লাইলাতুল কাদরের (নির্দিষ্ট তারিখের) অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিল। তা দেখে তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কাদরের সংবাদ দিবার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তার (নির্দিষ্ট তারিখের) পরিচয় হারিয়ে যায়। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তা তালাশ কর।

### ১২৫৭. بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

১২৫৭. পরিচ্ছেদ : রমযানের শেষ দশকের আমল

[১৮৯৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ



رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيزْرَهُ وَآحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ .

[১৮৯৭] 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন নবী করীম ﷺ তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্রে জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।



کتابُ الاعتِکافِ  
অধ্যায় : ইতিকাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

## كِتَابُ الْأَعْتِكَافِ

### অধ্যায় ৪ ই-তিকাক

١٢٥٨ بَابُ الْأَعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْأَعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

১২৫৮. পরিচ্ছেদ ৪ রমযানের শেষ দশকে ই-তিকাক এবং ই-তিকাক সব মসজিদেই হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা মসজিদে ই-তিকাকরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে (২ : ১৮৭)

١٨٩٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৯৮ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ই-তিকাক করতেন।

١٨٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

১৮৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশক ই-তিকাক করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই-তিকাক করতেন।

١٩٠٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ ، اِعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى اِذَا كَانَ لَيْلَةً اِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مَنْ اِعْتَكَفَ مِنْ اِعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ اُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيَتْهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي اَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِي كُلِّ وَتَرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشٍ فَوْكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبْحِ اِحْدَى وَعِشْرَيْنِ .

**১৯০০** ইসমাঈল (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের মধ্যম দশকে ই‘তিকাফ করতেন। এক বছর এরূপ ই‘তিকাফ করেন, যখন একুশের রাত এল, যে রাতের সকালে তিনি তাঁর ই‘তিকাফ হতে বের হবেন, তখন তিনি বললেন : যারা আমার সংগে ই‘তিকাফ করেছে তারা যেন শেষ দশক ই‘তিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই রাত (লাইলাতুল কাদর) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরের পাতার ছাউনির। ফলে মসজিদে টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশের রাতের সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপালে কাদা-পানির চিহ্ন আমার এ দু’চোখ দেখতে পায়।

## ১২৫৭. بَابُ الْحَائِضِ تُرْجَلُ الْمُعْتَكِفِ

১২৫৭. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী নারী কর্তৃক ই‘তিকাফকারীর চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

**১৯০১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْنِفِي إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

**১৯০১** মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... নবী সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম ﷺ আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

## ১২৬০. بَابُ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ

১২৬০. পরিচ্ছেদ : (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ই‘তিকাফকারী (তার) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না

**১৯০২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْخُلَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .

**১৯০২** কুতায়বা (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।

### ১২৬১. بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

১২৬১. পরিচ্ছেদ : ই'তিকাকারীর (মাথা) ধৌত করা

**১৯.৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

**১৯০৩** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার ঋতুবতী অবস্থায় আমার সংগে কাটাতেন এবং তিনি ই'তিকাকারত অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

### ১২৬২. بَابُ الْإِعْتِكَافِ لَيْلًا

১২৬২. পরিচ্ছেদ : রাতে ই'তিকাক করা

**১৯.৪** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ .

**১৯০৪** মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, 'উমর (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি জাহিলিয়া যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাক করার মানত করেছিলাম। তিনি (উত্তরে) বললেন : তোমার মানত পূরা কর।

### ১২৬৩. بَابُ إِعْتِكَافِ النِّسَاءِ

১২৬৩. পরিচ্ছেদ : নারীদের ই'তিকাক করা

১৯০৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكَتُتْ أَضْرِبُ لَهُ خِباءَ فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتِأْذَنَتْ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِباءَ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِباءَ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ صَرِيَتْ خِباءَ أَخْرَفَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْيِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبِرُّ تُرَوَّنَ بِهِنَ فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

১৯০৫ আবুন নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশকে নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ করতেন। আমি তাঁর তাঁবু তৈরি করে দিতাম। তিনি ফজরের সালাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী-সহধর্মিণী) হাফসা (রা) তাঁবু খাটাবার জন্য 'আয়িশা (রা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলে হাফসা (রা) তাঁবু খাটালেন। (নবী-সহধর্মিণী) যায়নাব বিনত জাহশ (রা) তা দেখে আরেকটি তাঁবু তৈরি করলেন। সকালে নবী করীম ﷺ তাঁবুগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এগুলো কী? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন : তোমরা কি মনে কর এগুলো দিয়ে নেকী হাসিল হবে? এ মাসে তিনি ই'তিকাফ ত্যাগ করলেন এবং পরে শাওয়াল মাসে দশ দিন (কাযা স্বরূপ) ই'তিকাফ করেন।

## ১২৬৮ بَابُ الْأَخْيِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

১২৬৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবু খাটানো

১৯০৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ إِذَا أَخْيِيَةُ خِباءَ عَائِشَةَ وَخِباءَ حَفْصَةَ وَخِباءَ زَيْنَبَ فَقَالَ الْبِرُّ تَقُولُونَ بِهِنَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَغْتَكِفَ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

১৯০৬ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন। এরপর যে স্থানে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করেছিলেন সেখানে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। (তাঁবুগুলো হল নবী-সহধর্মিণী) 'আয়িশা (রা), হাফসা (রা) ও যায়নাব (রা)-এর তাঁবু। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি এগুলো দিয়ে নেকী হাসিলের ধারণা কর? এরপর তিনি চলে গেলেন আর ই'তিকাফ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসে দশ দিনের ই'তিকাফ করলেন।

## ১২৬৫. بَابُ مَنْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

১২৬৫. পরিচ্ছেদ : কোন প্রয়োজনে ই'তিকাহকারী কি মসজিদের দরজা পর্যন্ত বের হতে পারেন?

[১৯.৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عَنْهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا .

[১৯০৭] আবুল ইয়ামান (র)... নবী-সহধর্মিণী সাফিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাহরত ছিলেন। তিনি তাঁর সংগে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তারপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী করীম ﷺ তাঁকে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা (রা)-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন দু'জন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে নবী ﷺ বললেন : তোমরা দু'জন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনত হুয়ায়ী। এতে তাঁরা দু'জনে সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন : শয়তান মানুষের রক্ত শিরায় চলাচল করে। আমি আশংকা করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

## ১২৬৬. بَابُ الْأَعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ

১২৬৬. পরিচ্ছেদ : ই'তিকাহ এবং নবী ﷺ কর্তৃক (রমযানের) বিশ তারিখ সকালে বেরিয়ে আসা

[১৯.৮] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ



فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي وَتَرٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَارْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي أُرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ .

[১৯০৮] 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... আবু সালামা ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা রমযানের মধ্যম দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ই'তিকাফ করেছিলাম। রাবী বলেন, এরপর আমরা বিশ তারিখের সকালে বের হতে চাইলাম। তিনি বিশ তারিখের সকালে আমাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : আমাকে (স্বপ্নযোগে) লাইলাতুল কাদর (-এর নির্দিষ্ট তারিখ) দেখানো হয়েছিল। পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বেজোড় তারিখে তা তালাশ কর। আমি দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ই'তিকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে (বের হওয়া থেকে বিরত থাকে)। লোকেরা মসজিদে ফিরে এল। আমরা তখন আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখতে পাইনি। একটু পরে এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল ও বর্ষণ হল এবং সালাত শুরু হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাদা-পানির মাঝে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপালে ও নাকে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

## ১২৬৭. بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاةِ

১২৬৭. পরিচ্ছেদ : মুস্তাহাযা (প্রদর স্রাবযুক্ত) নারীর ই'তিকাফ করা

[১৯০৯] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَرْوَاجِهِ مُسْتَحَاةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ قَرِيبًا وَضَعْنَا الطُّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي .

[১৯০৯] কুতায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে তাঁর এক মুস্তাহাযা সহধর্মিণী ই'তিকাফ করেন। তিনি লাল ও হলুদ রংয়ের স্রাব নির্গত হতে দেখতে পেতেন। অনেক সময় আমরা তাঁর নীচে একটি গামলা রেখে দিতাম আর তিনি উহার উপর সালাত আদায় করতেন।

## ১২৬৮. بَابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

১২৬৮. পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ অবস্থায় স্বামীর সংগে স্ত্রীর সাক্ষাত করা

১৭১০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنُ فَقَالَ لَصَفِيَّةَ بِنْتُ حُرٍّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكَ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَجَارَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالَيَا إِنِّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُرٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَلْقَى فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا .

১৯১০ সা‘ঈদ ইবন ‘উফায়র (র) ও ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... ‘আলী ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সহধর্মিণী সাফিয়া (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ (ই‘তিকাফ অবস্থায়) মসজিদে অবস্থান করছিলেন, ঐ সময়ে তাঁর নিকট তাঁর সহধর্মিণীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) সাফিয়া বিনতে হুয়ায়ীকে বললেন : তুমি তাড়াতাড়ি করো না। আমি তোমার সাথে যাব। তাঁর [সাফিয়া (রা)]-এর ঘর ছিল উসামার বাড়ীতে। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে সংগে করে বের হ’লেন। এমতাবস্থায় দু’জন আনসার ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটলে তারা নবী করীম ﷺ-কে দেখতে পেয়ে (দ্রুত) আগে বেড়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ তাদের দু’জনকে বললেন : তোমরা এদিকে আস। এ তো সাফিয়া বিন্ত হুয়ায়ী। তাঁরা দু’জন বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : শয়তান মানব দেহে রক্তের মত চলাচল করে। আমি আশংকা বোধ করলাম যে, সে তোমাদের মনে কিছু সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়।

## ১৭১১ بَابُ هَلْ يَذَرُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

১২৬৯. পরিচ্ছেদ : ই‘তিকাফকারীর নিজের উপর সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করা

১৭১১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالِ هِيَ صَفِيَّةٌ وَرَبِّمَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ صَفِيَّةٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَتَتْهُ لَيْلًا قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا لَيْلٌ .

**১৯১১** ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র) এবং আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)... সাফিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর ই'তিকাফ অবস্থায় একবার তিনি তাঁর সংগে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি যখন ফিরে যান তখন নবী ﷺ তাঁর সাথে কিছু দূর হেঁটে আসেন। ঐ সময়ে এক আনসার ব্যক্তি তাঁকে দেখতে পায়। তিনি যখন তাকে দেখতে পেলেন তখন তাকে ডাক দিলেন ও বললেন : এসো, এ তো সাফিয়্যা বিনত হুয়ায়ী। শয়তান মানব দেহে রক্তের মত চলাচল করে থাকে। রাবী বলেন, আমি সুফিয়ান (রা)-কে বললাম, তিনি রাতে এসেছিলেন? তিনি বললেন, রাতে ছাড়া আর কি?

## ১২৭০. بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ اِعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْحِ

১২৭০. পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ হতে সকাল বেলা বের হওয়া

**১৭১২** حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ح قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَظَنُّ أَنْ ابْنَ أَبِي لَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَاتَّانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمَطَرْنَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَارْتَبَتْهُ آثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ .

**১৯১২** আবদুর রাহমান ইবন বিশর (র)... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রমযানের মধ্যম দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ই'তিকাফ করেছিলাম। বিশ তারিখের সকালে (ই'তিকাফ শেষ করে চলে আসার উদ্দেশ্যে) আমরা আমাদের আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকটে এসে বললেন : যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করেছে সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে ফিরে যায়। কারণ আমি এই রাতে (লাইলাতুল কাদর) দেখতে পেয়েছি এবং আমি আরো দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। এরপর যখন তিনি তাঁর ই'তিকাফের স্থানে ফিরে গেলেন ও আকাশে মেঘ দেখা দিল, তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। সেই সত্তার কসম! যিনি তাঁকে যথাযথই প্রেরণ করেছেন, ঐ দিনের শেষভাগে আকাশে মেঘ দেখা দিল। মসজিদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনীর। আমি তাঁর নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছিলাম।

## ১২৭১. بَابُ الْإِعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ

১২৭১. পরিচ্ছেদ : শাওয়াল মাসে ই‘তিকাফ করা

[১৭১৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرُهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا الْبِرِّ أَنْزَعُوها فَلَا أَرَاهَا فَتَزَعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ .

[১৯১৩] মুহাম্মদ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রময়ানে ই‘তিকাফ করতেন। ফজরের সালাত শেষে ই‘তিকাফের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতেন। ‘আয়িশা (রা) তাঁর কাছে ই‘তিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। ‘আয়িশা (রা) মসজিদে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু করে নিলেন। হাফসা (রা) তা শুনে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন এবং যায়নাব (রা)-ও তা শুনে (নিজের জন্য) আর একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত শেষে এসে চারটি তাঁবু দেখতে পেয়ে বললেন : একি? তাঁকে তাঁদের ব্যাপার জানানো হলে, তিনি বললেন : নেক আমলের প্রেরণা তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব খুলে ফেলা হল। তিনি সেই রময়ানে আর ই‘তিকাফ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করেন।

## ১২৭২. بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ

১২৭২. পরিচ্ছেদ : যিনি ই‘তিকাফকারীর জন্য সাওম পালন জরুরী মনে করেন না

[১৭১৪] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .

[১৯১৪] ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র)... ‘উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহিলিয়াতের যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ই‘তিকাফ করার মানত করেছিলাম। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার মানত পূরা কর। তিনি এক রাতের ই‘তিকাফ করলেন।

## ১২৭৩. بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَتَكْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ

১২৭৩. পরিচ্ছেদ : জাহিলিয়াতের যুগে ই‘তিকাফ করার মানত করে পরে ইসলাম কবুল করা

১৯১৫ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَتَكْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ .

১৯১৫ ‘উবায়দ ইবন ইসমা‘ঈল (র)... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উমর (রা) জাহিলিয়াতের যুগে মসজিদে হারামে ই‘তিকাফ করার মানত করেছিলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এক রাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার মানত পূরা কর।

## ১২৭৪. بَابُ الْإِعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

১২৭৪. পরিচ্ছেদ : রমযানের মাঝের দশকে ই‘তিকাফ করা

১৯১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَكْفٍ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ إِعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا .

১৯১৬ ‘আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রতি রমযানে দশ দিনের ই‘তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইত্তিকাল করেন সে বছর তিনি বিশ দিনের ইতিকাফ করেছিলেন।

## ১২৭৫. بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكْفٍ ثُمَّ بَدَأَ أَنْ يُخْرَجَ

১২৭৫. পরিচ্ছেদ : ই‘তিকাফ করার ইচ্ছা করে পরে কোন কারণে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভাল মনে করা

১৯১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَتَكْفٍ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا ففَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِنَاءً فَبْنَى لَهَا ، قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بَنَاتِهِ فَبَصُرَ بِالْأَبْنَةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرُّ أَرَدَنْ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُتَكْفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ إِعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

[১৯১৭] মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ই‘তিকাফ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে ‘আয়িশা (রা) তাঁর কাছে ই‘তিকাফ করার অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফসা (রা) ‘আয়িশা (রা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তা দেখে যায়নাব বিনত জাহশ (রা) নিজের জন্য তাঁবু লাগানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হল। ‘আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন : এ কি ব্যাপার? লোকেরা বলল, ‘আয়িশা, হাফসা ও যায়নাব (রা)-এর তাঁবু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা কি নেকী পেতে চায়? আমি আর ই‘তিকাফ করবো না। এরপর তিনি ফিরে আসলেন। পরে সাওম শেষ করে শাওয়াল মাসের দশ দিন ই‘তিকাফ করেন।

### ۱۲۷۶ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْفَسْلِ

১২৭৬. পরিচ্ছেদ : ই‘তিকাফকারী মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে তার মাথা ঘরে প্রবেশ করানো

[১৭১৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرْجِلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يَتَأَوَّلُهَا رَأْسَهُ .

[১৯১৮] ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ঋতুবতী অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। ঐ সময়ে তিনি মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় থাকতেন আর ‘আয়িশা (রা) তাঁর হুজরায় অবস্থান করতেন। তিনি ‘আয়িশা (রা)-এর দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ